সার্বিক নির্দেশনায় : মো: সাইফুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক

সম্পাদনায় : জামাল উদ্দিন সিদ্দিকী, ম্যানেজার (মনিটরিং এন্ড ডকুমেন্টেশন)

সার্বিক সহযোগিতায় :

মো: শামছুল হক, সহকারী পরিচালক (মাইক্রো ফাইন্যান্স)
মহিব উল্যাহ,ঋণ সমন্বয়কারী (এমই)
এ,কে,এম ফখরুল ইসলাম, সমন্বয়কারী (ফাইন্যান্স)
মোঃ হান্নান মোল্যা, ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)

তথ্য ও উপাত্ত সংকলন সহযোগিতায়:

- ❑ সকল কর্মসূচির প্রকল্প অফিসার ও ফোকাল পারসন/সমন্বয়কারীবৃন্দ (ব্র্যাক-ইএসপি প্রাথমিক শিক্ষা, সমৃদ্ধি, প্রবীণ, ভেড়া পালন ও ভেড়া প্রজনন কেন্দ্র, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও কৈশোর কর্মসূচি)
- ❑ কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ ইউনিট
- ❑ প্রশাসনিক বিভাগ
- ❑ হিসাব বিভাগ (প্রধান কার্যালয়)
- ❑ মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচি (সকল আরএম, এলাকা ব্যবস্থাপক ও শাখা ব্যবস্থাপক)
- ❑ অডিট এন্ড মনিটরিং সেকশন
- ❑ আইটি সেকশন
- ❑ লজিস্টিক্স ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইউনিট

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা'র

মুজিব শতবর্ষ উদ্‌যাপনে গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

স্মরণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

আমি হিমালয় দেখিনি, কিন্তু শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব ও সাহসিকতায় তিনি হিমালয়ের মতো।	যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরি মেঘনা বহমান ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু বাংলাদেশের সম্পত্তি নন। তিনি সমগ্র বাঙালির মুক্তির অগ্রদূত।
	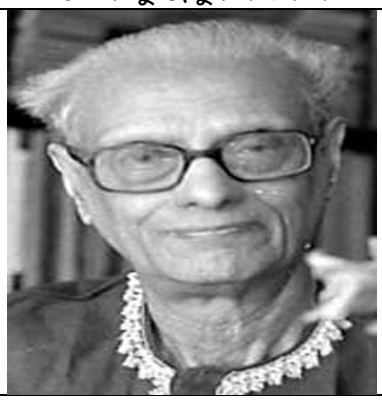	
ফিদেল ক্যাস্ত্রো গণপ্রজাতন্ত্রী কিউবার সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং কিংবদন্তি বিপ্লবী	অন্নদাশঙ্কর রায় বাঙালি কবি এবং প্রাবন্ধিক	মোহাম্মদ হাসনাইন হাইকল প্রখ্যাত মিশরীয় সাংবাদিক

শেখ মুজিব নিহত হওয়ার খবরে আমি মর্মাহত। তিনি একজন মহান নেতা ছিলেন। তাঁর অনন্য সাধারণ সাহসিকতা এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের জন্য প্রেরণাদায়ক ছিল।	আপোষহীন সংগ্রামী নেতৃত্ব এবং কুসুমকোমল হৃদয় ছিল মুজিবের চরিত্রের বিশেষত্ব।	এই বিশেষ বাড়িটিতে এসে আমি বেশ আবেগাপ্লুত ! বাড়িটি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে জেনে আমি কৃতজ্ঞ।

ইন্দিরা গান্ধী গণপ্রজাতন্ত্রী ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী	ইয়াসির আরাফাত ফিলিস্তান মুক্তি মোর্চার সাবেক নেতা, নোবেল বিজয়ী	অ্যাঞ্জেলিনা জোলি হলিউড অভিনেত্রী ,চলচ্চিত্রকার এবং মানবাধিকার কর্মী

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১	প্রতিবেদনের সম্পাদকীয় পাতা	
২	সূচিপত্র	
৩	মুজিব শতবর্ষ পেইজ	
৪	মুখবন্ধ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ	
৫	প্রতিষ্ঠাতা পরিচালকের সংক্ষিপ্ত কর্ম পরিচিতি	
৬	বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সংস্থায় আগমন ও সম্মাননা প্রদান	
৭	সাগরিকার উদ্ভব ও বিকাশ	
৮	ভিশন, মিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	
৯	নিবন্ধীকরণ তথ্য	
১০	কর্মএলাকার তথ্য	
১১	চলমান কর্মসূচি/প্রকল্প, মেয়াদকাল ও সহযোগী সংস্থার তথ্য	
১২	কোভিড-১৯ নোভেল করোনাভাইরাস সচেতনতা ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম	
১৩	ব্র্যাকের সহযোগিতায় শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি (ইএসপি শিক্ষা)	
১৪	কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট	
১৫	লিফ্‌ট কর্মসূচির আওতায় প্রাকৃতিক উপায়ে কুচিয়ার চাষ প্রকল্প	
১৬	সমৃদ্ধি কর্মসুচি(চর এলাহী ইউনিয়ন)	
১৭	সমৃদ্ধি কর্মসুচি(চর আমান উল্লা ইউনিয়ন)	
১৮	প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি (চর এলাহী ইউনিয়ন)	
১৯	প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি (চর আমান উল্লা ইউনিয়ন)	
২০	“আনন্দে পড়ি, নৈতিকতায় জীবন গড়ি” শীর্ষক দিশারী কার্যক্রম (৬নং চর আমানউল্যাহ ইউনিয়ন)	
২১	ভেড়ার জাত উন্নয়ন ও সদস্য পর্যায়ে উন্নত জাতের ভেড়া পালন প্রকল্প	
২২	সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি	
২৩	কৈশোর কর্মসূচি	
২৪	সাগরিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টার	
২৫	শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচি	
২৬	মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি	
২৭	গৃহায়ন ঋণ ও সবার জন্য বাসস্থান প্রকল্প	
২৮	আবাসন ঋণ কর্মসূচি	
২৯	লাইভলিহুড রেস্টোরেশন লোন (এলআরএল)	
৩০	আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন লোন (আরআরএল)	
৩১	মেনেজমেন্ট মিটিংস	

৩২	অডিট, মনিটরিং ও ডকুমেন্টশন কার্যক্রম	
৩৩	প্রশিক্ষণ ভেন্যু ও এর সুবিধাদি	
৩৪	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জরুরী সাড়া প্রদান, জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন কার্যক্রম	
৩৫	সাগরিকা গ্রামীণ স্যানিটেশন কেন্দ্র	
৩৬	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন	
৩৭	সাংস্কৃতিক শিক্ষা কর্মসুচি	
৩৮	মানবিক সহায়তামূলক কার্যক্রম	
৩৯	প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও নির্বাহী পরিচালক এর মৃত্যু বার্ষিকী পালন	
৪০	ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বর্তমান কর্মরত জনবল তথ্য	
৪১	সাধারন ও কার্যকরী কমিটি	
৪২	বাজেট ব্যয় ও পরবর্তী বছরের বাজেট পরিকল্পনা তথ্য	
৪৩	পিকেএসএফ উন্নয়ন মেলা, ২০১৯ এ সংস্থার অংশগ্রহণ	
৪৪	আইটি সেকশন এর কার্যক্রম	
৪৫	সংস্থার কনসোলিডেটেড ব্যালেন্সশীট, মাইক্রোফিন্যান্স ব্যালেন্সশীট ও কনসোলিডেটেড ফিক্সড্ এসেটস্ তথ্যশীট (অডিট ফার্ম রিপোর্ট থেকে)	
৪৬	সফলভাবে সমাপ্ত প্রকল্প ও কর্মসূচি সমূহ	
৪৭	নেটওয়ার্কিং	
৪৮	কন্ট্রাক্ট পারসন	
৪৯	উপসংহার	

মুখবন্ধ

মানুষ ও সমাজের কল্যাণকে ব্রত করে ১৯৮৫ সালে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন মরহুম ফজলুল হক (হক সাহেব)। সংস্থা প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানটি নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলার অতিদরিদ্র, দরিদ্র, নদী ভাঙ্গা এবং সমাজে পিছিয়ে পড়া, দূর্যোগে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে। সংস্থার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ২০১১ সন পর্যন্ত অক্সফাম-জিবি ও পরবর্তীতে ১৯৯৩ সন থেকে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর ধারাবাহিক সার্বিক সহযোগিতায় সংস্থা প্রাথমিক পর্যায়ে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বয়স্ক শিক্ষা ও ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে সংস্থা ফাউন্ডেশনের বহুমুখী কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে মাইক্রো ফাইন্যান্সকে আরো গতিশীল, দরিদ্র মানুষের মানবিক চাহিদা ও মর্যাদা এবং সার্বিক উন্নয়নকে টেকসই করার জন্য সংস্থা ঋণ কর্মসূচির পাশাপাশি উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষাবৃত্তি, স্বাস্থ্য সেবা, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, স্ট্যাফদের দক্ষতা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

সংস্থা কর্তৃক এবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় মুজিব জন্ম শতবর্ষ পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাধীনতার মহানায়ক আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের স্থপতি, বাঙ্গালী জাতি ও বাংলা মায়ের শ্রেষ্ঠ সন্তান, আমাদের মহান মুক্তিসংগ্রাম ও যুদ্ধের মহানায়ক, হাজার বছরের শেষ্ঠ বাঙ্গালী, জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে সম্পৃক্ত হতে পেরে আমাদের সংস্থার সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ আমরা সবাই খুবই আনন্দিত এবং গর্বিত বোধ করছি। অতীব গুরুত্বের সহিত বছরব্যাপী মজিব শতবর্ষ উপলক্ষে সংস্থার লগোর পাশাপাশি মজিব শতবর্ষের লগো ব্যবহার করে সংস্থার সকল কর্মসূচি ও প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সংস্থার প্রধান কার্যালয় ও শাখা কার্যালয়ে মুজিব বর্ষের ফেস্টুন ও বেনার স্থাপন করা হয়েছে। মজিব শতবর্ষ পালনে সরকারের সকল পর্যায়ের কর্মসূচির সাথে সংস্থা সম্পৃক্ত থেকেছে এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে পরিকল্পনা মোতাবেক সংস্থা উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সংস্থার কার্যক্রম স্বাভাবিক গতিতে পরিচালিত হচ্ছিল। বিগত মার্চ ২০২০ মাসের শেষ সপ্তাহে কোভিড-১৯ নোভেল করোনা ভাইরাস মহামারি আবির্ভাব ও প্রাদুর্ভাবের

ফলে সংস্থার কার্যক্রম তথা সারা বিশ্বের উন্নয়নের গতিতে ছন্দ পতন ঘটে। মহমারি সংক্রমণ রোধে সারা বিশ্বব্যাপী লকডাউন ঘোষণার ফলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা প্রায়ই স্থবির হয়ে যায়। সরকারের লকডাউন ঘোষণা যথাযথভাবে পালনের লক্ষ্যে সংস্থার ঋণকর্মসূচিসহ সকল কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়। সংস্থার প্রধান কার্যালয় ও ৪০টি শাখার আওতায় গঠিত কোভিড-১৯ করোনা মহামারি সচেতনতা সৃষ্টি ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম পরিচালনা ইউনিট সার্বক্ষনিক খোলা রাখা হয়। জুন ২০২০ মাস থেকে সরকার, এমআরএ ও পিকেএসএফ এর নির্দেশনার আলোকে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এর সাথে সমন্বয় রেখে সঠিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করে সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

উদ্ভাবনীমূলক কর্মকান্ডে উৎসাহিত করা, দরিদ্র ও অতিদরিদ্র থেকে উত্তরণ এর জন্য দরিদ্র মানুষের আয় বৃদ্ধি করে স্বাবলম্বী করা এবং সংস্থা মূল কার্যক্রম এর সাথে কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট অত্র অঞ্চলের কৃষকদের টেকনিক্যাল নলেজ এবং ডেমো সাপোর্ট এর মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এর উন্নয়ন সাধন করে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

মানব জীবনের বাস্তবতা ও গতিধারা নির্ধারনে প্রভাব ফেলে এ রকম বিভিন্ন অনুষঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করে সমন্বিত মানব উন্নয়ন প্রক্রিয়া ছাড়া টেকসই দারিদ্র্যদূরীকরণ এবং প্রত্যেক ব্যক্তির মানব-মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। তাই সমন্বিত মানব উন্নয়ন ধারণার অনুসরণে পরিবার ভিত্তিক সমন্বিত উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের লক্ষে পিকেএসএফ "সমৃদ্ধি" কর্মসূচি সংস্থার কর্মএলাকা চর এলাহি ইউনিয়ন ও চর আমান উল্লা ইউনিয়নে বাস্তবায়ন হচ্ছে। এই ২টি ইউনিয়নে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রবীণ কর্মসূচিও বাস্তবায়ন হচ্ছে। এতে ইউনিয়ন সমূহের জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নসহ প্রবীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন শান্তিময় ও জীবনমানের উন্নতি হচ্ছে। পরিবারে তাদের গ্রহণযোগ্যাতা বৃদ্ধি পেয়েছে ও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সহমর্মিতার মূল্যবোধ জাগ্রত হয়েছে।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় সুবর্ণচর ও নোয়াখালী সদর উপজেলায় প্রাথমিক, জুনিয়র, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাস্তর পর্যায়ে সংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় উক্ত কর্মসূচির ধারাবাহিকতা হিসাবে কৈশোর কর্মসূচি নামে কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণী ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
সংস্থাকে ঋণ কর্মসূচির পাশাপাশি এসব সৃজনশীল কর্মকান্ডে অন্তর্ভূক্ত করে সহায়তার জন্য পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনকে কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বাংলাদেশ ব্যাংক এবং তফশীলী ভূক্ত সংস্থার সাথে চুক্তবদ্ধ ব্যাংক সমূহের কর্তৃপক্ষ, উপজেলা ও জেলা প্রশাসন, সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগসহ সকল কর্তৃপক্ষের সংস্থার উন্নয়ন ও কার্যক্রমে সহযোগিতা ও মূল্যবান ভূমিকা রাখার জন্য সংস্থার পক্ষ থেকে আমি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

কোভিড-১৯ করোনাভাইরাস মহামারির প্রতিবন্ধকতা বিবেচনায় নিয়ে প্রতি বছরের মত সংস্থার ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে আমাদের সকল কার্যক্রম উপস্থাপিত করতে পেরে আমরা খুই আনন্দিত। দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ উত্তোরণের নতুন নতুন পন্থাও আবিস্কৃত হচ্ছে । এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে সাগরিকার ভবিষ্যত কর্ম পন্থায় আরও গতিশীলতা আসবে বলে আমি আশাবাদী। এই প্রতিবেদনকে আরও সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে যে কোন পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। সংস্থার ই-মেইল matin_ssus@yahoo.com, saifulssus@yahoo.com নম্বরে মতামত পাঠানোর জন্য পাঠকের প্রতি বিনীত অনুরোধ রাখছি।

(মো: সাইফুল ইসলাম)
নির্বাহী পরিচালক
সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
চরবাটা, সুবর্ণচর, নোয়াখালী

সংস্থার সভাপতির কথা

শুরুতে প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মরহুম ফজলুল হক (হক সাহেব), প্রয়াত নির্বাহী পরিচালক মরহুম মো: রুহুল মতিন, সাবেক সভাপতি মরহুম দ্বীন মোহাম্মদ (এমএসসি) সহ সাগরিকার সাথে সম্পৃক্ত সকল মৃত ব্যক্তির আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করছি। সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা নোয়াখালী জেলার একটি সুপরিচিত বেসরকারি সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান। সংস্থার কর্মএলাকার পিছিয়ে থাকা দরিদ্র ও

অতি দরিদ্র মানুষের সক্ষমতা সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের বহুমাত্রিক দরিদ্রতা দূর করে মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও মুখে হাসি ফোঁটানোই হচ্ছে সংস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের একান্ত সহযোগিতায় সংস্থা সফলভাবে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র মানুষের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিসহ উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং তফশিলী ব্যাংকের ঋণ সহায়তা ও দিকনির্দেশনা সংস্থার উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এজন্য উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। ঋণ তহবিল সরবরাহের মাধ্যমে সংস্থার কার্যক্রমের ঋণ কর্মসূচি সহায়তার ফলে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারগুলো তাঁদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে সক্ষম হচ্ছে এবং এর ফলে তাদের আয় বাড়ছে। ধীরে ধীরে তাদের উন্নতির লক্ষণ গুলো দৃশ্যমান হচ্ছে।

বর্তমানে সারা বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রসহ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ আজ করোনা ভাইরাস সংক্রমণে ভয়াবহ পরিস্থিতি অতিবাহিত করছে। এই পরিস্থিতিতেও প্রতি বছরের মত সংস্থার প্রকল্প ও মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচির ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সম্পাদিত সকল কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও পরবর্তী আর্থিক বছরের বাজেট এবং কার্যক্রম পরিকল্পনাসহ সচিত্র বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। আমাদের এই বার্ষিক প্রতিবেদনের উন্নয়নে যে কোন পরামর্শ, সুপারিশ ও দিকনির্দেশনা সানন্দে গৃহীত হবে। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত সবার প্রতি আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন রইল।

বর্তমানে অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে প্রতিবেদনে বর্ণিত বিভিন্ন তথ্য ও পরিসংখ্যান দাতা সংস্থা, সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ জনগোষ্ঠী পর্যায়ে সংস্থার ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি মহান আল্লাহপাকের নিকট সংস্থার উত্তরোত্তর অগ্রযাত্রা ও সমৃদ্ধিসহ করোনা মহামারি থেকে পৃথিবীর সকল প্রাণিকে রক্ষা করুন এ কামনা করছি।

মোহাম্মদ মোনায়েম খান
সভাপতি
সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
ও
অধ্যক্ষ
সৈকত সরকারি কলেজ
সুবর্ণচর, নোয়াখালী

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক'র কথা

মানুষ ও সমাজের কল্যাণকে ব্রত করে ১৯৮৫ সালে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন মরহুম ফজলুল হক (হক সাহেব)। সংস্থার প্রতিষ্ঠালগ্নে অক্সফাম-জিবি ও পরবর্তীতে ১৯৯৩ সন থেকে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর ধারাবাহিক সার্বিক সহযোগিতায় সংস্থা প্রাথমিক পর্যায়ে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বয়স্ক শিক্ষা ও ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করে। এ প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ফেনী ও কুমিল্লা জেলার অতিদরিদ্র, দরিদ্র, নদী ভাঙ্গা এবং সমাজে পিছিয়ে পড়া, দূর্যোগে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে। বর্তমানে সংস্থা ফাউন্ডেশনের বহুমুখী কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে মাইক্রো ফাইন্যান্সকে আরো গতিশীল, দরিদ্র মানুষের মানবিক চাহিদা ও মর্যাদা এবং সার্বিক উন্নয়নকে টেকসই করার জন্য সংস্থা ভিক্ষুক পুনর্বাসন, সমৃদ্ধি ও প্রবীণ, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও কৈশর কর্মসূচি, উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষাবৃত্তি, স্বাস্থ্য সেবা, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, স্ট্যাফদের দক্ষতা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

সংস্থা কর্তৃক এবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় মুজিব জন্ম শতবর্ষ পালন করা হয়েছে। সংস্থার প্রধান কার্যালয় ও শাখা কার্যালয়ে মুজিব বর্ষের ফেস্টুন ও বেনার স্থাপন করা হয়েছে। মুজিব শতবর্ষ পালনে সরকারের সকল পর্যায়ের কর্মসূচির সাথে সংস্থা সম্পৃক্ত থেকেছে এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করছে।

বিগত মার্চ ২০২০ মাসের শেষ সপ্তাহে কোভিড-১৯ নোভেল করোনা ভাইরাস মহামারি প্রাদুর্ভাবের ফলে কোভিড মোকাবেলা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ভাইরাস থেকে রক্ষার কার্যকরী উপায় যেমন-মাস্ক পরিধান, সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে চলা ও স্যানিটাইজার বা সাবান

নিয়মিত ব্যবহার করে জীবনু মুক্ত থাকার অভ্যাস গড়ার কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। সংস্থা কোভিড প্রনোদনা ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ সরকার, এমআরএ ও পিকেএসএফ এর নির্দেশনার আলোকে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এর সাথে সমন্বয় রেখে সঠিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করে জুন ২০২০ মাস থেকে সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

সংস্থাকে ঋণ কর্মসূচির পাশাপাশি সৃজনশীল উন্নয়ন কর্মকান্ডে অন্তর্ভূক্ত করে সহায়তার জন্য পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনকে কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বাংলাদেশ ব্যাংক ও তফসিলী ব্যাংক সমূহ, উপজেলা ও জেলা প্রশাসন, সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগসহ সকল কর্তৃপক্ষের সংস্থার উন্নয়ন ও কার্যক্রমে সহযোগিতা ও মূল্যবান ভূমিকা রাখার জন্য সংস্থার পক্ষ থেকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

কেরোনাভাইরাস মহামারির প্রতিবন্ধকতা বিবেচনায় নিয়ে প্রতি বছরের মতো সংস্থার ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পেরে আমরা খুই আনন্দিত। দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ উত্তোরণের নতুন নতুন পন্থাও সংস্থার কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে । এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে সাগরিকার ভবিষ্যত কর্মপন্থায় আরও গতিশীলতা আসবে বলে আমি আশাবাদী। এই প্রতিবেদনকে আরও সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে যে কোন পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। সংস্থার ই-মেইল matin_ssus@yahoo.com, saifulssus@yahoo.com নম্বরে মতামত পাঠানোর জন্য পাঠকের প্রতি বিনীত অনুরোধ রাখছি।

(মো: সাইফুল ইসলাম)
নির্বাহী পরিচালক
সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
চরবাটা, সুবর্ণচর, নোয়াখালী

সংস্থার সাধারণ সম্পাদকের কথা

বিগত মার্চ ২০২০ থেকে কোভিড-১৯ নোভেল করোনা ভাইরাস মহামারি প্রাদুর্ভাবে আমাদের প্রাণ প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্ব আজ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। দিনদিন সংক্রমণ ও মানুষের মৃত্যুর শোভাযাত্রা দীর্ঘতর হচ্ছে। এপ্রিল-মে ২ মাস সারা দেশে দীর্ঘ লকডাউনে থাকার পর ১ জুন, ২০২০ থেকে সরকারের কঠোর নির্দেশনা ও স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে প্রথমে সীমিত আকারে ও পর্যায়ক্রমে মানুষের জীবনযাপনের স্বাভাবিক কর্মকান্ড চালু হয়। সারা দেশে সকল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখনও বন্ধ রয়েছে। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও সংস্থার ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ও পরবর্তী অর্থবছরের বাজেট পরিকল্পনা প্রকাশিত হওয়ায় সর্ব প্রথমে মহান আল্লাহর নিকট আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমি সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা মরহুম ফজলুল হক (হক সাহেব) এবং প্রয়াত নির্বাহী পরিচালক মরহুম রুহুল মতিন এর পবিত্র আত্মার শান্তি কামনা করছি। সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা নোয়াখালী জেলার একটি সুপরিচিত বেসরকারি সমাজ সেবী প্রতিষ্ঠান। দরিদ্র ও অতিদরিদ্র মানুষের সক্ষমতা সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁদের বহুমাত্রিক দরিদ্রতা দূর করে মুখে হাসি ফোঁটানো হচ্ছে সংস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য।

সংস্থার সুনির্দ্দিষ্ট নির্দেশনায় কর্মীগণ কঠোর পরিশ্রম ও নিরলসভাবে সফলতার সাথে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র মানুষের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ঋণের সঠিক ব্যবহার ও প্রকল্প লাভজনক ও স্থায়ীত্বশীল করার জন্য ঋণ কর্মসূচির পাশাপাশি উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তাবায়নে সর্বোতভাবে সহায়তা করার জন্য পিকেএসএফ কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বাংলাদেশ ব্যাংক এর তফসীলভূক্ত ব্যাংক সমূহকে তাদের মূল্যবান নির্দেশনা ও ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আশা করি সকল ক্ষেত্রে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠান সমূহের পারস্পরিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

আমাদের এই বার্ষিক প্রতিবেদনের উন্নয়নে যে কোন সুপারিশ ও দিকনির্দেশনা সানন্দে গৃহীত ও প্রসংশীত হবে। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যারা জড়িত থেকে সহযোগিতা করেছেন সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই করোনা মহামারি কালে আল্লাহ আমাদের সকলকে রক্ষা করুন।

মীজানুর রহমান
সাধারণ সম্পাদক
সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
ও
সহকারী অধ্যাপক
সৈকত সরকারি কলেজ
সুবর্ণচর, নোয়াখালী

সংস্থার সহকারী পরিচালক'র কথা

শুরুতে সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মরহুম ফজলুল হক (হক সাহেব) ও প্রয়াত নির্বাহী পরিচালক মো: রুহুল মতিনের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করছি। সারা বিশ্বের মত আজ বাংলাদেশ কোভিড-১৯ নোভেল করোনা ভাইরাস সংক্রমনে বিপর্যস্ত । দীর্ঘ ২ মাস লকডাউনে থাকার পর সরকার, এমআরএ ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) নির্দেশনানুযায়ী ১ জুন, ২০২০ থেকে স্বাস্থ্য বিধি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়সমূহ অনুসরণের মাধ্যমে সংস্থার ঋণ কর্মসূচি সহ সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রম শুরু করা হয়। সংস্থার প্রধান কার্যালয়সহ সকল শাখা কার্যালয়ে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহারের মাধ্যমে দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলার দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও উপকূলীয় অঞ্চলের দুর্যোগে বিপদাপন্ন পরিবারের চলমান উন্নয়ন প্রক্রিয়া দুর্যোগ থেকে রক্ষা করা ও যথাসম্ভব ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সংস্থার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য অর্জন, সমাজ ও দরিদ্র মানুষের উন্নয়নে সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার আদর্শ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং বাস্তবায়িত সকল কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্য বার্ষিক প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে। যার মাধ্যমে যে কোন ব্যক্তি, দাতা সংস্থা ও সরকারি বিভিন্ন বিভাগ বা প্রতিষ্ঠান সংস্থা ও সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে। এই বার্ষিক প্রতিবেদনে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত সকল কার্যক্রমের তথ্যাদি সংক্ষিপ্ত আকারে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী ২০২০-২১ অর্থ বছরের সংস্থার বার্ষিক পরিকল্পনার কার্যক্রম ও বাজেট একনজরে তুলে ধরা হয়েছে। কার্যক্রম বর্ণনার পাশাপাশি কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য কিছু ছবি প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। আমার বিশ্বাস এই প্রতিবেদন প্রকাশের ফলে সকল ক্ষেত্রে সংস্থার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে এবং

গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। এই প্রতিবেদনকে আরও সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে যে কোন পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। সংস্থার ই-মেইল matin_ssus@yahoo.com, saifulssus@yahoo.com, shamsul_ssus@yahoo.com আইডিতে মতামত পাঠানোর জন্য পাঠকের প্রতি বিনীত অনুরোধ রাখছি।

মো: শামছুল হক
সহকারী পরিচালক (মাইক্রো ফাইন্যান্স)
সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা

সংস্থার ভিশন, মিশন ও লক্ষ্য:

ভিশন :

নারী- পুরুষের সমতা ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং দরিদ্র ও ভূমিহীন পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

মিশন :

লক্ষ্যভূক্ত নারী- পুরুষদের সংগঠিতকরণের মাধ্যমে চাহিদা ভিত্তিক কর্মসুচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

লক্ষ্য :

প্রত্যন্ত চরাঞ্চলের দুঃস্থ ও অনগ্রসর দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদেরকে উৎপাদন মূখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ, অর্ন্তভূক্তকরণ এবং তাদের সামর্থ্য ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও অবস্থানের উন্নয়ন।

মূল উদ্দেশ্য সমূহ :

- নারী কল্যাণ, শিশু কল্যাণ ও যুব কল্যাণমূলক সব ধরনের কাজের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা এবং শিশু শিক্ষার উপযুক্ত শিশু শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনসহ শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করা।
- সচেতনতা মূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এবং অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা।
- সামাজিক পর্যায়ে সংগঠন গঠনের মাধ্যমে দরিদ্র নারী-পুরুষের মধ্যে একতার মনোভাব জাগিয়ে তাদের মধ্যে সচেতনতা জাগ্রত করা।
- নারী পুরুষের সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য হ্রাস করা।
- সঠিক আয়-বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প, ক্ষুদ্রঋণ এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য সহায়তা প্রদান ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারীদের জীবন যাত্রার মান উন্নত করার সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।
- গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্ষা, পানি, স্যানিটেশন এবং পরিবেশ উন্নয়ন করা।
- তৃণমূল পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর দূর্যোগ মোকাবেলা ও জলবায়ু প্রতিক্রিয়ায় অভিযোজনে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।
- স্থানীয় সম্পদের শুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি ও ভূমি উন্নয়ন করা এবং প্রান্তিক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি অবস্থার উন্নয়ন।
- অসামাজিক ও ক্ষতিকর কার্যক্রম (যেমন- মাদক ব্যবহার, অনলাইনে মোবাইল ও কমিউটারের অপব্যবহার) রোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর (ভিক্ষুক, বিশেষ শ্রেণি/গোষ্ঠী যেমন-হরিজন সম্প্রদায়, গ্রাহস্থ্য কর্মী, কৃষি শ্রমিক, যৌনকর্মী ইত্যাদি) জীবনমান উন্নয়নে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করা।
- সব ধরনের প্রতিবন্ধীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করা।
- সমাজের সর্ব স্তরে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, শুদ্ধাচার, মর্যাদাকর মানব জীবন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম পরিচালনা করা।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ভিত্তি দৃঢ়করণে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (SSUS)

সাগরিকার উদ্ভব ও বিকাশ :

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলার গ্রামীণ ও উপকূলীয় অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত একটি বেসরকারি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকামী প্রতিষ্ঠান। চরাঞ্চলের মানুষের খুবই দুর্বল আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে বিশিষ্ট সমাজসেবক মানবদরদী মরহুম মোঃ ফজলুল হক (হক সাহেব) দারিদ্র্যপীড়িত ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষের পাশে দাড়ানোর উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯৭০ সনে সংঘটিত প্রলয়ংকরী ঘুর্ণীঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে মৃত অগণিত মানুষের দাফন ও সৎকার করেছেন। রেডক্রিসেন্টের সহায়তার মাধ্যমে এলাকার মানুষকে সংগঠিত করে খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়হীন মানুষকে সহায়তা প্রদান করেছেন। তিনি দীর্ঘ ১৫ বছর যাবত বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির ঘূর্ণীঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি'র (সিপিপি) তৎকালীন নোয়াখালী সদর থানা টীম লীডার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ইউনিয়ন ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক দল তাঁর নেতৃত্বেই গঠিত হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবক ইউনিট ও ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক কমিটির সদস্যদের দক্ষতা ও সেবার মান উন্নয়নে তিনি অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। ঘূর্ণীঝড় মহড়া ও বিভিন্ন উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনার মাধ্যমে দুযোর্গ বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছেন। স্বেচ্ছাসেবক নেতা হিসাবে তিনি সকল স্বেচ্ছাসেবকের নিকট গ্রহণীয়, বন্ধুভাবাপন্ন ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ছিলেন। ঘূর্ণীঝড় ব্যবস্থাপনায় সিপিপি কর্মসুচির সকল স্তরে একজন দক্ষ স্বেচ্ছাসেবী নেতা হিসাবে তিনি সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেন। তিনি চরবাটা খাসের হাট হাই স্কুল পরিচালনা কমিটি, খাসের হাট জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটি, খাসের হাট বাজার কমিটির সভাপতি, সৈকত ডিগ্রি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, চরবাটা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতাসহ সামাজিক বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত থেকে প্রতিষ্ঠান সমূহ ও এলাকার উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ১৯৭১ সনে মহান মুক্তিযুদ্ধে একজন অন্যতম সংগঠক হিসেবে এলাকার মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট ও জনগণকে সংগঠিতকরনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান রেখেছেন।

তিনি তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে সাধারণ মানুষের কল্যাণে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠার শুরুতে গণশিক্ষা, টিউবওয়েল স্থাপন, স্যানিটেশন উদ্বুদ্ধকরন ও স্যানিটারি লেট্রিন স্থাপন, বসতবাড়ি ও রাস্তায় সামাজিক বনায়ন, দুর্যোগ সচেতনতা সৃষ্টি, দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও খাস ভূমি বন্দোবস্ত প্রক্রিয়ায় ভূমিহীনদের সহায়তা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছেন। ১৯৮৮-৮৯ সনে অক্সফামের বাংলাদেশ প্রতিনিধি জনাব মো: সাইদুর রহমান সংস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। সংস্থার কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য একটি ক্ষুদ্র অনুদান প্রদান করে অক্সফামের পক্ষ থেকে সহায়তা প্রদান শুরু করেন। সংস্থার প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিক সময় থেকে হক সাহেব তাঁর কঠোর পরিশ্রম ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মাধ্যমে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী কর্মীবৃন্দদের নিয়ে সংস্থাকে একটি কার্যকর ও উন্নয়নমূখী সংগঠনে পরিণত করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৯৫ সনের ৮ নভেম্বর রাত্রে সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা জনাব মো: ফজলুল হক (হক সাহেব) আকস্মিক মৃত্যুবরণ করেন।

হক সাহেব তাঁর জীবদ্ধশায় বুঝতে পেরেছিলেন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন ও সংস্থার স্থায়ীত্বশীলতার জন্য ঋণ কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাঁর নেতৃত্বে সংস্থা ১৯৯৩ সনে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগী সংস্থা হিসেব অন্তর্ভূক্ত হয়। তখন থেকে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় ঋণ কর্মসুচি দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে আসছে। আয়বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীদের সম্পৃক্ত করে সংস্থার ঋণ কর্মসুচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সংস্থা কর্মএলাকা সমূহে ঋণ কম্পোন্যান্ট যেমন- জাগরণ, অগ্রসর, বুনিয়াদ, লিফ্‌ট, সুফলন ও কেজিএফ সুফলন এর মাধ্যমে এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় সমৃদ্ধি-আইজিএ, সম্পদসৃষ্টি ও জীবনযাত্রা ঋণ কর্মসুচি বাস্তবায়ন করছে। ক্রমবর্ধমান ঋণ চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমানে স্থানীয় বিভিন্ন তফসিলী ব্যাংক এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ঋণের বর্ধিত চাহিদা পূরণ করছে। এক্ষেত্রে বর্তমানে পিকেএসএফ এর পাশাপাশি সংস্থা সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড, সিটি ব্যাংক লিমিটেড, মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড ও সাউথ ইস্ট ব্যাংক থেকে ঋণ তহবিল সংগ্রহ করে ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।
কোভিড-১৯ নোভেল করোনাভাইরাস লকডাউন জনিত সাধারণ ছুটি তুলে নেয়ার পর বাংলাদেশ সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক এর প্রনোদনা ঋণ কর্মসূচি পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এর লাইভলিহুড রেস্টোরেশন লোন (এলআরএল) এবং এসআইবিএল ব্যাংক এর আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (আরআরএস), ২০২০ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা চুড়ান্ত হয়েছে। এর ফলে সংস্থার মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচির ঋণক্ষতিগ্রস্ত সদস্যগণ তাদের অর্থনৈতিক মন্দা ও ক্ষয়ক্ষতি পুরণ করে স্বাভাবিক কর্মকান্ড ও জীবনযাপনে ফিরে আসতে সক্ষম হবে।

বর্তমানে সংস্থা ৪০টি শাখার মাধ্যমে দরিদ্র-অতিদরিদ্র ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর সাথে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প কার্যক্রমসহ মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। নোয়াখালী জেলার সদর, সুবর্ণচর, কোম্পানীগঞ্জ, হাতিয়া, কবিরহাট, বেগমগঞ্জ উপজেলার ৯০ টি ইউনিয়নে ও ৩টি পৌরসভায় ২২টি শাখা, লক্ষীপুর জেলার রামগতি, কমল নগর, রায়পুর ও লক্ষীপুর সদর উপজেলার ৪৮টি ইউনিয়ন ও ৬টি পৌরসভায় ৯টি শাখা ও ফেনী জেলার দাগনভূঞা, সোনাগাজী, ফেনী সদর ও ছাগলনাইয়া উপজেলার বর্তমানে ২৬টি ইউনিয়নে ও ৬টি পৌরসভায় ৫টি শাখা সহ মোট ১৬৪টি ইউনিয়নে ও ১৪টি পৌরসভায় দরিদ্র-অতিদরিদ্র ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর সাথে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প কার্যক্রমসহ মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে আরও ৫টি শাখা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ফেনী ও কুমিল্লা জেলায় ঋণ কর্মসূচি বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

সংস্থার নিবন্ধন তথ্য :

সংস্থার আইনগত ভিত্তি সরকারের বিভিন্ন বিভাগ থেকে প্রাপ্ত নিবন্ধিকরণ নম্বর, নিবন্ধিকরণ কর্তৃপক্ষ ও নিবন্ধিকরণের তারিখ নিম্নের সারণীতে প্রদান করা হল:

নিবন্ধিকরণ কর্তৃপক্ষ	নিবন্ধিকরণ নম্বর	নিবন্ধিকরণের তারিখ
জেলা সমাজ সেবা , নোয়াখালী	নং- ৪৫৮ নোয়া-৩৪	তারিখ- ০৮-০১-৮৬
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, ঢাকা	এফডিও/আর-৩৪৩	তারিখ -২৮-০১-৯০
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, নোয়াখালী	যুউঅ/নোয়া/সদর-০৪	তারিখ-১১-০১-৯৪
এফএনবি	৫৯	তারিখ-৩১ মার্চ/২০০৮
মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি	০০৫০৮-০০০৬২-০০১১৭	তারিখ -১৫-০১-০৮
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাইরেক্টরেট্ জেনারেল অব হেল্‌থ সার্ভিসেস (ডি,জি,এইচ,এস)	সাগরিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টার লাইসেন্স নং-১০৬৫৯	তারিখ -০১.১১.২০১৭
ইউরোপীয়ান এইড আইডি নম্বর	বিডি-২০১০-জিপিপি ০৫০১৬৩৮১১৪	তারিখ -১১-০১-২০১০
ভ্যাট রেজি: নম্বর	২০৯১০৯৪৬৭৪	তারিখ -১৩-০৫-২০০৮
টিন	৩৯৫৩০০১৩৩৯	২০০৮-২০০৯

সংস্থার কর্মএলাকার তথ্য:

সংস্থা নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর, হাতিয়া, নোয়াখালী সদর, কোম্পানীগঞ্জ, কবির হাট, বেগমগঞ্জ, সেনবাগ ও লক্ষীপুর জেলার রামগতি, কমলনগর, লক্ষীপুর, রায়পুর এবং ফেনী জেলার দাগনভূঞা, সোনাগাজী, ফেনী সদর ও ছাগলনাইয়া উপজেলায় মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচি ও সুবর্ণচর, হাতিয়া, নোয়াখালী সদর, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় পিকেএসএফ এর আর্থিক সহযোগিতায় সমৃদ্ধি কর্মসূচিসহ সামাজিক ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম এবং ব্র্যাক এর আর্থিক সহযোগিতায় উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। নিম্নের সারণীতে সংস্থার কর্মএলাকা ও উপকারভোগীর পরিসংখ্যান প্রদান করা হল।

জেলা	উপজেলা	শাখার সংখ্যা	ইউনিয়ন সংখ্যা	পৌরসভা সংখ্যা	গ্রাম সংখ্যা	উ: ভোগী পরিবার সংখ্যা	সমিতি সংখ্যা
নোয়াখালী	৭	২৬	৯০	৩	৫৩৯	৪৮৯১৯	১৯৯২
লক্ষীপুর	৪	৯	৪৮	৬	২০১	১২৭৩৭	৫৮১
ফেনী	৪	৫	২৬	৫	১৪১	৫৫১৮	২৬২
৩	১৫	৪০	১৬৪	১৪	৮৮১	৬৭১৭৩	২৮৩৫

সংস্থার চলমান কর্মসূচি/প্রকল্প, মেয়াদকাল ও সহযোগী সংস্থার তথ্য:

ক্রমিক	কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল (শুরু এবং শেষ তাং)	কর্মএলাকা	সহযোগী সংস্থার নাম
১.	শিক্ষা সহায়তা কর্মসুচি (ইএসপি)	১৯৯৭ সন- চলমান	সুবর্ণচর, হাতিয়া ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চর এলাকায়,	ব্র্যাক ও সংস্থা
২.	কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট	১ নভেম্বর, ২০১৩খ্রি: - চলমান কর্মসুচি	ইউনিয়ন (চরবাটা, চরক্লার্ক, চর আমানউল্যা, পূর্ব চরবাটা ও চরজুবলী ৫টি ইউনিয়ন)	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থা
৩.	লিফ্‌ট কর্মসূচির আওতায় প্রাকৃতিক উপায়ে কুচিয়ার চাষ প্রকল্প	জুলাই'১৮- জুন'২০২১খ্রি:	নোয়াখালী সদর ও সুবর্ণচর উপজেলার সংস্থার কর্মএলাকা সমূহে	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থা
৪.	সমৃদ্ধি কর্মসুচি(চর এলাহী ইউনিয়ন)	আগষ্ট ২০১৪ খ্রি:- চলমান	কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা,	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থা
৫.	সমৃদ্ধি কর্মসুচি (চর আমান উল্লা ইউনিয়ন)	১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রি:- চলমান	সুবর্ণচর উপজেলা,	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থা
৬.	লিফ্‌ট কর্মসূচির আওতায় উন্নত	জুলাই-২০১৭-	চরবাটা, চর আমানউল্যা,	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

	জাতের ভেড়া পালন প্রকল্প	জুন'২০২০	পূর্বচরবাটা ইউনিয়নের ১৬টি গ্রাম,	(পিকেএসএফ) এবং সংস্থা
৭.	পেকিন হাঁস ও কালার বয়লার পালন প্রকল্প	২০২০-২১ শুরু হওয়ার থেকে ৩ বছর চলবে	সুবর্ণচর ও হাতিয়া উপজেলাস্থ সদস্য পরিবার	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থা
৮.	প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি (চর এলাহী ইউনিয়ন)	জুলাই-২০১৭- জুন,২১	কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা,	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থা
৯.	প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি (চর আমান উল্লা ইউনিয়ন)	জুলাই,২০১৮ইং-জুন,২১	সুবর্ণচর উপজেলা,	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থা
১০.	কৈশোর কর্মসূচি	জুলাই-২০১৭- চলমান	সুবর্ণচর ও নোয়াখালী সদর ৩১ টি কিশোর কিশোরী ক্লাব , ২৫টি স্কুল ফোরাম ও ৬২০০ উপকারভোগী	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থা
১১.	সাগরিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টার	১ জুন'২০১১খ্রিঃ- চলমান	সুবর্ণচর , বয়ারচর ও নাঙ্গলিয়ারচর	সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে।
১২.	শিক্ষাবৃত্তি কর্মসুচি	২০১৩- চলমান	নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলার সমগ্র কর্মএলাকা	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থা
১৩.	মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসুচি	১৯৯৩ সন- চলমান	নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলার সমগ্র কর্মএলাকা	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থা
১৪.	গৃহায়ন ও সবার জন্য বাসস্থান কর্মসূচি	২০১৬ সন- চলমান	সুবর্ণচর ও রামগতি উপজেলা	বাংলাদেশ ব্যাংক ও সংস্থা
১৫.	আবাসন ঋণ কর্মসূচি	২০১৯ সন -চলমান	সুবর্ণচর ও হাতিয়া উপজেলা	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থা
১৬.	এলআরএল (প্রনোদনামূলক ঋণ কর্মসূচি)	সেপ্টেম্বর,২০২০- চলমান	সুবর্ণচর ও হাতিয়া উপজেলা	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থা
১৭.	আবর্তনশীল পূন-অর্থায়ন লোন	সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে ২ বৎসর মেয়াদকাল	নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলা	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ ব্যাংক ও সংস্থা
১৮	সংস্থার অডিট, মনিটরিং ও ডকুমেন্টশন কার্যক্রম	১৯৯৩ সন থেকে চলমান	মাইক্রো ফাইন্যান্স ও সকল প্রকল্প/কর্মসুচি	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থা
১৯.	প্রশিক্ষণ ভেন্যু সুবিধাদি	জুন ২০১২খ্রিঃ - চলমান	সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে আবাসিক ১ ব্যাচ (২৫-৩৫ জন) ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন	সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে।
২০.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জরুরী সাড়া প্রদান, জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন কার্যক্রম	১৯৮৫ সন - চলমান	নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলার দুর্যোগ প্রবণ অঞ্চল সমূহ	সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে।
২১.	সাগরিকা গ্রামীণ স্যানিটেশন কেন্দ্র	১৯৯৪- চলমান	সুবর্ণচর উপজেলা	সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে।
২২	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন	প্রতিষ্ঠাকাল থেকে- চলমান	সমগ্র কর্মএলাকা	সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে।
২৩	সাংস্কৃতিক শিক্ষা কর্মসুচি	জানুয়ারী ২০১৩- চলমান	সুবর্ণচর উপজেলা	সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে।
২৪				

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা

করোনা সংক্রান্ত সামাজিক ও মানবিক কার্যক্রমের প্রতিবেদন

সার্বক্ষনিক করোনা আপডেট বিষয়ক পর্যবেক্ষণ:

সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের করোনা ভাইরাস প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন সার্বক্ষনিক ইউনিট খোলা রাখা হয়েছে। সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে সংস্থার ব্যবস্থাপক (মনিটরিং এন্ড ডকুমেন্টেশন) আহবায়ক করে ৬ সদস্য বিশিষ্ট করোনা প্রতিরোধ ও সচেতনতা সৃষ্ঠিমূলক কার্যক্রম বাস্তাবয়ন কমিটি গঠন করা হয়। শাখা পর্যায়ে সংস্থার সদস্য ও জনসধারণের স্বা স্থ্য সুরক্ষার জন্য এলাকা ব্যবস্থাপককে আহবায়ক করে শাখা ব্যবস্থাপকবৃন্দের সমন্বয়ে এলাকা ভিত্তিক ৯টি করোনা প্রতিরোধ ও সচেতনতা সৃষ্টিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটিও গঠন করা হয়। কমিটি সমূহ সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী সার্বক্ষনিক সরকারী তথ্য ও এলাকা পর্যায়ের তথ্য পর্যবেক্ষণ করছেন ও প্রধান কার্যালয়স্থ করোনা ভাইরাস প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন ইউনিট ও কমিটিকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করছে।

প্রধান মন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল ও সরকারি প্রশাসন পর্যায়ে সহযোগিতা প্রদান:

ফেনী জেলা প্রশাসক জনাব মো: ওয়াহিদুজ্জামান এর নিকট ৫০০০০/-টাকার চেক হস্তান্তর করছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম।

প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে সংস্থার ৬৫০ জন স্টাফের ১ দিনের মূল বেতন থেকে ১,৫৭,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধ কার্যক্রমে অংশগ্রহণমূলক নোয়াখালী জেলা প্রশাসক এর ফান্ডে ৫০ হাজার টাকা, ফেনী জেলা প্রশাসকের ফান্ডে ৫০ হাজার টাকা, নোয়াখালী সদর উপজেলায় ২০ হাজার টাকা, চরজব্বর থানা তহবিলে ১০ হাজার টাকা, সুবর্ণচর উপজেলা প্রসাশন কর্তৃক ৩০০ পরিবারে ত্রাণ বিতরণে সংস্থা থেকে মসুর ডাল, মাস্ক ও স্যানিটাইজারসহ অন্যান্য সামগ্রী সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া অসহায় দরিদ্র পরিবারের সহায়তা প্রদান করার জন্য স্টাফদের বেতন থেকে ১,৪৫,৬৭০/- টাকা সংস্থার দূর্যোগ ফান্ডে প্রদান করা হয়েছে ।

সচেতনতামূলক প্রচারণা ও সহায়ক সামগ্রী বিতরণ ঃ

বাংলাদেশে করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাব এর শুরু থেকে সংস্থা বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম-লিফলেট, যেমন ফেস্টুন, মাস্ক, সেনিটাইজার, সার্জিক্যাল হ্যান্ড গ্লাভস ৪০০ সেট, পিপিই ১০ সেট, জীবানুনাশক সুরক্ষা স্প্রে, জীবানুনাশক বড় স্প্রে মেশিন, ওয়াশ কর্ণার ড্রাম, হ্যান্ড ওয়াশ, নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলার শাখা সমূহের কর্মএলাকার সাধারণ মানুষদের হাত ধোয়া, মাস্ক পরা, সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখা এবং গনসংযোগ এড়িয়ে চলার বিষয়ে সচেতন করার জন্য মাইকিং ও সুবর্ণচর উপজেলায় বিশেষ প্রচারনা, বাজার কেন্দ্রিক চলাচল পথে স্প্রে ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। নোয়াখালী জেলার বিভিন্ন উপজেলায় স্থানিয় প্রশাসণের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষদের মাঝে সাবান, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে। এসব বাবত সংস্থা এপর্যন্ত ২,০৮,১৮৬/ (দুই লক্ষ আট হাজার একশত ছিয়াশি) টাকা ব্যয় করেছে।

নোয়াখালী সদর উপজেলার ইউএনও জনাব আরিফুল ইসলাম সরদার এর নিকট সহায়ক সামগ্রী দেয়া হচ্ছে।	বেগমগঞ্জ উপজেলার ইউএনও জনাব মো: মাহবুব আলম এর নিকট সহায়ক সামগ্রী দেয়া হচ্ছে।

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রচারপত্র লিফলেট বিতরণ ও ফেস্টুনলাগানো ও মাস্ক বিতরণ:

করোনা ভাইরাস থেকে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিশ্বস্বাস্থ্য এর নির্দেশনা অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়,ও সরকারের রে রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট সংক্ষেপে আইইডিসিআর কর্তৃক প্রচারিত করোনা ভাইরাসের উপসর্গ ও স্বাস্থ্যবিধিতসমূহকরে উদ্ধসংস্থা প্রাথমিক পর্যায়ে ২০০০০ লিফলেট ছাঁপানো হয়েছে এবং জনসাধারনের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। কিছু কিছু যানবাহনের সামনে ও পিছনে উক্ত লফলেট লাগানো হয়েছে। ১০টি ফেস্টুন সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে ও সাগরিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টারসামনেএর জনসাধারণের সচেতনতার জন্য ঝুলানো হয়েছে। সংস্থা তাৎক্ষনিক ভাবে স্থানীয় টেইলারের মাধ্যমে ৬০০ মাস্ক তৈরী করে দরিদ্র পথচারীদেরকে পরিয়ে দেয়া হয়েছে। উক্ত মাস্ক বিতরণ চলমান থাকবে। ১০০টি হ্যান্ড সেনিটাইজার জনস্বাস্থ্য সচেতনতার উদ্দেশ্যে বিতরণ করা হয়।

সংস্থার পক্ষ থেকে লিফলেট ও মাস্ক বিতরণ করা হচ্ছে		হাত ধোয়ার স্থান

করোনাভাইরাস সতর্কতামূলক মাইকিং ও অডিও প্রচার :

করোনাভাইরাস রোগের উপসর্গ ও প্রতিরোধে করনীয় সম্পর্কে সরকারি ও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রচারিত সচেতনামূলক বার্তা সমূহ সংস্থা একটি ধারন করে জনসাধারণের সচেতনার জন্য মার্চ ২০২০ মাসে সংস্থার কর্মএলাকা নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলার ১৫টি উপজেলায় মাইকিং করে প্রচার কার্য পরিচালনা করা হয়েছে। উক্ত প্রচার কার্যক্রম পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত পরিচালনা করা হবে। নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলার ৪০টি শাখা কর্মএলাকায় করোনাভাইরাস সচেতনতামূলক সংস্থার অডিও বার্তা প্রচার করা হয় এবং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

স্যানিটাইজার সামগ্রী বিতরণ , ওয়াশ কর্ণার স্থাপন ও জীবনুনাশক স্প্রে :

নোয়াখালী সদর ও বেগমগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী অফিসার এর নিকট করোনাভাইরাস সংক্রমনরোধে মাস্ক, ডেটল, ডেটলসাবান ও হেন্ডওয়াশ সম্ভলিত স্যানিটাইজার সামগ্রীর প্যাকেজ সরবরাহ করা হয়। জনসচেতনতার উদ্দেশ্যে সংস্থার প্রধান কার্যালয়, সাগরিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও সংস্থা নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলার ৪০ টি শাখা কার্যালয়ের প্রবেশ পথে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে আইইডিসিআর ও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রদর্শীত নিয়মানুযায়ী সাবান বা হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হা ধোয়ার জন্য ওয়াশ কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। সংস্থার প্রধান কার্যালয় সংলগ্ন রাস্তার মাথা জনসমাগম স্থলে ও চরবাটা খাসের হাট বাজার সহ কয়েকটি বাজারে হাত ধৌত করার প্রদর্শনী করা হয়েছে। এলাকায় জনসচেতনতা সৃষ্টিমূলক চরবাটা ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় চরএলাহী ও চরআমান উল্যাহ ইউনিয়নের ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের সামনে ও কয়েকটি চলাচল পথে জীবানুনাশক স্প্রে করা হয়েছে।

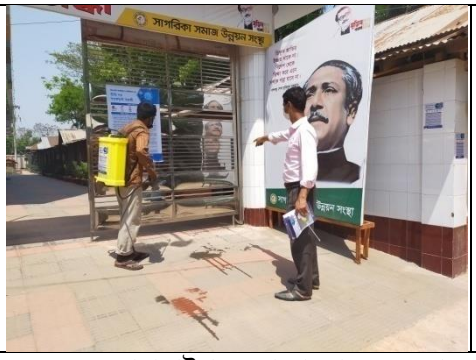

করোনাভাইরাস ছড়ানো রোধে জনচলাচল পথ, প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র ও ইউনিয়ন পরিষদের আঙ্গিনায় জীবানুনাশক দ্রবণ ছিঁটানো হচ্ছে

খাদ্য সহায়তা প্রদানঃ

নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর ও হাতিয়া উপজেলায় সংস্থার ১৫টি শাখায় (চর-আমান উল্যাহ ও চর-এলাহী ইউনিয়নে সংস্থার পরিচালিত প্রবীন জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচী ও সমৃদ্ধি কর্মসূচিসহ) করোনাভাইরাস মহামারি জনিত এপ্রিল-মে ২মাস লকডাউন জনিত দেশব্যাপী সাধারণ ছুটি থাকার কারণে খাদ্য সংকটে পড়া কর্মহীন অতিদরিদ্র ৭৬৩ পরিবারকে প্রত্যেককে ১০ কেজি চাল, ১ কেজি মসুরডাল, ৩ কেজি আলু, ১ কেজি পেয়াঁজ, ১ কেজি সয়াবিন তৈল ও ১ টি করে হুইল সাবান বিতরণ করা হয়। এছাড়াও সুবর্ণচর উপজেলার ঝুঁকিপূর্ণ ২০টি লকডাউন পরিবারকে জরুরী খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

হোম কোয়ারেনটিন পরিবারে জরুরী ত্রাণ সহায়তা :

সুবর্ণচর উপজেলার পূর্বচরবাটা ও চরবাটা ইউনিয়নে উপজেলা প্রশাসন এর নির্দেশনানুযায়ী হোম কোয়ারেনটিনে থাকা ২০টি পরিবারকে চাউল,মসুর ডাল, আলু, পেয়াজ ও সয়াবিন তৈল সম্বলিত ত্রাণ প্যাকেজ সরবরাহ করা হয়েছে।

কোয়ারিনটিনে থাকা পরিবারকে খাদ্য সামগ্রী পেকেট পৌছিয়ে দেয়া হয়েছে।

করোনা লকডাউনকালীন সংস্থা থেকে সর্বমোট ২১ ৫৯১ জন উপকারভোগির মাঝে লিফলেট, মাস্ক, স্যানিটাইজার, প্রচারণা, খাদ্য সমগ্রী বিতরণসহ সর্বমোট ১০,৭৮,৬১৩/- (দশ লক্ষ আটাত্তর হাজার ছয়শত তের) টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

ব্র্যাকের সহযোগিতায় শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচী (ইএসপি শিক্ষা) :

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর, হাতিয়া ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ ও উপকূলীয় চর এলাকায় ১৯৯৭খ্রি: সন থেকে দীর্ঘ ২৩ বছর যাবত ব্র্যাকের সহযোগিতায় উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিত্যাগী ও সুবিধা বঞ্চিত শিশু বিশেষ করে মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া রোধ কল্পে উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি সংস্থা অত্যন্ত সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির ৩২ টি স্কুল, ১ম শ্রেণির ০৭ টি স্কুল, দ্বিতীয় শ্রেণির ১০ টি স্কুল ও ৫ম শ্রেণির ১৫টি স্কুল সম্পূর্ণ ফ্রি (ফিলানথ্রোপী স্কুল) ও ১৪টি স্কুল মাসিক টিউশন-ফি'র স্কুলসহ মোট ৭৮ টি স্কুলে শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ৭৮ জন শিক্ষিকা, ৩ জন কর্মসূচি সংগঠক (পিও), ১ জন সুপারভাইজার ও ১ জন প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর এর তত্ত্বাবধানে প্রোগ্রাম যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে। কর্মসূচি আর্থিক কার্যক্রম সংস্থার ১ জন হিসাবরক্ষক তাঁর অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে আসছে। ব্র্যাক পর্যায় থেকে ব্র্যাক এনজিও ফোকাল, জেলা ম্যানেজার এবং উপজেলা ম্যানেজার নিয়মিত প্রোগ্রাম তত্ত্বাবধান করছেন। ব্র্যাক রিজিওনাল ম্যানেজার প্রোগ্রাম ভিজিট করেছেন। বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও আর্থিক ব্যয়ের মাসিক ও স্মানমাসিক প্রতিবেদন সংস্থার প্রধান নির্বাহী ও ব্র্যাক কর্তৃপক্ষকে প্রদান করা হয়। ব্র্যাক ও সংস্থার আভ্যন্তরীন অডিট ও মনিটরিং সিস্টেম ও চাটার্ড একাউন্টস ফার্ম মাধ্যমে বাষিক অডিট কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়।

ব্র্যাক-ইএসপি প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির পার্টনার ১৯১ ও ৫৩ পিপি চুক্তি সম্পাদনোত্তর ব্র্যাক কার্যালয়ে জনাব মনোয়ার হোসেন খন্দকার, হেড অব পার্টনাশীপ এন্ড প্রজেক্টস, ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচি (বিইপি) ও সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব সাইফুল ইসলাম। সাথে রয়েছেন সুস্মিতা আখন্দ, ম্যানেজার ইএসপি ও মো: কামাল পাশা, এনজিও ফোকাল, চট্টগ্রাম।

ব্র্যাক-ইএসপি শিক্ষা কর্মসূচির প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষিকাদের বেসিক প্রশিক্ষণ শেষে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম ও জামাল উদ্দিন সিদ্দিকী এর সাথে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির সকল শিক্ষিকাগন।

প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির একটি স্কুল	দ্বিতীয় শ্রেণির একটি স্কুল	৫ম শ্রেণির একটি স্কুল

চলমান কোভিড-১৯ নোভেল করোনা ভাইরাস কালীন কার্যক্রম: বিশ্বব্যাপি করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারনে গত ১৭ ই মার্চ থেকে চলমান সকল বিদ্যালয় সাময়ীক বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বর্তমানে স্কুল গুলোর পাঠদান বন্ধ আছে তবে ব্র্যাক এর নির্দেশনা মোতাবেক পঞ্চম শ্রেণির ১৫ টি স্কুলের কল কনফারেন্সের মাধ্যমে গত ০৯/০৫/২০২০ ইং থেকে ক্লাস চলমান আছে।

কোভিড-১৯ নোভেল করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম: করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের পর থেকে ব্র্যাক প্রদত্ত লিফলেট ও মাক্স বিতরনের মাধ্যমে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে স্কুল গুলোতে সচেতনতামূলক মিটিং পরিচালনা করা হয়েছে। মোবাইল কলের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষিকা ও অভিবাবকদের খোঁজখবর নেওয়াসহ সচেতানতা মূলক পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

শিক্ষিকাদের মাঝে ব্র্যাক প্রদত্ত লিফলেট ও মাক্স বিতরন করা হচ্ছে	ব্র্যাক প্রদত্ত লিফলেট নিয়ে অভিবাবকদের সাথে আলোচনা করা হচ্ছে	ব্র্যাক প্রদত্ত লিফলেট নিয়ে শিক্ষিকাদের সাথে আলোচনা করা হচ্ছে

কোভিড-১৯ নোভেল করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম এর পাশাপাশি দরিদ্র পরিবারির মধ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান কার্যক্রম : করোনা কালীন সময়ে জন সচেতনতার পাশাপাশি ব্র্যাকের আর্থিক সহায়তায় বিকাশ একাউন্ট এর মাধ্যমে ৩৩৩ (তিনশত তেত্রিশ) পরিবারকে ও সরাসরি নগদ ৫২ (বাহান্ন) সর্বমোট ৩৮৫ (তিনশত পঁচাশি) পরিবারকে ১৫০০ (একহাজার পাঁচশত) টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

বিকাশ একাউন্টের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত ব্যাক্তিদের থেকে মাস্টার রোলে স্বাক্ষর নেওয়া হচ্ছে	নগদ আথিক সহায়তা প্রদান কালে উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাকের শাখা হিসাবরক্ষক

হোম স্কুল পরিচালনার পরিকল্পনা গ্রহণ ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন: পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা চলমান রাখার উদ্দেশ্যে ব্র্যাকের আর্থিক সহায়তায় গত মে মাসের ০৯ তারিখ থেকে হোম স্কুল চালু হয়েছে। এর আগে কর্মসূচি সংগঠককে ব্র্যাক ট্রেইনার দ্বারা কল কনফারেন্সের মাধ্যমে ২০ মিনিটের একটি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং কর্মসূচি সংগঠক প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর তিনি ৪ জন শিক্ষিকা নিয়ে গ্রুপ করে কল কনফারেন্সের মাধ্যমে ২০ মিনিটের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। বর্তমানে কল কনফারেন্সেরে মাধ্যমে ৩ জন শিক্ষার্থীর গ্রুপ করে ক্লাস পারিচালিত হচ্ছে এবং কর্মসূচি সংগঠকগন তা পর্যবেক্ষণ সহ শিক্ষার্থী ও অভিবাবকগনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করছেন। ক্লাস উন্নয়নের জন্য মাস শেষে শিক্ষিকাদের কল কনফারেন্সের মাধ্যমে ৪ জন করে গ্রুপ করে রিফ্রেশার্স প্রদান সহ হোম স্কুলে প্রাপ্ত সমস্যা সমাধান করে দেওয়া হচ্ছে।

কল কনফারেন্সের মাধ্যমে ক্লাস নিচ্ছেন পঞ্চম শ্রেণির একজন শিক্ষিকা	কল কনফারেন্সের মাধ্যমে ক্লাস করছে পঞ্চম শ্রেণির একজন শিক্ষার্থী

ব্র্যাকের সাথে যোগাযোগঃ করোনা ভাইরাসের কারনে স্কুল বন্ধ হওয়ার পর থেকে ব্র্যাক প্রদত্ত সকল নির্দেশনা কর্মসূচি সংগঠকগন যথাযথ পালনের সাথে সকল অনলাইন মিটিং এ উপস্থিত থেকে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত পালন করছেন। সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতিবার গুগল মিট ব্যবহার করে কর্মসূচি সংগঠকগন সপ্তাহের হোম স্কুলের বর্তমান পরিস্থিতি জেলা ব্যবস্থাপকের মিটিং এ উপস্থাপন করেন।

চলমান স্কুল, শ্রেণি ও ছাত্র-ছাত্রী তথ্য :

প্রতি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছেলে-৮/১০ জন ও মেয়ে- ২০ জন সহ মোট ৩০ জন রয়েছে। বর্তমানে সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের ২৩৪৪ জন ছেলে-মেয়ে বিদ্যালয় সমূহে শিক্ষা গ্রহণ করছে। নিম্নে সারণীতে সংস্থার শ্রেণি অনুযায়ী চলমান স্কুলের তথ্য প্রদান করা হল।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন এবং বার্ষিক ক্রিড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন করা হচ্ছে

চলমান স্কুল সমূহের তথ্যঃ-

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন সংখ্যা	স্কুল সংখ্যা					ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা					মন্তব্য
			৫ম শ্রেণি	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	প্রাক-প্রা: শ্রেণি	মোট	৫ম শ্রেণি	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	প্রাক-প্রা: শ্রেণি	মোট	
নোয়াখালী	সুবর্ণচর	৬	১৬	০৫	০৯	২৫	৫৫	৪৪৩	১৫০	২৭০	৮০০	১৬৬৩	প্রতি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ও অনুপাত ৩০ ও (১:২)
	হাতিয়া	২	১১	০২	০১	০৪	১৮	২৭৭	৬০	৩০	১২৮	৪৯৫	
	কোম্পানীগঞ্জ	১	২	০	০	০৩	০৫	৬০	৩০	০	৯৬	১৮৬	
সর্বমোট	৪	৯	২৯	০৭	১০	৩২	৭৮	৭৮০	২৪০	৩০০	১০২৪	২৩৪৪	

ত্রৈমাসিক মিটিং ও অভিবাবক সভাঃ-

পিও'দের সাথে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উপস্থিত আছেন ব্র্যাক এনজিও ফোকাল পারসন জনাব কামাল পাশা

অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে

কোর্স সমাপ্ত ও সমাপণী পরীক্ষার ফলাফল তথ্য :

সংস্থার উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় ২০১৪ সন থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপণী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। শিক্ষার গুণগতদিক থেকে পরীক্ষায় ভাল ফলাফল অর্জিত হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কোর্সও সমাপ্ত হয়েছে। নিম্নের সারণীতে সংস্থার পরিচালিত স্কুলের ফলাফলের সন ভিত্তিক সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হল।

পরীক্ষা উত্তীর্ণ -২০১৯					পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা	পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জিভূত)
কোর্সের নাম	উপজেলা	স্কুল সংখ্যা	পরীক্ষায় অংশ:	পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা		

			ছাত্র-ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	(ক্রমপুঞ্জিভূত)	মোট ছাত্র-ছাত্রী	মোট ছাত্রী
৫ম শ্রেণি	সুবর্ণচর	-	-	-	-	-	৯৭৯	৯৭৬	৬৭১
	হাতিয়া	-	-	-	-	-	২৪০	২৪০	১৫৭
	কোম্পানীগঞ্জ	-	-	-	-	-	৫৭	৫৭	৪০
	মোট	-	-	-	-	-	১২৭৬	১২৭৩	৮৬৮
প্রাক-প্রাথমিক	সুবর্ণচর	৩৫	১০৫০	১০৫০	৩১৫	৭৩৫	২০১৬	২০১৬	১৩৪৮
	হাতিয়া	১৫	৪৫০	৪৫০	১৩৫	৩১৫	৮৩২	৮৩২	৫৬০
	কোম্পানীগঞ্জ	১৪	৪২০	৪২০	১২৬	২৯৪	৫১০	৫১০	৭১৪
	রামগতি	১৬	৪৮০	৪৮০	১৪৪	৩৩৬	৪৮০	৪৮০	৩৩৬
	মোট	৮০	২৪০০	২৪০০	৭২০	১৬৮০	৩৮৩৮	৩৮৩৮	২৯৫৮
সর্বমোট (৫ম শ্রেণি + প্রাপ্রা)		৮০	২৪০০	২৪০০	৭২০	১৬৮০	৫১১৪	৫১১১	৩৮২৬

কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থায় 'কৃষি ইউনিট ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট'এর কার্যক্রম নভেম্বর, ২০১৩ ইং হতে শুরু হয়। ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে এর নাম পরিবর্তন করে কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট রাখা হয়। যথোপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষি কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট অধিক সংখ্যক প্রয়োজনীয় তহবিল সরবরাহ এবং যথাযথ সম্প্রসারণ পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষকের দোড়গোড়ায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিগুলো পৌঁছানোর লক্ষ্যকে সামনে রেখে 'কৃষি ইউনিট' এবং 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট' গঠন করা হয়। বিগত এক দশকের অধিক সময় ধরে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) বিভিন্ন প্রকল্প ও মূলস্রোত কর্মসূচীর আওতায় কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম সাফল্যজনকভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। কর্মসূচির শুরু থেকে এ ধরনের কর্মসূচীর মাধ্যমে সুবর্ণচর উপজেলার সংস্থার ৪ টি শাখার কর্মএলাকায় সংগঠিত সদস্যদের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নমনীয় শর্তে ঋণ সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি লাগসই প্রযুক্তি সরবরাহ ও কারিগরি সহায়তাও প্রদান করা হচ্ছে। এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণের ফলে একদিকে যেমন কৃষিজ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে অত্র অঞ্চলের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরন সম্ভব হচ্ছে অন্যদিকে সদস্যদের বাৎসরিক বাড়তি আয়েরও সুযোগ হচ্ছে।

কৃষি ইউনিটের আওতায় গুটি ইউরিয়া ব্যবহার , বিষমুক্ত উপায়ে সবজি উৎপাদনে ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার, উচ্চ ফলনশীল ফসল উৎপাদন, মানসম্পন্ন ধান বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষন, বসতবাড়িতে শাকসবজী ও ফলমূল উৎপাদন, ট্রাইকো-কম্পোষ্ট উৎপাদন, গ্রীষ্মকালীন তরমুজ/টমেটো চাষ, জমির আইলে সবজি উৎপাদন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কৃষি অভিযোজন, ক্রপিং প্যাটার্ন প্রদর্শনী, কোকোডাষ্ট ব্যবহার করে সবজি/ফলের চারা উৎপাদন, বিষমুক্ত ফসল উৎপাদনে পরিবেশবান্ধব ব্যাগিং প্রযুক্তি, কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র, মাঠ দিবস ইত্যাদি।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের আওতায় মৎস্যখাতে কার্প-মলা মিশ্র চাষ, কার্প-গলদা চিংড়ী মিশ্র চাষ, দেশী শিং/মাগুর-পাবদা-কার্প মিশ্র চাষ, কুচিয়া চাষ/মোটাতাজাকরণ, কার্প ফ্যাটেনিং/ কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ, রাক্ষুসে মাছের মিশ্র চাষ, ভিয়েতনাম পাঙ্গাস ও কার্প মিশ্র চাষ, ভেটকি-পারশে-কার্প-তেলাপিয়া মিশ্র চাষ ও পাড়ে বছরব্যাপী সবজি চাষ, নার্সারী পুকুর/মাছের পোনার ব্যবসা, পন্ড ডাইক গ্রীনিং, উদ্বুদ্ধকরন ভ্রমন, পোনা অবমুক্তকরন ইত্যাদি।

প্রাণিসম্পদ ইউনিটের আওতায় কেঁচো সার খামার স্থাপন প্রদর্শনী, উন্নত বা সংকর জাতের গাভি পালন প্রদর্শনী, মাচা পদ্ধতিতে দেশী জাতের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন (জাগরণ) প্রদর্শনী, টার্কি পালন প্রদর্শনী, ব্রয়লার মুরগি পালন প্রদর্শনী, লেয়ার মুরগি পালন প্রদর্শনী, হাঁস পালন প্রদর্শনী, পাঁঠা পালন প্রদর্শনী, হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে ফডার উৎপাদন প্রদর্শনী, উন্নত জাতের ঘাস চাষ প্রদর্শনী, খামার দিবস, প্রশিক্ষন ও বিভিন্ন ধরনের টিকা এবং কৃমিনাশক সহ বিভিন্ন উপকরন প্রদান করা হয়।

কর্মএলাকা ও উপকারভোগীর বিবরণ :

জেলা	উপজেলা	শাখারনাম	ইউনিয়ন	গ্রামেরনাম	উপকার ভোগী পরিবার সংখ্যা
নোয়াখালী	সুবর্ণচর	চরবাটাশাখা	২ নং চরবাটা, ৩নং চরক্লার্ক , ৬ নং চর আমানউল্যা ও ৭ নং পূর্ব চরবাটা।	চরবাটা,পশ্চিমচরবাটা, শিবচরণ, চর মজিদ,চরক্লার্ক, নোয়াপাড়া, হাজীপুর, পূর্ব চরবাটা	২২৮৬

		চর মহিউদ্দিনশাখা	৫ নং চর জুবিলী	চরবাগ্গা, চরমজিদ, উত্তরকচ্ছপিয়া, দক্ষিণকচ্ছপিয়া, চর মহিউদ্দিন, চর জিয়াউদ্দিন	২৬৩৩
		চর জব্বরশাখা	১ নং চর জব্বর, ৪ নং চর ওয়াপদা, ৫ নং চর জুবিলী	উত্তরকচ্ছপিয়া, চর জুবিলী, চর জব্বর, চর ওয়াপদা	
		চর ক্লার্কশাখা	৩ নং চর ক্লার্ক, ৮ নং মোহাম্মদপুর	চর ক্লার্ক, কেরামতপুর, দক্ষিণ চর ক্লার্ক, চর উরিয়া, চর তোরাব আলী, চর মোখলেছপুর	২১৫৬
	হাতিয়া	সোলেমানবাজারশাখা	পূর্ব চরবাটা, ২ নং চানন্দী, ৮ নং মোহাম্মদপুর, ৩ নং চরক্লার্ক	পূর্ব চরমজিদ, চর বায়েজিদ, দক্ষিন চরক্লার্ক, পশ্চিম চর উড়িয়া,	১৪৩২
		জনতাবাজারশাখা	২ নং চানন্দী	হাজী গ্রাম,মোল্লাগ্রাম, ফরিদপুর, রসুলপুর, ভুইঞ্জা গ্রাম,রাসেল গ্রাম, রানীগ্রাম,মিয়াজীগ্রাম	১৯৪৬
০১	০২	০৬	০৯	৩৬	১০৪৫৩

কৃষি ইউনিট কার্যক্রমের বিবরণ:

জমির আইলে সবজি চাষ, কোকোডাষ্ট ব্যবহারে প্লাষ্টিক ট্রে তে সবজি ও ফলের চারা উৎপাদন, উচ্চ ফলনশীল ও উচ্চমুল্যের ফসল চাষ :

চরবাটা ইউনিয়নের হাজীপুর গ্রামের কৃষানী রোকেয়া বেগম এর স্বামী আবুল কালাম ধান ক্ষেতের আইলে সীম চাষ করে বাড়তি টাকা আয় করেন।

চরবাটা শাখার মনির মার্কেট ব্যবসায়ী উন্নয়ন সমিতির কৃষক মো: মিলাদকোকোডাস্ট ব্যবহার করে প্লাষ্টিক ট্রে তে মাটি বিহীন বিভিন্ন ধরনের সবজির চারা উৎপাদন করেন।

জমির আইলে সবজি চাষ বর্তমান সময়ে একটি কার্যকরী ফসল উৎপাদনের মাধ্যম। চরবাটা ও চরজব্বার ইউনিয়নে এ বছর ১০টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। কোকোডাস্ট ব্যবহার করে প্লাষ্টিক ট্রে তে মাটি বিহীন বিভিন্ন ধরনের সবজির চারা উৎপাদন করেন ৪ জন কৃষক। এ প্রদর্শনীর আওতায় এক একেকজন কৃষক ১৫,০০০-৪০,০০০ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করেন।

চরজব্বার ইউনিয়নের চরজব্বার শাখার পল্লীবধু মহিলা উন্নয়ন সমিতিরকৃষক মো: রুহুল আমীন গ্রীন লেডি পেপেঁ চাষ করে সফলতার মুখ দেখেছেন।

চরক্লার্ক ইউনিয়নের চর উড়িয়া গ্রামের কমলা মহিলা উন্নয়ন সমিতির আমেনা বেগমের স্বামী মো: ইমরান বিজলী-১১ টমেটো চাষ করে ৭৫০০০ টাকা আয় করেন।

চরবাটা, চরক্লার্ক, মোহাম্মদপুর, চরজব্বার, চর জুবলী ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে এ বছর উচ্চ ফলনশীল ফসল হিসেবে বেবি তরমুজ, পেঁয়াজ তাহেরপুরী, ব্ল্যাক রাইচ, বিজলী-১১ টমেটো, গ্রীন লেডি পেঁপে, বিনা ধান-১৪, ঢাকা-১(মাইজচর)বাদাম, বারি ফেলন-১,হাইব্রীড ঢেঁড়স সীমা, গ্রীন ডায়মন্ড তরমুজ, বারি সয়াবীন-৫, বারি সয়াবীন-৬, সূর্যমূখী সানরাইজ-২, ভুট্টা PAC 559, মোট২০ টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়। বেশিরভাগ প্রদর্শনীর কৃষক এই করোনাকালীন সময়েও লাভবান হতে সক্ষম হয়েছেন।

গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ, বসতবাড়িতে শাকসবজি ও ফলমূল চাষ, ট্রাইকো-কম্পোষ্ট সার উৎপাদন ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কৃষি অভিযোজন কৌশল:

চরক্লার্ক, চরবাটা, চরজব্বার ও চর মহিউদ্দিন ইউনিয়নে ৬ জন কৃষকের মাধ্যমে প্রথমবারের মত গ্রীষ্মকালীন টমেটো হিসেবে লাল বাহাদুর এবং গ্রীষ্মকালীন বেবি তরমুজ ইয়েলো ড্রাগন চাষ করা হয় যার বিশেষত্ব ছিলো তরমুজের ভিতরের অংশ হলুদ যা খেতে খুব সুস্বাদু হওয়াতে কৃষক বাজারমুল্য অনেক বেশি পেয়েছেন। করোনাকালীন সময়ে গ্রীষ্মকালীন টমেটো এবং বেবি তরমুজ চাষ করে কৃষক স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় বেশি লাভবান হয়েছেন।

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>চরজব্বার শাখারচাঁদনী মহিলা উন্নয়ন সমিতির কৃষানী লাইলী বেগম প্রথমবারের মত গ্রীষ্মকালীন টমেটো হিসেবে লাল বাহাদুর জাতের টমেটো চাষ করেছেন।</td>
<td>চরজব্বার শাখার চারুলতা মহিলা উন্নয়ন সমিতির কৃষানী খতিজা বেগম বসতবাড়িতে শাকসবজি ও ফলমূল চাষ করে পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা নিশ্চিত করেছেন।</td>
</tr>
</table>

চরক্লার্ক ও চরজুবলী ইউনিয়নে বসতবাড়িতে শাকসবজি ও ফলমূল চাষ এর আওতায় ১৫ জন চাষীকে ১৩৫ কেজি ইউরিয়া, ৬০ কেজি টিএসপি, ৬০ কেজি এমওপি, ৬০ কেজি জিপসাম, ৬০০ কেজি কেঁচো সার, ২.৬ কেজি বিভিন্ন ধরনের শাকসবজির বীজ, চারা, বিভিন্ন ধরনের ফল গাছের চারা, বেড়া ও মাচার জাল বিতরন করা হয়।

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>চরবাটা শাখার হৈমন্তি মহিলা উন্নয়নসমিতির কৃষনীরাধিকা রানী ট্রাইকো-কম্পোষ্ট সার উৎপাদন করে পানের জমিতে ব্যবহারে পানকে পচনের হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছেন।</td>
<td>চরক্লার্ক শাখার কমলা সমিতির কৃষানী নুপুর বেগমের স্বামী মো: সিরাজ সর্জান পদ্ধতিতে একইসাথে কান্দিতে সীম ও নালাতে মাছ চাষ করে ডাবল অর্থ উপার্জন করেন</td>
</tr>
</table>

ট্রাইকো-কম্পোষ্ট সার প্রদর্শনীর আওতায় চরবাটা ইউনিয়নে ২০ জন কৃষকের মাঝে ২০টি ট্রাইকো চেম্বার, ট্রাইকোডার্মা পাউডার ও টিন বিতরণ করা হয়েছে। চরক্লার্ক ইউনিয়নে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কৃষি অভিযোজন কৌশল হিসেবে সর্জন পদ্ধতিতে ৫ টি প্রদর্শনীতে ৭

জন কৃষকের মাঝে বিষমুক্ত উপায়ে দেশী সীম, শশা, বেবী তরমুজ, করলা, চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা চাষ করা হয়। কান্দিতে সবজি এবং নিচে মাছ চাষ করে লবনাক্ততা দুরীকরন যেমন সম্ভব হয়েছে পাশাপাশি একই জমি থেকে একই সময়ে ডাবল আয় করাও সম্ভব হয়েছে।

নিরাপদ ফসল উৎপাদনে সমন্বিত শস্য ব্যবস্থাপনা ও GAP, স্থানীয় জাতের ফসল চাষ, অরচার্ড উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা :
নিরাপদ ফসল উৎপাদনে চর জুবলী, চরক্লার্ক ও মোহাম্মদপুর ইউনিয়নে ২৫ জন কৃষককে ফুলকপি, বাধাকপি, ব্রোকলি, বেগুন, টমেটো, মরিচের চারার পাশাপাশি ফেরোমন ফাঁদ, হলুদ ফাঁদ ও নীল ফাঁদ, ফ্রুট ব্যাগ প্রদান করা হয়। এতে অত্র অঞ্চলে বিষমুক্ত বা নিরাপদ সবজি সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে।

চরবাটা শাখার মনির মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির কৃষক নান্টু মজুমদারমার্টিনা জাতের লাউ নিরাপদ উপায়ে উৎপাদন করেন এবং বাজারজাত করে অধিক মুনাফা অর্জন করেন।

চরবাটা ইউনিয়নের তোতারবাজার ব্যবসায়ী সমিতির কৃষক হেলাল উদ্দিন ফসল নিরাপদ রাখতে ফেরোমন ফাঁদ ও হলুদফাঁদের সমন্বিত ব্যবহার করেছেন।

প্রথমবারের মত স্থানীয় জাতের সুগন্ধী ধান শাক্কনক্ষোরা এবং মুড়ির ধান গিগজ কৃষক পর্যায়ে আবাদ অব্যাহত রাখার জন্য ২ টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়। অরচার্ড উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার আওতায় ৪ টি প্রদর্শনীর মাধ্যমে প্রথমবারের মত বারি মাল্টা-১, চায়না-৩ লিচু, ম্যান্ডারিন জাতের কমলা, কাশ্মিরী কুল চাষ করা হয়। এর মধ্যে ১ টি প্রদর্শনী করা হয় সর্জান পদ্ধতিতে সেখানে কৃষক নালাতে মাছ চাষের পাশাপাশি কান্দিতে মাল্টা, কমলা, আম, পেপেঁ চাষ করা হয়।

চরজব্বার শাখার মধুমিতা মহিলা সমিতির কৃষানী রহিমা খাতুনের স্বামী আলী আহম্মদ স্থানীয় জাতের ধান হিসেবে শাক্কনক্ষোরা এবং গিগজ ধানের চাষ করেছেন

চরক্লার্ক শাখার চরক্লার্ক ইউনিয়নের লিলি মহিলা সমিতির কৃষানী লিলুফা বেগম অরচার্ড উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রদর্শনীতে বারি মাল্টা-১ চাষ করেছেন

মৎস্য প্রযুক্তির বিবরণ ঃ
কার্প-মলা, কাপ-গলদা, কার্প ফ্যাটেনিং মাছের মিশ্রচাষ ও পুকুর পাড়ে সবজি চাষ ঃ

চরবাটা ইউনিয়নের পশ্চিম চরবাটা গ্রামের নারী কল্যান মহিলা উন্নয়ন সমিতির সাজমিন আক্তারে কার্প-মলা মাছের প্রদর্শনী থেকে আহরণ করা মলা মাছ	চরক্লার্ক ইউনিয়নের কেরামতপুর গ্রামের ছিদ্দিক মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির আবুছায়েদ এক জনসফল চিংড়ি চাষী ।	২নং চানন্দী ইউনিয়নের ভূঁঞা গ্রামের সুরভি মহিলা উন্নয়ন সমিতির সাজনা বেগম কার্প জাতীয় মাছ মোটাতাজাকরণ প্রদর্শনী।

মলা সাধারণত প্রাকৃতিক জলাশয় খালে-বিলে এবং পুকুরে পাওয়া যায় ।সুস্বাদু এই মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্প্রারণের জন্য চরবাটা ইউনিয়নে পশ্চিমচরবাটা গ্রামে ৩ জন, জনতা বাজার শাখার আওতায় ২ নং চানন্দী ইউনিয়নে হাজীগ্রাম, ভুইয়াগ্রাম ও রাসেলপুর গ্রামে১২ জন চাষীর মধ্যে কার্প-মলা মিশ্রচাষ ও পাড়ে সবজিচাষ প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সোলেমান বাজার শাখার আওতায় পূর্বচরবাটা ইউনিয়নের পূর্বচরমজিদও ইসলামপুর গ্রামে ৭ জন এবং চরক্লার্ক শাখার আওতায় ৩ নং চরক্লার্ক ইউনিয়নের কেরামতপুর গ্রামে ৩ জনকার্প-গলদা ও পাড়ে সবজি চাষের প্রদর্শনী বাস্তবায়িত হয়েছে । সোলেমানবাজার ও জনতা বাজার শাখার আওতায় ২ নং চানন্দী ইউনিয়নের মোল্লাগ্রাম ও রাসেলপুর গ্রামে ১০ জন মধ্যে কার্প-ফ্যাটেনিং প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে।প্রদর্শনী গুলো বাস্তবায়নের সফলতা দেখে এ প্রযুক্তি অনুসরণ করে ১৭ জন চাষী কার্প-মলা , ৩ চাষী কার্প- গলদার মিশ্রচাষ এবং ৮ জন কার্প ফ্যাটেনিং প্রযুক্তির মাধ্যমে মাছ চাষ করছে । কার্প মলা , গলদা ওফ্যাটেনিং ৬৮টি প্রদর্শনীর বাস্তবায়নের মাধ্যমে ১৪৫০ শতাংশ পুকুরে মাছের মিশ্রচাষ করে ৩৪৯৫০ কেজি মলা, চিংড়ি, রুই, কাতল, মৃগেল, সিলভারকার্প, বিগহেড উৎপাদন করে এবং পাড়ে সবজিচাষ করে ৪৬৫০০ কেজি শাকসবজি উৎপন্ন করে। সবজির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সীম, করলা, লাউ, মিষ্টিকুমড়া এবং কলা। কোভিড -১৯ এবং প্রাকৃতিক কারণে বিগত বছরের তুলনায় সবজির উৎপাদন কমেছে।

উচ্চমূল্যের চিতল-আইড় ও শোল মাছ, দেশি শিং-মাগুর-পাবদা-কার্প ,বিলুপ্ত প্রায় দেশি জাতের মাছ ও পুকুর পাড়ে সবজি চাষঃ

দেশিয় প্রজাতির মাছ, শিং-মাগুর-পাবদা চিতল- আইড় এর প্রাপ্যতা অনেক কম এর অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রাকৃতিক জলাভূমি সংকোচিত এবং জলজ পরিবেশ বিপন্ন হওয়ার কারণে প্রজনন এবং বিচরণ ক্ষেত্র সীমিত হয়ে আসছে । বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সোলেমানবাজার শাখার আওতায় ২ নং চানন্দী ইউনিয়নের নাসিরপুর গ্রামে ১০জন বিলুপ্ত দেশীয় জাতের মাছের প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে ,৭নং পূর্বচরবাটা ইউনিয়নের পূর্বচরমজিদ গ্রামে ৩ জন চাষীর মাধ্যমে শোল মাছের প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। চরবাটা শাখার আওতায় ৭নং পূর্বচরবাটা ইউনিয়নের হাজীপুর গ্রামে ১ জন এবং ৫নং চরজুবলী ইউনিয়নের দক্ষিন কচ্ছপিয়া গ্রমে ১ জন ও চরক্লার্ক শাখার আওতায় ৩ নং চরক্লার্ক ইউনিয়নের কেরামতপুর গ্রামে ৫ জন চিতল , আইড় মাছের প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে । চরক্লার্ক শাখার আওতায় ৩ নং চরক্লার্ক ইউনিয়নের কেরামতপুর গ্রামে ৬ জন,চরউরিয়া গ্রমে ৭ জন প্রদর্শনী ,দক্ষিন চরক্লার্ক ১জন , চরজব্বর শাখায় ৫ নং চরজুবলী ইউনিয়নের উত্তর চরবাগ্গা গ্রামে ৫ জন। সোলেমানবাজার শাখার আওতায় ৭নং পূর্বচরবাটা ইউনিয়নের নাসিরপুর গ্রাম- ৩ জন চাষীর মাধ্যমে শিং মাছের প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে ।

৪০টি প্রদর্শনীর বাস্তবায়নের মাধ্যমে ১০৬০ শতাংশ পুকুরে মাছের মিশ্রচাষ করে ১৫০৮০ কেজি শৈল টাকি , চিতল শিং- মাগুর উৎপাদন করে এবং পাড়ে সবজিচাষ করে ৩৩৫৬০ কেজি শাকসবজি উৎপন্ন করে। প্রযুক্তির ফলাফল দেখে এ পর্যন্ত ২০ জন অনুসরণীয় চাষী এ প্রযুক্তির আওতায় মিশ্রচাষ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

৩নং চরক্লার্ক ইউনিয়নের কেরামতপুর গ্রামের পাহাড়িকা মহিলা উন্নয়ন সমিতি রোকেয়া বেগম শিং মাছে চাষে একজন সফল চাষী ।	৩নং চরক্লার্ক ইউনিয়নের কেরামতপুর গ্রামের মুক্তা মহিলা উন্নয়ন সমিতি সামছুর নাহার স্বামী মজিবুল হক চিতল মাছ চাষে একজন সফল চাষী ।	সোলেমান বাজার শাখার ২নং চানন্দী ইউনিয়নের নাসিরপুর গ্রামের জীবন-১ মহিলা সমিতির রোকছানা বেগম দেশীয় প্রজাতির মাছ তার পুকুর থেকে আহরন করেছেন ।

কুচিয়া চাষ/ মোটাতাজাকরণ, ভেটকি - কার্প ও ট্যাংকে উচ্চমূল্যের মাছের প্রদর্শনী :

৩ নং চরক্লার্ক ইউনিয়নের দক্ষিণ চরক্লার্ক গ্রামের আব্দুর রববাজার ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য মোঃ মনির হোসেন এর কুচিয় খামার থেকে ধরা কুচিয়া।	**মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের চরউড়িয়া গ্রামের শাপলা মহিলা উন্নয়ন সমিতির সদস্যা রেহানা বেগমের স্বামী মোঃ রুহুল আমিন ভেটকি মাছ চাষে সফল।**	**চরজুবলী ইউনিয়নের জুবলী গ্রামের লিমা মহিলা উন্নয়ন সমিতির মমতাজ বেগম ট্যাংক থেকে খাবারের জন্য মাছ আহরণ করছেন ।**

চরক্লার্ক শাখার আওতায় ৩ নং চরক্লার্ক ইউনিয়নের দক্ষিন চরক্লার্ক গ্রামে ৫ জন কুচিয়া চাষী এবং কেরামতপুর গ্রামে ১ জন ট্যাংকে মাছ চাষ প্রদর্শনী আছে। ভেটকি মাছের প্রদর্শনী চরউরিয়া গ্রামে ১০ জন , কেরানী বাজার আদর্শ সমাজে-৮ জন প্রদর্শনীতে আছে। চরজব্বর শাখায় ৫ নং চরজুবলী ইউনিয়নের জুবলী গ্রামে ৩জন , দক্ষিন কচ্ছপিয়া ১ জন এবং মধ্য চরবাগ্গা ৪ জন ট্যাংকে মাছ চাষ প্রদর্শনী এবং সোলেমানবাজার শাখার আওতায় ৭নং পূর্বচরবাটা ইউনিয়নের নাসিরপুর গ্রাম-২জন ট্যাংকে উচ্চমূল্যের মাছ চাষ প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে।২৬টি প্রদর্শনীর বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৫৫০ শতাংশ পুকুরে মাছ উৎপাদন হয় ২২৫০০ কেজি এবং পাড়ে সবজিচাষ করে ২৫০০ কেজি শাকসবজি উৎপন্ন করে । প্রযুক্তির ফলাফল দেখে এ পর্যন্ত ২০ জন অনুসরণীয় চাষী এ প্রযুক্তির আওতায় মৎস্য চাষ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

ভাসমান খাঁচায় মাছ চাষ , কার্প নার্সারীঃ

চরজুবলী ইউনিয়নের চরব্যাগ্যা গ্রামের ৪নং দিঘীতে ভাসমান খাঁচায় মাছ চাষ করছেন দিঘীর পাড়ের বাসিন্দারা।	চরজুবলী ইউনিয়নের চরব্যাগ্যা গ্রামের ৪নং দিঘীতে ভাসমান খাঁচায় মাছচাষ প্রদর্শনী পরিদর্শন করছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও ফোকাল পার্সন।	পূর্ব চরবাটা ইউনিয়নের হাজিপুরা গ্রামেরআদর্শ কৃষি সমিতির সদস্য মোঃ কামাল উদ্দিন কার্প জাতীয় মাছের নার্সারী থেকে পোনা আহরণ করছেন

ভাসমান খাচায় মাছ চাষ চরজব্বর শাখায় আওতায় ৫ নং চরজুবলী ইউনিয়নের মধ্যবাগ্গা গ্রামে ২ জন এবং চরবাটা শাখার আওতায় পশ্চিম চরবাটা গ্রামে ৩ জন। কার্প নার্সারী চরক্লার্ক শাখার আওায় ৩ নং চরক্লার্ক ইউনিয়নের চর উরিয়া ১ জন ,দক্ষিন চরক্লার্ক ৪ জন , সোলেমান বাজার ও জনতা বাজার শাখার আওতায় ২ নং চানন্দী ইউনিয়নের নাসিরপুর গ্রামে ২ জন , রাসেলপুর গ্রামে ১ জন এবং চরবাটা শাখার আওতায় পূর্বচরবাটা ইউনিয়নের হাজীপুর গ্রামে ১ জন কার্পে নার্সারী বাস্তবায়ন করা হয়েছে । চরজব্বর শাখার আওতায় ৫নং চরজুবলী ইউনয়নের জুবলী গ্রামে ১ জনমাছ চাষ প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে।১৮টি প্রদর্শনীর বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৩৩৫০ শতাংশ পুকুরে মাছের চাষকরে ৮২৪৮ কেজি মাছ উৎপাদন হয়। প্রযুক্তির ফলাফল দেখে এ পর্যন্ত ১২ জন অনুসরণীয় চাষী এ প্রযুক্তির আওতায় মাছচাষ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

মাছ চাষের কিটবক্স ব্যবহারঃ

সংস্থার মৎস্য চাষীদের মাঝে পুকুরে পানির ভৌত রাসায়নিক গুনাবলী পরীক্ষা করছেন সংস্থার সহকারী মৎস্য কর্মকতা রাজীব চন্দ্র দাস

উদ্বদ্ধুকরণ ভ্রমণ ঃ

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের মৎস্য খাতে উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ উদযাবিত হয় চাঁদপুর জেলায় মৎস্য ডিপ্লোমা-ইনষ্টিটিউট এ
ভ্রমণে উপস্থিত ছিলেন চাঁদপুর জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জনাব আসাদুল বাকী, চাঁদপুর জেলায় মৎস্য ডিপ্লোমা-ইনষ্টিটিউট সহকারী পরিচালক, জনাব মে
ফখরুল ইসলাম, উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সহকারী পরিচালক জনাব শামছুলহক, সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তাসহ সংস্থার সদস্য মৎস্য চাষী।

পোনা অবমুক্তকরণ কর্মসূচী ঃ

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০ উপলক্ষে র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন সুবর্ণচর উপজেলার মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ খোরশেদ আলম , ইউনিট ফোকাল পার্সন মোঃ মহিব উল্যাহ সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তাসহ স্থানীয় জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

উন্মুক্ত জলাশয় চরক্লার্ক ইউনিয়নের কাটাখালী খালে দেশীয় প্রজাতির ম
পোনা অবমুক্তকরণ করছেন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জনাব খোরশেদ
ইউনিট ফোকাল পার্সন মোঃ মহিব উল্যা সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তাসহ স্থ
জনগণ উপস্থিত ছিলেন ।

মুক্ত জলাশয়ে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ঘটানোর সুযোগ সৃষ্টিসহ জলাশয়ে মাছের প্রাপ্যতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের আওতায় ২৭ শে সেপ্টেম্বর'২০২০ সুবর্ণচর উপজেলার চরক্লার্ক ইউনিয়নের ১৫ কি.মি লম্বা কাটাখালী খালে কার্প , দেশীয় প্রজাতির মাছ , কুচিয়াসহ মোট ৭.৫ হাজার পোনা অবমুক্তকরণ করা হয়। স্থানীয় জনগণের সাথে এক আলোচনা সভায় পোনা অবমুক্তকরণের উদ্দেশ্য এবং তাদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি কার্যক্রমের বিবরন:

গাভি পালন প্রদর্শনী , নিবিড় পদ্ধতিতে খাসি মোটাতাজাকরণ ও পাঁঠা পালন প্রদর্শনীঃ

চর জুবলী ইউনিয়নের চর জব্বর গ্রামের উন্নত জাতের গাভি পালনকারী সদস্য রিনা বেগম তার খামারের গাভিগুলোর পরিচর্যা ও দুধ দোহন করছেন।

মাঠ পর্যায়ে সংকর জাতের গাভি পালন, নিবিড় পদ্ধতিতে খাসি মোটাতাজাকরণ ও পাঁঠা পালন কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করতে পিকেএসএফ এর অর্থায়নে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট' এর মাধ্যমে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৩ নং চরক্লার্ক ইউনিয়নে ৪ টি, ৫ নং চর জুবিলী ইউনিয়নে ৪ টি ও ৭ নং পূর্ব চরবাটা ইউনিয়নে ৭ টি সর্বমোট ১৫ টি উন্নত ও সংকর জাতের গাভি পালন প্রদর্শনী খামার, ২ নং চরবাটা ইউনিয়নে ৩ টি, ৩ নং চরক্লার্ক ইউনিয়নে ২ টি, ৪নং চর ওয়াপদা ইউনিয়নে ১ টি, ৫ নং চর জুবিলী ইউনিয়নে ১ টি, সর্বমোট ৭টি এবং ৮ নং মোহাম্মদপুর ইউনিয়নে ১ টি ও ৫ নং চর জুবলী ইউনিয়নে ১ টি পাঁঠা পালন প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়।গাভি ও বাছুরে আবাসনের ক্ষেত্রে দিনে থাকার ঘর ও রাত্রিকালীন ঘরের ব্যবস্থা করা হয়। গাভির দুধ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সদস্যদের ৫-২০ শতাংশ জমিতে নেপিয়ার, জার্মান, জ্যাম্বু ও ভুট্টা ইত্যাদি ঘাষ চাষের জন্যে নেপিয়ার, জার্মান ঘাসের কাটিং, ভুট্টার বীজ, ইউরিয়া, টিএসপি ও এমওপি সার প্রদান, গুনগত মানসম্পন্ন বাছুর উৎপাদনে মিল্ক রিপ্লেসার, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার আওতা কৃমিনাশক ট্যাবলেট, ভিটামিন ও মিনারেল সমৃদ্ধ প্রিমিক্স, বাট ও ওলানের সুরক্ষা এবং ম্যাসটাইটিস রোগ প্রতিরোধের জন্য দুধ দোহনের আগে ও পরে জীবানুনাশক দিয়ে

বাট ও ওলান পরিষ্কার করা, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধক হিসাবে ক্ষুরারোগ ও তড়কা রোগের প্রতিষেধক টিকা এবং ভার্মি কম্পোষ্ট উৎপাদনের জন্য কেঁচো পালন উপযোগী রিং স্লাইড এবং গোবর খাদক কেঁচো বিতরণ করা হয়। গাভির জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান-এর সহায়তায় প্রতিটি গাভিকে কৃত্রিম প্রজননের আওতায় আনা হয়। প্রর্দশনীর মাধ্যমে প্রচলিত পদ্ধতিতে খাসি পালনের পরিবর্তে মাচা পদ্ধতিতে আদর্শ বাসস্থান ব্যবস্থাপনায় খাসি পালন, উন্নত জাতের ঘাস চাষ, সুষম খাদ্য প্রদান ও নিয়মিত টিকা প্রদানের ফলে একদিকে যেমন খাসির উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে অন্যদিকে তেমনি নিউমোনিয়া, ক্ষুরারোগ ও পিপিআর রোগের মতো মারাত্বক সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের ফলে খাসির ও ছাগলছানার মৃত্যুহার হ্রাস পাওয়ায় খাসি পালনকারী সদস্যরা খাস বিক্রয় বাবদ বাৎসরিক প্রায় ৩০০০০-৪০০০০ টাকা আয় করে।

চর জুবলী ইউনিয়নের চর জব্বর গ্রামের রিনা বেগম গাভির জন্য তৈরী করা দিনে থাকার উন্মুক্ত ঘরে স্বাচ্ছন্দে অবস্থান করছে সদস্যের পালিত উন্নত জাতের গাভি।

আলো বাতাস চলাচল উপযোগী মাচাওয়ালা ঘরের ভিতর খাসি হাতে সহায়তা প্রাপ্ত চর জুবিলী ইউনিয়নের চর বাগ্যা গ্রামের মোঃ সুমন।

আলো বাতাস চলাচল উপযোগী মাচাওয়ালা ছাগলের ঘরের সামনে ছাগল হাতে সহায়তা প্রাপ্ত পূর্ব চরবাটা ইউনিয়নের হাজিপুর গ্রামের জুলেখা বেগম।

দেশি মুরগি, সোনালি মুরগি পালন, লেয়ার মুরগি পালন, উন্নত জাতের হাঁস পালন এবং কবুতর পালন প্রদর্শনী ঃ

বিশেষ আবাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশি মুরগি পালনকারী সদস্য চর ওয়াপদা ইউনিয়নের ওয়াপদা গ্রামের নুরনাহার তার দেশি মুরগির বাচ্চা গুলোকে দেখাশুনা করছে।

সদস্যদের দেশি মুরগি, সোনালি মুরগি পালন, লেয়ার মুরগি পালন, উন্নত জাতের হাঁস পালন ও টার্কি পালনে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ১৯-২০ অর্থবছরে ৫ নং চর জুবিলী ইউনিয়নে ৮ টি, ৪ নং চর ওয়াপদা ইউনিয়নে ৮ টি,৩ নং চর ক্লার্ক ইউনিয়নে ২৪ টি,২ নং চরবাটা ইউনিয়নে

৫টি সর্বমোট ৪৫ দেশি মুরগি পালন প্রদর্শনী এবং ২ নং চরবাটা ইউনিয়নে ১ টি, ৩ নং চর ক্লার্ক ইউনিয়নে ২ টি ও ৫ নং চর জুবিলী ইউনিয়নে ১ টি সহ সর্বমোট ৪ টি সোনালি মুরগি পালন প্রদর্শনীবাস্তবায়ন করা হয়।

মাচা পদ্ধতিতে হাইব্রিড লেয়ার মুরগী পালনকারী সদস্য ৫ নং চর জুবিলী ইউনিয়নের চর জুবিলী গ্রামের সেতারা বেগমের খামার।

৩ নং চর ক্লার্ক ইউনিয়নে ৩ টি ও৫ নং চর জুবিলী ইউনিয়নে ৫ টিসহ সর্বমোট ৮ টি লেয়ার মুরগি পালন প্রদর্শনী, ২ নং চরবাটা ইউনিয়নে ৪ টি, ৩ নং চর ক্লার্ক ইউনিয়নে ১১ টি, চর আমানুল্লাহ ইউনিয়নে ১টি,৪ নং চর ওয়াপদা ইউনিয়নে ১ টি ও ৫ নং চর জুবিলী ইউনিয়নে ৮ টি সহ সর্বমোট ২৫ টি হাঁস পালন প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়।

মাচা পদ্ধতিতে উন্নত জাতের হাঁস পালন করছেন ৫ নং চর জুবলী ইউনিয়নের চর জব্বর গ্রামের শাহানা বেগম ও নুরজাহান বেগম।

২ নং চরবাটা ইউনিয়নে ৭ টি, ৩ নং চর ক্লার্ক ইউনিয়নে ৩ টি ও ৫ নং চর জুবিলী ইউনিয়নে ১০ টি চর ক্লার্ক যেখানে কার্যক্রমের আওতাভুক্ত সদস্যদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি ব্রয়লার বাচ্চা, লেয়ার মুরগীর বাচ্চা, হাঁসের বাচ্চা, ক্রিপার সহ দেশি মুরগির বাচ্চা পালন উপযোগী বিশেষ ধরনের খাঁচা, টিকা, জীবানুনাশক, স্প্রে মেশিন ক্রয়, মাচা ও বাফার এলাকা তৈরী ইত্যাদি বিষয়ে অনুদান, উপকরণ এবং কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়। ফলে সদস্যদের সোনালি মুরগি, লেয়ার মুরগি ও হাঁস পালন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি লেয়ার খামারীদের মাসিক ৩০০০-৪০০০ টাকা, সোনালি খামারীদের মাসিক ১০০০০-২৫০০০ টাকা এবং হাঁস পালনকারী সদস্যদের মাসিক ৩০০০-৪০০০ টাকা এবংবৃদ্ধি পেয়েছে ফলে কর্ম এলাকায় অন্য সদস্যদের মধ্যেও খামার তৈরী করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।

সম্বনিত পদ্বিতিতে কবুতর পালন করছেন ৫ নং চর জুবলী ইউনিয়েন চর জব্বর গ্রামের লিমা মহিলা উন্নয়ন সমিতির সদস্য মমতাজ বেগম ও ফাল্গুনী মহিলা উন্নয়ন সমিতির সদস্য সাহিদা খাতুন।

উন্নত জাতের ঘাস চাষ ও হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে ঘাস চাষ প্রদর্শনী ঃ

উন্নত জাতের ঘাস চাষ ও হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে ঘাস চাষে ৩ নং চর ক্লার্ক ইউনিয়নে ৬ টি, ৫ নং চর জুবিলী ইউনিয়নে ১০ টি ও ৮ নং মোহাম্মদপুর ইউনিয়নে ৪ টি সর্বমোট ২০ টি উন্নত জাতের ঘাস উৎপাদন প্রদর্শনীর আওতায় সদস্যদেরকে স্থায়ী ঘাস হিসাবে নেপিয়ার ও জার্মান ঘাসের কাটিং, অস্থায়ী ঘাস হিসাবে জাম্বু ও ভুট্টার বীজ, জমিতে ব্যবহারের জন্য ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, জিংক, কেঁচো সার এবং প্রদর্শনী প্লটের চারপাশে বেড়া দেওয়ার জন্য নগদ টাকা, এছাড়া ২ নং চরবাটা ইউনিয়নে ৩ টি, ৩ নং চর ক্লার্ক ইউনিয়নে ৭ টি চর জব্বর ইউনিয়নে ৪ টি ও ৫ নং চর জুবিলী ইউনিয়নে ৬ টি সর্বমোট২০ টি হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে ঘাস চাষ প্রদর্শনীর আওতায় সদস্যদেরকে গমের বীজ, ঘাষ উৎপাদন ট্রে, স্প্রেয়ার, বাঁশ/ কাঠের র‍্যাক তৈরীর জন্য নগদ টাকা প্রদান করা হয়।

চর জুবিলী ইউনিয়নের চর জব্বর গ্রামের উপকারভোগী সদস্য সাইফুল ইসলাম এর হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে ঘাস চাষের প্লটের পরিচর্যা করছেন।

২ নং চর বাটা ইউনিয়নের মধ্য চর বাটা গ্রামের উপকারভোগী সদস্য আলাউদ্দিনের ঘাস চাষ প্রর্দশনী প্লট।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি:

প্রযুক্তি	পুরুষ(জন)	মহিলা(জন)	মোট(জন)
কৃষি প্রযুক্তি	-	১৫৭	১৭৫
মৎস্য প্রযুক্তি	৪৫ জন	১৩০	১৭৫
প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি	৪৫ জন	২৬০	৩৫০
সর্বমোট	৯০	৫৪৭	৭০০

চরক্লার্ক শাখার চরক্লার্ক ইউনিয়নে চর উড়িয়া গ্রামে সমন্বিত পদ্ধতিতে নিরাপদ সবজি উৎপাদন প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ইউনিটের ফোকাল পার্সন মহোদয়।	চরজুবলী ইউনিয়নের চরমহিউদ্দিন গ্রামের হাজেরা বেগমের বাড়িতে মাছচাষ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।	সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার ট্রেনিং রুমে সদস্যদেরকে ব্রয়লার ও লেয়ার পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন ডাঃ গৌতম চন্দ্র দাস, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা।

কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র :

চরবাটা, চরক্লার্ক ও চরজুবলী ইউনিয়নে এই বছর ৫ টি কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র পরিচালনা করা হয়। কৃষি নির্ভর এদেশে প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং ব্যবহারের পাশাপাশি সমস্যাও দেখা দিয়েছে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কার্যক্রম সম্প্রসারণে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠিত সদস্যদের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী ঋণ সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি লাগসই প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তা প্রদান , কৃষকের সমস্যা ভিত্তিক সমাধান ও পরামর্শ প্রদান চলমান কার্যক্রম হিসেবে অব্যাহত রয়েছে। কৃষি পরামর্শ কেন্দ্রে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ সমস্যাভিত্তিক সমাধান ও পরামর্শ প্রদান করে থাকেন।

৭ নং পূর্ব চরবাটা ইউনিয়নের পূর্ব চরবাটা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে সংস্থার আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক পরামর্শ প্রদান করছেন।	চরক্লার্ক ইউনিয়নে সংস্থার কৃষি কর্মকর্তা পরামর্শ প্রদান করছেন।

মাঠ দিবস ও খামার দিবস:

প্রদর্শনীর মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কাংখিত ফলাফল ব্যাপক চাষী পর্যায়ে পৌঁছানোর মাধ্যমই হচ্ছ মাঠ দিবস ও খামার দিবস। ২ নং চরবাটা, ৩ নং চর ক্লার্ক, ৪ নং চর ওয়াপদা, ৫ নং চর জুবিলী ও ৮ নং মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের চরবাটা, পশ্চিম চরবাটা, চর ক্লার্ক, দক্ষিণ চর ক্লার্ক, কেরামতপুর, চর ওয়াপদা, চর মহিউদ্দিন, উত্তর কচ্ছপিয়া, দক্ষিণ কচ্ছপিয়া, চর বাগ্গা, চর জুবিলী ও চর উরিয়া গ্রামে উপকারভোগী সদস্যদের প্রদর্শনী সংশ্লিষ্ট ফলাফল যেমন স্থানীয়পুকুর পাড় সবুজায়ন, থাই পাংগাস বা জায়ান্ট পাংগাস, কুচিয়া চাষের কারিগরি দিক ও কলাকশৌল ও স্থানীয়ভাবে মাছের খাদ্য তৈরি সর্ম্পকে মাঠ দিবস পালন করা হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের আওতায় ৩ নং চর ক্লার্ক ইউনিয়নে উন্নত জাতের গাভী পালন, মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন ও ব্রয়লার মুরগি পালন বিষয়ক ৩ টি এবং ৫ নং চর জুবিলী ইউনিয়নে দেশি মুরগি পালন, লেয়ার মুরগী পালন ও টার্কি পালন বিষয়ক ৩টি খামার দিবস পালন করা হয়।

চর ওয়াপদা ইউনিয়নে মধুমতি সমিতিতে স্থানীয় জাতের ধান শাক্কনক্ষোরা এর মাঠ দিবসে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উজজেলা কৃষি কর্মকর্তা, সংস্থার নির্বাহী পরিচালক উপস্থিত ছিলেন	৫নং চরজুবলি ইউনিয়নে চরমহিউদ্দিন গ্রামে চরমহিউদ্দিন শাখার আওতায় ইউনিটের মৎস্য খাতে স্থানীয় পর্যায় মাছের খাদ্য তৈরিতে উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে মাঠ দিবসে বক্তব্য প্রদান করছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম।	সোনালিমুরগী পালন বিষয়ক খামার দিবসে সোনালি মুরগী পালন সম্পর্কে উপস্থিত সদস্যদের ধারণা প্রদান করছেন ডাঃ মাহিন উদ্দিন পারভেজ।

বিলবোর্ড: প্রযুক্তির বিস্তরনে সহযোগিতার জন্য ইউনিট কর্তৃক উপজেলার বিভিন্নস্থানে বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়।

কৃষি ইউনিটের আওতায় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কৃষি অভিযোজন(সর্জান পদ্ধতি) বিষয়ক বিল বোর্ড স্থাপন করা হয় চরবাটা শাখার অন্তর্গত চরবাটা খাসেরহাট উচ্চ বিদ্যালয় এর দক্ষিন পার্শ্বে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের আওতায় মৎস্য প্রযুক্তি কার্প- মলা বিষয়ক বিলবোর্ড স্থাপন করা হয় চরজব্বার শাখার অন্তর্গত পাঙ্খার বাজার ।	প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তির আওতায় বিলবোর্ড স্থাপন করা হয় চরজব্বার শাখার অন্তর্গত হারিছ চৌধুরী বাজার সংলগ্ন রাস্তায়।

লিফ্ট কর্মসূচির আওতায় "প্রাকৃতিক উপায়ে কুচিয়ার বংশ বিস্তারের সুযোগ এবং পরিবারভিত্তিক কুচিয়ার খামার স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির র্কমসংস্থান সৃষ্টি"

কুচিয়া বাংলাদেশের একটি জলজ অর্থকরী সম্পদ। কুচিয়ার অর্থনৈতিক গুরুত্ব এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কুচিয়ার যে ভূমিকা রয়েছে , খবধৎহরহম ধহফ ওহহড়াধঃরড়হ ঋঁহফ ঃড় ঞবংঃ ঘবি ওফবধং (খওঋঞ) কর্মসূচির আওতায় ঁ প্রাকৃতিক উপায়ে কুচিয়ার বংশ বিস্তারের সুযোগ এবং পরিবারভিত্তিক কুচিয়ার খামার স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে পল্লী-কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন এর অর্থায়নে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা কুচিয়া চাষের সম্প্রসারণের লক্ষে কুচিয়ার পোনা উৎপাদন এর জন্য একটি হ্যাচারীর কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ হ্যাচারী থেকে আগামী ৩ বছরে ৫০০০০০ কুচিয়া মাছের পোনা উৎপাদন করার লক্ষমাত্রা ধরা হয়েছে । এ হ্যাচারীটির কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে এ অঞ্চলে কুচিয়া চাষের ব্যাপকতা বাড়বে । নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর আর্থিক সহযোগিতায় প্রকল্প কার্যক্রম চরবাটা, চরমহিউদ্দিন, চর জব্বর ও চর ক্লার্ক , সোলেমান বাজার এবং জনতা বাজার এই ৫টি শাখার মাধ্যমে যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে।

কুচিয়া হ্যাচারী ঃ

কর্মসূচির আওতায় প্রাকৃতিক উপায়ে কুচিয়ার বংশ বিস্তারের সুযোগ এবং পরিবার ভিত্তিক কুচিয়ার খামার স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্র জগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পল্লী-কর্মসহায়ক ফাউণ্ডেশন এর অর্থায়নে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার কুচিয়া চাষের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক উপায়ে কুচিয়ার পোনা উৎপাদন এর জন্য হ্যাচারীর কার্যক্রম বর্তমানে চলমান । আমরা আশা করি এ হ্যাচারী পোনা উৎপাদনের মাধ্যমে এ অঞ্চলের মানুষের পারিবারিক আমিষের চাহিদা পূরন ও অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান এবং দরিদ্র জরগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করবে । কুচিয়ার বৈদেশিক বাজারে ব্যপক চাহিদা রয়েছে। আমাদের দেশ থেকে কুচিয়া রপ্তানি করে বৈদেশি মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

লিফ্‌ট কর্মসূচি কুচিয়া হ্যাচারিতে কুচিয়া মাছ অবমুক্ত করছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ শামছুল হক, ইউনিটের ফোকাল পার্সন জনাব মোঃ মহিব উল্যাহ, সংস্থার মৎস্য কর্মকতা জনাব মোঃ শহীদুল আলম ।

কুচিয়া চায়/মোটাতাজাকরণ প্রদর্শনী ঃ

সংস্থার চরক্লার্ক শাখার চরক্লার্ক ইউনিয়নের কেরামতপুর গ্রামে ১৭ জন, চরআমান উল্লাহ শাখার ৬ নং চর আমানউল্ল্যা ইউনিয়নের চর আমান উল্লাহ গ্রামে ২৩ জন, চরবাটা শাখার চরবাটা ইউনিয়নের পশ্চিম চরবাটা গ্রামে ৯ জন এবং সোলেমান বাজার শাখার পূর্বচরবাটা ইউনিয়নের চর মজিদ গ্রামে ১২ জন সদস্যদের মাধ্যমে লিফ্‌ট কুচিয়া কর্মসূচির কার্যক্রম বাস্তাবায়ন করা হয়েছে। এ ধরণের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে কুচিয়ার ঔষধি গুনাগুন, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় কুচিয়ার অবদান, পুষ্টিমান ও অথনৈতিক গুরুত্ব সর্ম্পকে ধারনা বৃদ্ধি পেয়েছে। কুচিয়ার কার্যক্রম গতিশীল ও সম্প্রসারণ করার লক্ষে ৫০০০০০ টাকা ঋণ কার্যক্রম চলমান । এ যাবৎ চর আমান উল্লাহ শাখায় ৭জন , চরক্লার্ক শাখায় ১৫ জন ,অগ্রসর শাখায়- ৫ জন , সোলেমানবাজার শাখায় ১৫ জন , চরবাটা শাখায় ৪ জনের মাঝে ১৭,৬০০০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে ।

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা লিফ্‌ট কর্মসূচি (কুচিয়া) সদস্য পর্যায় কুচিয়া ডিচ থেকে কুচিয়া মাছের পোনা উৎপাদন।

দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম ঃ

মাঠ দিবস, প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন ধরনের প্রকাশের মাধ্যমে সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা হচ্ছে। বর্তমানে চরবাটা, চর আমানউল্ল্যা, চরক্লার্ক এবং সোলেমান বাজার শাখায় ১৫০ জন চাষীকে কুচিয়া চাষের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

লিফট কর্মসূচি (কুচিয়া) মাঠ দিবসে বক্তব্য প্রদান করছেন নোয়াখালী জেলা মৎস্য কর্মকতা জনাব ডঃ মোঃ আবুতালেব	লিফট কর্মসূচি (কুচিয়া) প্রশিক্ষণ

সমৃদ্ধি কর্মসূচি (চর এলাহী ইউনিয়ন)

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের প্রায় সবগুলো চরাঞ্চলই খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা সুবিধা প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে দারুণভাবে পিছিয়ে ছিল। এই অবহেলিত জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা পিকেএসএফ- এর সহাতায় "সমৃদ্ধি কর্মসূচীর" মাধ্যমে চরাঞ্চলের জনগণের মাঝে আগস্ট ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। যার ফলস্রুতিতে চর এলাহী ইউনিয়নের শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়া রোধ হয়েছে,স্বাস্থ্য কার্যক্রমের ফলে গর্ভবতীদের গর্ভকালীন জটিলতা কমে আসছে ও পরিবার ভিত্তিক ল্যাটিন বিতরণ ও মসজিদ ও মাদ্রাসা ভিত্তিক ল্যাট্রিন ও নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে সামাজিকভাবে ব্যপক উন্নতি সাধিত হয়েছে । চরএলাহী ইউনিয়ন সমৃদ্ধি কর্মসূচির বার্ষিক প্রতিবেদন (জুলাই'২০১৯ -জুন'২০২০) নিম্নে প্রদান করা হল।

কর্মএলাকার বিবরণ :

ক্রমিক	শাখার নাম	জেলার নাম	উপজেলা নাম	ইউনিয়ন নাম	গ্রামের সংখ্যা	উপ:ভোগী পরিবার সংখ্যা	উপকারভোগী পরিবারের জনসংখ্যা			মন্তব্য
							পুরুষ	মহিলা	মোট	
১	চর এলাহী	নোয়াখালী	কোম্পানীগঞ্জ	চর এলাহী	১৪	৬৯৫২	১৬৭২৮	১৭৪৪৪	৩৪১৭২	

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম :-

স্বাস্থ্য পরিদর্শকের খানা পরিদর্শন:

সংস্থার কর্মএলাকার গর্ভবতী, প্রসূতী ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের স্বাস্থ্যের উন্নয়নে ১৫ জন প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য পরিদর্শক সেবা প্রদান করছে । স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা আরো জোরদারের নিমিত্তে স্বাস্থ্য পরিদর্শক দ্বারা সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তার উপস্থিতিতে প্রকল্প এলাকায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫২৪ টি স্বাস্থ্য সচেতনমূলক সেশন বাস্তবায়ন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের সেবা প্রদানের মাধ্যমে উক্ত এলাকার গর্ভবতী, প্রসুতী ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চত করা হয়েছে।

স্যাটেলাইট ও স্ট্যাটিক ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবা :

এক জন মেডিকেল অফিসার(এমবিবিএস ডাক্তার) দ্বারা স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজনের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগীদের সেবাপ্রদান করা হয় । ২০১৯-২০ অর্থবছরে চর এলাহি ইউনিয়নে ৬০ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজনের মাধ্যমে ১৬৮৮ জন রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়েছে । যার ফলে উক্ত ইউনিয়নের দরিদ্র মানুষের বিভিন্ন জটিল রোগের চিকিৎসা নিজ ইউনিয়নে করা সম্ভব হচ্ছে। দুই জন সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (ডিএমএফ ডাক্তার) দ্বারা স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে চর এলাকার উপকারভোগী জনগোষ্ঠীকে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে । গত

বছর ৩৩৫ টি স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে ৩৪২৪ জন রোগীকে সেবাপ্রদান করা হয়েছে । শিশু পুষ্টি ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা, সর্বস্তরের মানুষের সাধারন রোগসমূহ ইত্যাদি বিষয়ে সেবা দেওয়ার ফলে মানুষ সাধারণ রোগের সুচিকিৎসা লাভ করছে ।

স্বাস্থ্য কর্মকর্তা স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক সেশন পরিচালনায় পরিদর্শন করছেন পিকিএসএফ কর্মকর্তা ডিপুটি ম্যানেজার জনাব ইরফান হায়দার

করনাকালীন সময়ে স্যাটেলাইট ক্লিনিকে রোগী দেখছেন ডাঃ ফাতেম আক্তার, এমবিবিএস, বিসিএস(স্বাস্থ্য)

সমৃদ্ধি কর্মসূচির ঔষধ বিতরণের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন ঃ

২০১৯-২০ অর্থবছরে চর এলাহি ইউনিয়নের গর্ভবতী , প্রসুতীদের জন্য আয়রন ক্যাপসুল এবং ক্যালসিয়াম ও শিশুদের পুষ্টিকণা মোট- ৯৫৯১ জনকে ২৬৩৫০ পিস ঔষধ বিতরণ করা হয় । কৃমির ট্যাবলেট,পুষ্টিকনা,আয়রন ট্যাবলেট ও কালসিয়াম ঔষধ বিতরণের ফলে দরিদ্র মানুষের স্বাস্থের উন্নয়ন সাধিত হয় এবং গর্ভবতী , প্রসুতি, শিশুর অপুষ্টিতে আক্রান্তের হার হ্রাস পেয়েছে ফলে এলাকায় সুস্থ্য বাচ্ছার হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক্রমিক	কার্যক্রম বিবরণ	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন		ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন	মন্তব্য
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন		
১	কৃমির ট্যাবলেট বিতরণ	৫৫৩৭	৫৫৩৭	৬৭৩২০	
২	পুষ্টিকণা বিতরণ	৪৩২৯	৪৩২৯	২৪৯৬০	
৩	আয়রন ট্যাবলেট বিতরণ	৬৯৪৯	৬৯৪৯	৬৮২০০	
৪	ক্যালসিয়াম ঔষধ বিতরণ	৯৫৩৫	৯৫৩৫	৩১১১০	
		২৬৩৫০	২৬৩৫০	১৯১৫৯০	

স্বাস্থ্য ক্যাম্প ও বিনামূল্যে ছানি অপারেশন :

২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩ টি স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজনের মাধ্যমে ৪৯০ জন জটিল রোগীকে সেবাপ্রদান করা হয়েছে । যার ফলে বিভিন্ন জটিল রোগে অনেক দিনের আক্রান্ত রোগীরা অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শের ফলে তাদের রোগ মুক্তির উপায় নিশ্চিত করতে সক্ষম হয় । এ অর্থবছরের ১ টি বিশেষ চক্ষু ক্যাম্পের মাধ্যমে চর এলাহী ইউনিয়নের ১৫ জন চক্ষু রোগীকে বিনা মূল্যে ছানি অপারেশন করা হয় । উক্ত এলাকার হতদরিদ্র ছানি রোগীরা তাদের দৃষ্টি শক্তি ফিরে পায় ।

স্বাস্থ্য ক্যাম্পে রোগীদের সেবা প্রদান করছেন ডা: ফাতেমা জাহান, এমবিবিএস বিসিএস(স্বাস্থ্য), নোয়াখালী সদর হাসপাতাল ।	চক্ষু ক্যাম্পে রোগীদের সেবা প্রদান করছেন। ডাঃ মোঃ গোলাম মুর্তুজা, এমবিবিএস, বিসিএস(স্বাস্থ্য), এফসিপিএস (চক্ষু), নোয়াখালী চক্ষু হাসপাতাল ।	চক্ষু ক্যাম্পে রোগীদের সেবা প্রদান করছেন। ডাঃ মোঃ আব্দুল্লাহ এমবিবিএস,বিসিএস(স্বাস্থ্য), নোয়াখালী চক্ষু হাসপাতাল ।

পরিবার ভিত্তিক স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা, সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘরে ল্যাট্রিন ও নলকুপ স্থাপন :

পরিবার ভিত্তিক স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা স্থাপন:

২০১৯-২০ প্রতি অর্থবছরে ৪০০০ টাকা করে অনুদান প্রদানের মাধ্যমে ১০০ সেট পরিবারভিত্তিক স্যানেটারী ল্যাট্রিন ১০০ জন হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বাস্তবায়ন করা হয় । হতদরিদ্র উপকারভোগী পরিবারের সকল সদস্য সচেতনভাবে স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে পায়খানা ব্যবহার করছে।

সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘরে ল্যাট্রিন:

সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘরে ৩টি ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে। সর্বমোট এ পর্যন্ত ৯টি কেন্দ্র ঘরের ৯টি ল্যাট্রিন স্থাপন সম্পন্ন হল। এর ফলে সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘরে পরিচালিত কার্যক্রম যেমন মাসিক ওয়ার্ড মিটিং, ওয়ার্ড যুব মিটিং, প্রতিদিন বৈকালিক শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা ব্যবহৃত হচ্ছে।

নলকুপ স্থাপন :

সমৃদ্ধি ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে ১২টি অগভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। নলকূপ গুলো বর্তমানে সচল রয়েছে। উপকারভোগী পরিবার গুলো ও স্কুলের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীদের সুপেয় পানির সংস্থান হচ্ছে।

পরিবারভিত্তিক ল্যাট্রিন স্থাপন	কমিউনিটি ভিত্তিক অগভীর নলকুপ স্থাপন	কমিউনিটি ভিত্তিক নলকুপ ব্যবহারের ফলে স্কুলের শিক্ষার্থীরা সুপেয় পানি পান করছেন।

শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম ঃ

বর্তমানে চর এলাহী ইউনিয়নে ৩৫ জন স্থানীয় শিক্ষিকার দ্বারা পরিচালিত মোট ৪০ টি "বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে" ১০৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী (প্রথম শ্রেণি ও দ্বিতীয় শ্রেণি) পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে শুক্রবার বাদ দিয়ে প্রতিদিন বিকেল ৩ ট থেকে ৫ টা পর্যন্ত প্রতিদিন ২ ঘন্টা করে পাঠদান করানো হচ্ছে। এছাড়াও মাসিক ভিত্তিতে ৪৮০ টি অভিভাবক সভা আয়োজন করার মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে ঝড়ে পড়া রোধকরণসহ শিক্ষা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এর ফলে ওই এলাকায় শিশুদের শিক্ষাকেন্দ্র হতে ঝড়ে পড়ার হার ব্যাপকভাবে কমেছে এবং শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার মান উন্নত হয়েছে।

অর্থ বছরের কোভিড-১৯ করোনা মহামারি প্রাদুর্ভাবের পূর্বকালীন কার্যক্রমের ছবি		
শিক্ষিকাদের বিষয় ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষন করান ইংরেজি বিষয়ের মাস্টার ট্রেনার মো: শরীফ মাহবুব ভুইয়া ।	বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র পরিচালনায় নির্দেশনা দিচ্ছেন কর্মসূচির সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা।	বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিক্ষিকা মনোয়ারা বেগম পাঠদান করছেন ।

ভিক্ষুক পুনর্বাসন:

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় চর এলাহী ইউনিয়নের সমাজ উন্নয়ন কর্মকান্ডের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড এক জন হতদরিদ্র ভিক্ষুক তাজিয়া বেগম কে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে ফিরিয়ে এনে তাদেরকে পুর্নবার্সন করার জন্য এক জনকে ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা প্রদান করে । তাজিয়া বেগম ১ লক্ষ্য টাকা দিয়ে তাকে ৮০শতাংশ জমি বন্ধক, দোকান ভাড়া, দোকানের মালামাল ও ৪ টি ছাগল এবং নিজ বাসস্থান মেরামত করে দেওয়া হয়। বর্তমানে নিজের উপার্জিত টাকা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে ।

পুর্নর্বাসনের উদ্যমী সদস্য নুর জাহান বেগম এর কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন পিকেএসএফ এর ডিপুটি ম্যানেজার জনাব ইরফান হায়দার ও সংস্থার প্রকল্প ফোকাল পার্সন জনাব মো: মহিব উল্যাহ।	পুর্নর্বাসনের উদ্যমী সদস্য তাজিয়া বেগম দোকান পরিদর্শন করছেন পিকেএসএফ এর ডিপুটি ম্যানেজার জনাব ইরফান হায়দার ও সংস্থার প্রকল্প ফোকাল পার্সন জনাব মো: মহিব উল্যাহ।

আয়বৃদ্ধিমুলক ঋণী প্রশিক্ষণ ঃ

২০১৯ -২০ অর্থবছরে চর এলাহি ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় চর এলাহী ইউনিয়নে আয়বৃদ্ধিমুলক ঋণ গ্রহণকারী সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও যথাপোযুক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করার জন্য তাদেরকে গাভী পালন, হাঁস-মুরগী পালন, মাছ চাষ , ও মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন অদ্ধ - আবদ্ধ অবস্থায় মুরগি পালন, জৈব পদ্ধতিতে শাক-সবজি চাষ বিষয়ক ০৯ টি ব্যাচের মাধ্যমে ২২৫ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । উক্ত প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে প্রশিক্ষণার্থীগণ তাদের প্রকল্প বাস্তবায়ন করতেছেন । যার ফলশ্রুতিতে এখন তাদের আগের চেয়ে উপার্জন বেড়েছে ।

উন্নত পদ্ধতিতে গাভী পালনের জন্য ঋণ গ্রহনকৃত সদস্যদের মাঝে ৩ দিন ব্যাপি আইজিএ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা জনাব মো: আলমগীর হোসেন ।

ওয়ার্ড সমন্বয় সভা ,ওয়ার্ড যুব সমন্বয় সভা ও ইউনিয়ন সমন্বয় সভা এবং ইউনিয়ন যুব সমন্বয় সভা ঃ

চর এলাহী ইউনিয়নের ৯ টি ওয়ার্ডে দ্বি- মাসিক ওয়ার্ডে ১ টি করে মাসে ৯ টি ওয়ার্ড সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয় । ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫৪ টি যুব সমন্বয় সভা ,৫৪ টি ওয়ার্ড সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সমন্বয় সভার মাধ্যমে এলাকার মানুষগণ অসুস্থ হলে ভালো ডাক্তারের শরণাপন্ন হচ্ছে এবং এলাকায় যৌতুক প্রথা,বাল্য বিবাহ,নারী নির্যাতন ও শিশু শ্রম হ্রাস পেয়েছে । চর এলাহি ইউনিয়নে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও ইউনিয়নের সকল মেম্বারদের উপস্থিতিতে এবং ইউনিয়নের যুব সমাজকে নিয়ে ইউনিয়ন যুব সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয় । ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২ টি ইউনিয়ন সমন্বয় সভা ও ২ টি ইউনিয়ন যুব সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয় । এই সভার ফলে উক্ত ইউনিয়নের সমস্যা যৌতুক প্রথা,বাল্য বিবাহ,নারী নির্যাতন ও শিশু শ্রম হ্রাস পেয়েছে হ্রাস পেয়েছে ।

ওয়ার্ড সমন্বয় সভায় উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ এর ডেপুটি ম্যানেজার জনাব ইরফান হায়দার	যুব সমন্বয় সভার কর্মসূচির ফোকাল পার্সন জনাব মো: মহিব উল্যাহ ।

বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম:

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম এর আওতায় ৪ জন অতিদরিদ্র ও প্রতিবন্ধী পরিবারকে প্রতি জনকে ১৯২০০ টাকা করে মোট ৭৬৮০০ টাকা সঞ্চয় বিপরীতে সমপরিমান প্রতি জনকে ৩৮৪০০ টাকা করে সর্বমোট ১৫৩৬০০ টাকার নগদ অর্থ প্রদান করা হয়।

দিবস উদযাপন :

ইউনিয়নের সকল যুবক যুবতী ও সকল মানুষকে সামাজিক সেবা বিষয়ে উদ্বুদ্ধ ও সচেতন করার লক্ষে সকল স্থরের মানুষের অংশগ্রহনের মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থবছরে জাতীয় সামাজিক সেবা দিবস উদযাপন করা হয় ।

জহুরা বেগমকে বিশেষ সঞ্চয় এর চেক হস্তান্তর করেন ৮ নং চর এলাহি ইউনিয়নের চেয়াম্যান জনাব মো: আবদুর রাজ্জাক	সকলের অংশগ্রহণে জাতীয় সামাজিক সেবা দিবসে র‍্যালি

সমৃদ্ধি বাড়ি ঃ

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় এপর্যন্ত ৫০ টি বাড়িকে সমৃদ্ধি বাড়িতে রূপান্তর করা হয়েছে । ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫০টি বাড়িতে প্রতিটিতে - বন্ধুচুলা,কবুতরের ঘর, কেঁচো, কেঁচোসার তৈরীর রিং,শাক-সবজির বীজ,ফেরোমন ট্রেপ,ফলের গাছ-১০টি, ঔষধি গাছ-২টি ও সমৃদ্ধি বাড়ির গেইট করা হয় । সমৃদ্ধি বাড়ির আদলে প্রত্যেকটি বাড়িতে ফল গাছ - (আম ,কাঁঠাল, লেবু ,পেয়ারা,আমড়া,কামরাঙ্গা ,কলা,পেঁপে) ঔষধি গাছ যেমন-(সাজনা, বাসক, নিম , অর্জুন) ফুলের গাছ- যেমন (গোলাপ, গাঁদা, পাতাবাহার ও গেটফুল) মাছ চাষ - (রুই,কাতলা ,মৃগেল , সিলভারকার্প, তেলাপিয়া,কমনকার্প) চাষ এবং গাভী পালন, ছাগল পালন , হাঁস-মুরগী পালন , কবুতর পালনের মাধ্যমে প্রতিটি বাড়ি থেকে মাসে গড়ে ৬০০০-৭০০০ টাকা আয়ের উৎস সৃষ্টি হয়েছে ।

সমৃদ্ধি বাড়ি

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম :

চর এলাহী ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কর্মসূচির বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের ছাত্র- ছাত্রী ,ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকগণ ও ইউনিয়নের যুব সমাজের যুবক-যুবতীদের নিয়ে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা আয়োজন করা হয় । বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীদের ৫০ মিটার দৌড়,গণিত দৌড়,মোরগ লড়াই,দড়ি লাফ,সংগীত প্রতিযোগীতা ,ছড়া/কবিতা আবৃত্তি ,চিত্রাঙ্কন , সাধারণ জ্ঞান,একক নৃত্য,দলীয় নৃত্য প্রতিযোগীতা অভিভাবকদের জন্য বালিশ খেলা ও যুবক - যুবতীদের জন্য চেয়ার খেলা,সংগীত প্রতিযোগীতা ও কবিতা আবৃত্তির আয়োজন করা হয় । উক্ত খেলায় ওয়ার্ড পর্যায়ের বিজয়ী ও ইউনিয়ন পর্যায়ের বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয় ।

বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের দড়ি লাফ প্রতিযোগীতার অংশ ।	যুবকদের ক্রিড়া প্রতিযোগিদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি(৬নং চর আমান উল্যা ইউনিয়ন)

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। মানুষের জীবন বহুমাত্রিক; দারিদ্রও। কাজেই টেকসই দারিদ্রবিমোচন এবং তৎপরবর্তী আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির জন্য সংশ্লিষ্ট সকল গুরুত্বপুর্ণ অনুষঙ্গ-সম্বলিত প্রক্রিয়া জরুরি। সমৃদ্ধি কর্মসুচির মূলে রয়েছে মানবকেন্দ্রিকতা অর্থ্যাৎ কোনো নির্দিষ্ট করণীয়কে কেন্দ্র করে নয়, বরং মানুষকে কেন্দ্র করে সকল কর্মকান্ডের বিন্যাস ঘটানোর বিষয়। কর্মসুচির লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তির মানবমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা, যে গন্তব্যে পৌঁছাতে অনেক সময় লাগতে পারে। তাই এই ধ্রুবতরাকে নিশানা করে সকল দরিদ্র মানুষ যাতে এগিয়ে চলতে পারেন সমৃদ্ধির মাধ্যমে সেই অভিযাত্রায় সকলকে অনুপ্রাণিত করাই সমৃদ্ধি কর্মসুচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ২০১৮ সনের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে সুবর্ণচর উপজেলার আমান উল্যাহ ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র কার্যক্রম শুরু হয়। কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও হাতধোঁয়া কার্যক্রম ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইউনিয়নে যথেষ্টে উন্নতি হয়েছে। চর আমান উল্যাহ ইউনিয়ন সমৃদ্ধি কর্মসূচির বার্ষিক প্রতিবেদন (জুলাই,২০১৯-জুন,২০২০) নিম্নে প্রদান করা হল।।

কর্মসূচির লক্ষ্য :দারিদ্র দুরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবার সমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য সমূহ :

ক।	স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রম	ঠ।	বসত বাড়ীতে সবজি চাষ কার্যক্রম
খ।	শিক্ষা কার্যক্রম	ঢ।	কেঁচোসার উৎপাদন ও ব্যবহার কার্যক্রম
গ।	পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা	ড।	কৃমি নাশক ট্যাবলেট বিতরণ
ঘ।	আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম	ণ।	ভিক্ষুক পূর্ণবাসন কার্যক্রম
ঙ।	বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম	ত।	স্থানীয় জনগোষ্ঠী পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম
চ।	আয়বর্ধন মূলক কার্যক্রম বিষয়ক প্রশিক্ষণ	থ।	বসত বাড়ির জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে সমৃদ্ধ বাড়ি গড়া
ছ।	যুব উন্নয়ন কার্যক্রম (যুব প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান)	দ।	অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা কার্যক্রম
জ।	সৌরবিদ্যুৎ কার্যক্রম	ধ।	সমৃদ্ধি ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি গঠন ও সমৃদ্ধি কেন্দ্র স্থাপন
ঝ।	বন্ধু চুলা কার্যক্রম	ন।	ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম
ঞ।	শতভাগ স্যানিটেশন ও হাত ধোয়া কার্যক্রম	প।	বয়স্কদের জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচী
ট।	ঔষধি গাছ 'বাসক' চাষাবাদ কার্যক্রম	ফ।	সামাজিক উন্নয়ন ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ

কর্মএলাকার বিবরণ :

শাখার নাম	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	গ্রাম/ওয়ার্ড সংখ্যা	উপ:ভোগীপরিবার সংখ্যা	উপকারভোগী পরিবারের জনসংখ্যা		
						পুরুষ	মহিলা	মোট
চর আমান উল্যা	নোয়াখালী	সূবর্ণচর	৬নংচর আমান উল্যা	০৯	৫৫৯১	১৩৮৮৫	১২৯৯৬	২৬৮৮১

স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্ঠি বিষয়ক কার্যক্রম অর্থবছরে আয়োজন সংখ্যা ৩৯৬টি উপকারভোগীর সংখ্যা-৫৯৪০জন, শিক্ষা কার্যক্রমে বৈকালিন শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম ৩৫টি মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা-৯১৬জন, পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা ছক প্রণয়ন করা হয়েছে -৪০৮জন, আয়বর্ধন মূলক কার্যক্রম বিষয়ক প্রশিক্ষণ-১৯৭জন, যুব উন্নয়ন কার্যক্রম (যুব প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান)-০১জন, সৌর বিদ্যুৎ কার্যক্রম -৩৭০১টি পরিবার, বন্ধ চুলা কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংখ্যা-৩৬০টি, হাত ধোয়া কার্যক্রম- ৪৪৭২টি পরিবার, বাসক গাছ চাষাবাদ কার্যক্রম বাস্তাবায়ন- ২৩টি স্পট তৈরি করা হয়েছে, বসত বাড়ীতে সবজি চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন -১৩৯৭টি পরিবার, কেঁচোসার উৎপাদন ও বাস্তবায়ন- ৩০৫টি পরিবার, কৃমিনাশক ট্যাবলেট বিতরণ-৫৮৫৪পিছ, আয়রন ক্যাপসুল-১৫৭২০ পিছ, ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট-১৭০৭০পিছ, পুষ্টি কণা-৫০৭৯ প্যাকেট, বসত বাড়ির জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে সমৃদ্ধ বাড়ি গড়া হয়েছে-১০টি, ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে-০৯টি, , বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের আওতায় প্রত্যেক ওয়ার্ড ভিত্তিক হয়ে ইউনিয়ন ব্যাপী হয়েছে মোট পুরষ্কার বিতরণ করা হয়েছে ৪৭৫জনকে। সামাজিক উন্নয়ন ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ প্রত্যেক অভিভাবক সভা, স্বাস্থ্য সচেতন মূলক আলোচনা, ওয়ার্ড ও যুব মিটিং -সমূহে আলোচনা করে সচেতনা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

শিক্ষা কার্যক্রমঃ

৬নং চর আমান উল্যাহ ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মএলাকায় ৩৫টি বৈকালিন শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র আছে, শিক্ষা কেন্দ্র গুলোতে ৪৩৬জন ছাত্র ও ৪৮০জন ছাত্রী মোট ৯১৬জন শিক্ষার্থী আছে, শিশু, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বৈকালিন শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে পাঠদান করা হয়। বৈকালিন শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে ছাত্রছাত্রীদেরকে মুলত তাদের স্কুল ও মাদ্রাসার পড়া লেখা গুলো তৈরি করে দেওয়া হয়, যাতে করে বৈকালিন শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের ছাত্র ছাত্রীদের স্কুলের ফলাফল অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রী তুলনায় অনেক ভাল ও তারা মেধা তালিকায় স্থান পাচ্ছে, শুধু পড়া লিখাই নয়, বিনোদন, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়েও তাদেরকে প্রতিনিয়ত শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, যাতে করে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিদ্যালয়ে ঝরে পড়া রোধ হচ্ছে, সেই সাথে তাদের মাঝে যথেষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

অভিভাবক সভাঃ

প্রত্যেকটি স্কুলে প্রতি মাসে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের নিয়ে মাসের যে কোন সুবিধাজনক দিনে অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়, অভিভাবক সভায় ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক, ওয়ার্ড যুব ও ওয়ার্ড প্রতিনিধিরা ও উপস্থিত থাকেন, অভিভাবক সভায় তাদের সন্তানদের পড়ালেখার অগ্রগতি, অনুপস্থিতি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, ও বিভিন্ন প্রকার সচেতনমূলক আলোচনা করা হয়।

স্কুল পরিচালনা করছেন শিক্ষিকা পাপড়ি রানি দাস, শিক্ষিকার স্কুল পরিচালনা তদারকি করছেন স্কুল সুপারভাইজার মোঃ কাজেম উদ্দিন।	৫নং ওয়ার্ড হরিমন্দিরস্থ স্কুলে অভিভাবক সভা পরিচালনা করছেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির প্রকল্প সমন্বয়কারী মোহাম্মদ জাকির হোসেন

শিক্ষিকাদের মাসিক সমন্বয় সভাঃ প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের সুবিধাজনক দিনে শিক্ষিকাদের মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শিক্ষিকাদের মাসিক সমন্বয় সভা	শিক্ষিকাদের মাসিক সমন্বয় সভায় শিক্ষিকাদের যৌথ কবিতা আবৃত্তি শুনছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক।	শিক্ষিকাদের হাতে ডায়রী ও ক্যালেন্ডার তুলে দিচ্ছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক।

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমাঃ

জাতীয় সংগীত পরিবেশন	

কাটাবুনিয়া সরকারী প্রাতমিক বিদ্যালয় মাঠে ইউনিয়নের যুব ও ৩৫টি বৈকালিন শিক্ষা সহায়ত কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক বৃন্দের অংশ গ্রহণে শীতকালীন বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বৈকালিন শিক্ষা কেন্দ্রের ৩৭৫জন ছাত্র-ছাত্রী একত্রে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন, বৈকালিন শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রী ১৬ ধরনের প্রতিযোগীতায় অংশ গ্রহণ করে, অভিভাবকদের বালিশ খেলা ও ইউনিয়ন ব্যাপী ফুটবল প্রতিযোগীতার চুড়ান্ত প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়। আয়োজন শেষে ৪৭৫টি ওয়ার্ড ও ইউনিয়য়ন ব্যাপী প্রতিযোগীতার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

অভিভাবকদের বালিশ খেলা	ইউনিয়নব্যাপী ফুটবল প্রতিযোগীতার চুড়ান্ত পর্ব

বিভিন্ন দিবস উদযাপনঃ

সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে প্রতিবছর জাতীয় যুব দিবস, জাতীয় সামাজিক সেবা দিবস, বিশ্ব মা দিবস. বিশ্ব পরিবেশ দিবস সহ মোট ০৪টি দিবস উদযাপিত হয় । কোভিড১৯ এর কারণে শুধু মাত্র জাতীয় যুব দিবস উদযাপন হয়।

যুব দিবস উদযাপন	যুব দিবসের আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারী যুবগণ	যুব দিবস উপলক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গন পরিষ্কার পরিচ্ছনা অভিযানে অংশগ্রহণকারী যুবগণ।

সমৃদ্ধি বাড়ীর বিভিন্ন আয়বৃদ্ধি মূলক কার্যক্রম ঃ

এ পর্যন্ত আমান উল্যাহ ইউনিয়নে ১০টি সমৃদ্ধি বাড়ী গঠর করা হয়। সমৃদ্ধি বাড়ীর বৈশিষ্ট্য হাঁস, মুরগী ও কবুতর পালন, গরু ছাগল পালন, জৈব পদ্ধতিতে কম্পোষ্ট সার তৈরী, পুকুরে মাছ চাষ, বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ, ফুল, ফলজ ও ঔষধি গাছ, বন্ধুচুলা, সোলার সিস্টেম, বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবহার, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা, স্বাস্থ্য কার্ড, বাড়ির সামনে ফুলেল বেষ্টিত সমৃদ্ধি গেইট থাকবে।

সমৃদ্ধি বাড়ীর গেইট	সমৃদ্ধি বাড়ীর পুকুরে মাছ চাষ	সমৃদ্ধি বাড়ীর ভার্মি কম্পোষ্ট

আইজিএ প্রশিক্ষণঃ

বর্তমান অর্থবছরে আয়বৃদ্ধিমূলক ৮টি প্রশিক্ষণে ১৯৭ জন সদস্যকে উন্নত পদ্ধতিতে পুকুরে মাছ চাষ,জৈব পদ্ধতিতে সবজি চাষ, হাঁস–মুরগী পালন, গাভী পালন, মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল –ভেড়া পালন, ভার্মি কম্পোষ্ট তৈরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

সমৃদ্ধি বাড়ীতে কুচিয়া মাছ চাষ

সমৃদ্ধি বাড়ীর সদস্য জাল বুনন করছে

উপকারভোগীদের আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ করাচ্ছেন ডাঃ মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, ডক্টর অফ ভ্যাটেনারী মেডিসিন, (ডিভিএম) এসিআই লিমিটেড।

সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে বিভিন্ন ঋণ কার্যক্রমঃ

সমৃদ্ধি কর্মসূচির ঋণ কর্মসূচিতে চর আমান উল্যাহ শাখায় আয় বৃদ্ধিমূলক ঋণী সদস্য - ৪০৮জন এবং ঋণস্থিতি-১,৬৫,৬৭,৫৯৯/- টাকা। সম্পদ সৃষ্টি ঋণী সদস্য-৬১ জন এবং ঋণস্থিতি-১৩,৫০,২৬৬/-টাকা। জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন ঋণী সদস্য- ২৬জন এবং ঋণস্থিতি-২,০১০৬০/- জন।

আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ কার্যক্রম

সম্পদ সৃষ্টি ঋণ কার্যক্রম

জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঋণ কার্যক্রম

স্বাস্থ্য কার্যক্রমঃ

স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের খানা পরিদর্শনঃ ৬নং চর আমান উল্যাহ ইউনিয়নে মোট ৫৫৯১টি খানা আছে, প্রত্যেক স্বাস্থ্য পরিদর্শক নূন্যতম ৫০০টি খানা পরিদর্শন করেন। খানা পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রত্যেক পরিবারকে নিরাপদ পানির ব্যবহার, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার ব্যবহার, গর্ভবতী মায়েদের পরিচর্যা, অপুষ্ট শিশুদের পরামর্শ, জটিল রোগীদের রেফারেল সার্ভিস, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে পরামর্শ, ডায়াবেটিক চেক আপ, রক্তের চাপ নির্ণয়, স্বাস্থ্য কার্ড, স্বাস্থ্য সচেতনমূলক আলোচনা সভা করন ইত্যাদি কাজ করে থাকেন।

ষ্ট্যাটিক ক্লিনিকঃ

স্বাস্থ্য কর্মকতাগণ মাসে ১৬টি করে বিভিন্ন জায়গায় ষ্ট্যাটিক ক্লিনিক আয়োজন করেন। অর্থবছরে-২২০ টি ষ্ট্যাটিক ক্লিনিক আয়োজন করে তার মাধ্যমে সেবা প্রদান করেন। সেবা প্রদান করা হয়েছে ১৮০৫ জনকে।

স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণের খানা পরিদর্শনঃ

খানা পরিদর্শনের মাধ্যমে শতভাগ খানা সমুহকে স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনা ও সঠিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করাই স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

স্বাস্থ্য পরিদর্শিকা কর্তৃক ডিজিটাল পদ্ধতিতে ৬নং চর আমান উল্যাহ ইউনিয়ন এর চেয়ারম্যন জনাব অধ্যাপক বেলায়েত হোসেন এর বিপি পরিমাপ,	ডিজিটাল পদ্ধতিতে খানা সার্ভে	স্বাস্থ্য পরিদর্শক এর খানা পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ করছেন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা জনাব ডাঃ আরাফাত রহমান,

স্ট্যাটিক ক্লিনিকঃ

স্বাস্থ্য কর্মকর্তাগণ প্রত্যেকে মাসের ১৬দিন তাদের নিজ কর্মএলাকায় স্ট্যাটিক ক্লিনিক আয়োজন করেন।

স্বাস্থ্য কর্মকর্তাগণের স্টাটিক ক্লিনিকে সেবা প্রদান । চিত্রে (বাম থেকে) সেবা প্রদান করছেন ডাঃ ফয়সাল আহমেদ, ডিএমএফ (ঢাকা), স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, সমৃদ্ধি কর্মসূচি কাটাবুনিয়া ইউনিট । ডাঃ আরাফাত, ডিএমএফ (ঢাকা), স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, সমৃদ্ধি কর্মসূচি নয়াপাড়া ইউনিট ।	

স্যাটেলাইট ক্লিনিক ঃ প্রতি সপ্তাহের সোমবার কাটাবুনিয়া ইউনিটে ও বুধবার নয়াপাড়া ইউনিটে এমবিবিএস ডাক্তার স্যাটেলাইট ক্লিনিকে রোগীদের সেবা প্রদান করেন। অর্থ বছরে স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন করা হয়েছে ৫৬টি । সেবা প্রদান করা হয়েছে ১৩১০জ কে।

চিত্রঃ- স্যাটেলাইট ক্লিনিকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছেন এমবিবিএস ডাক্তারগণ । চিত্রে (বাম থেকে) নয়াপাড়া ইউনিটে সেবা প্রদান করছেন ডাঃ মাহফুজ্জামান, এমবিবিএস, এফসিজিপি (ফ্যামিলি মেডিসিন), ডিএমউ, সিসিডি (বারডেম), আরএমও প্রাইম জেনারেল হসপিটাল প্রাঃ । ডাঃ এইচ এম তৌফিকুল আলম, এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য), এসিসট্যান্ট সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সুবর্ণচর, নোয়াখালী ।	

স্বাস্থ্য ক্যাম্প ঃ চক্ষু, মেডিসিন ও হৃদরোগ, মেডিসিন ও শিশু রোগ বিষয়ক মোট ০৩টি স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। সাধারণ স্বাস্থ্য সোব ক্যাম্পের আওতায় ৬নং চর আমান উল্যাহ ইউনিয়নের দরিদ্র ও অতি দরিদ্র রোগীদের সেবা প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ক্যাম্পে মোট ৪১৭জন রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়।

চিত্রঃ- সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা ক্যাম্পের আওতায় ৬নং চর আমান উল্যাহ ইউনিয়নের প্রান্তিক রোগীদের মেডিসিন ও হৃদরোগ বিষয়ে সেবা প্রদান করছেন ডা: পার্থ প্রিতম সাহা রয়, এমবিবিএস, ডিকার্ড, বঙ্গ বন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ।

চিত্রঃ চক্ষু ক্যাম্পে রুগী দেখেন ডা: মর্তুজা রসিদ এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য) পিজিটি (চক্ষু) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। ছবিতে স্বাস্থ্য ক্যাম্প পরিদর্শন করছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহোদয়।

হাত ধোয়া কার্যক্রমঃ

শতভাগ খানাকে হাত ধোয়া কার্যক্রমের আওতায় আনা সমৃদ্ধি কর্মসূচির লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রতিটিখানা, স্কুল, মাদ্রাসা গুলোতে হাত ধোয়া কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছে।

কাটাবুনিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হাত ধোয়া কার্যক্রম আয়োজন

ফাতেমা খাতুন নুরানী তালিমুল মাদ্রাসায় হাত ধোয়া কার্যক্রম

ডিজিটাল স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণঃ

৬নং চর আমান উল্যহ ইউনিয়নে ডিজিটাল স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের সিমেড ডিজিটাল কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য সচেতনমূলক উঠান বৈঠকঃ

স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ তাদের কর্মএলাকার যে কোন সুবিধাজনক স্থানে উঠান বৈঠকের আয়োজন করেন। প্রতি মাসে ১জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক ০৪টি উঠান বৈঠক করেন, ১১জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক মোট ৪৪টি উঠান বৈঠক করেন। উঠান বৈঠক গুলোতে স্বাস্থ্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে স্বাস্থ্য সচেতনমূলক পরামর্শ ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে থাকেন। চলতি অর্থ বছরে৩০৮টি উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়, উপকারভোগী ৪৬২০জন,

সিমেড কর্মকর্তাগণ স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ, স্বাস্থ্য কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন, প্রশিক্ষণ সেশনে উপস্থিত থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিচ্ছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক,	কাটাবুনিয়া ইউনিটে উঠান বৈঠকে স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা ও পরামর্শ প্রদান করছেন ডাঃ ফয়সাল আহমেদ	নোয়াপাড়া ইউনিটে উঠান বৈঠকে স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা ও পরামর্শ প্রদান করছেন ডাঃ আরাফাতের রহমান

উপজেলা খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি মেলায়া সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য ইউনিটের অংশ গ্রহণঃ

সোলিডারিডেড এর আর্থায়নে সুবর্ণচর উপজেলা কতৃক আয়োজিত খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি মেলায় আংশগ্রহণ করে সাগরিকার সমৃদ্ধি কর্মসূচির ৬নং চর আমান উল্যাহ ইউনিট। উক্ত মেলায় র‍্যালীতে অংশগ্রহণ সহ সাধারণ মানুষকে ডিজিটাল স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম নিয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি মেলার র‍্যালীতে অংশ গ্রহণ।	মেলার বিশেষ অতিথি উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান জনাব বাহার উদ্দিন চৌধুরী স্টল পরিদর্শনের সময় ডিজিটাল স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি বিষয়ক চলমান কার্যক্রম নিয়ে উপস্থাপন করেন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ ফয়সাল আহমদ ও ডাঃ আরাফাত রহমান।	

যুব ও ওয়ার্ড মিটিংঃ

৬নং চর আমান উল্যাহ ইউনিয়নে ০৯টি ওয়ার্ডে দ্বি-মাসিক ওয়ার্ড যুব ও ওয়ার্ড সমন্বয়সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৫৪টি যুব সমন্বয় সভা ও ৪৫টি ওয়ার্ড সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমন্বয়সভার মাধ্যমে ওয়ার্ডের মানুষগন অসুস্থ হলে ভালো ডাক্তারের শরনাপন্ন হচ্ছে এবং এলাকায় যৌতুক প্রথা, বাল্য বিবাহ, নারী নির্যাতন ও শিশু শ্রম হ্রাস পেয়েছে।

যুব সমন্বয় কমিটির দ্বি মাসিক সভা ছবিতে ৪নং ওয়ার্ডের যুবদের মিটিং এ চিত্র তুলে ধরা হলো।	সমৃদ্ধি কর্মসুচির ওয়ার্ড মিটিংয়ের চিত্র তুলে ধরা হলো, উক্ত ওয়ার্ড মিটিং সমূহে উপস্থিত থাকেন ওয়ার্ড মেম্বার স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশণের কর্মকর্তার প্রকল্প পরিদর্শনঃ

পিকেএসএফ কর্মকর্তা জনাব ইরফান হায়দার, উপ-ব্যবস্থাপক,সমৃদ্ধি কর্মসূচি, তিনি প্রকলেপর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন, স্বাস্থ্য পরিদর্শকের বিভিন্ন কার্যক্রম, উদ্যোমী সদস্য, স্কুল ও যুবদের দ্বি-মাসিক সমন্বয়সভায় অংশগ্রহণ করেন।

কোভিড'১৯ সময়ের বিভিন্ন কার্যক্রমঃ

করোনা ভাইরাস মহামারীতে পিকেএসএফ এর নির্দেশনায় স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ নির্দিষ্ট দুরত্ব বজায় রেখে এবং স্বাস্থ্য বিধি মেনে খানা পরিদর্শন করেন। খানা পরিদর্শনের সময় করোনাকালীন সময় কিকি করণীয় সে সব বিষয়ে আলোচনা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় সকল শিক্ষার্থী কে ৫ জন এর দল এ ভাগ করে নির্দিষ্ট দুরত্ব বজায় রেখে ক্লাস পরিচালনা করা হয়।

ছবিতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রক্তচাপ পরিমাপ করছেন স্বাস্থ্য পরিদর্শক সুতৃষ্ণা এবং খানার তথ্য জরিপ করছেন রুমা নাথ।

নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে ক্লাস পরিচালনা করছেন শিক্ষিকা নাছিমা আক্তার ও পরাণী বেগম এবং ক্লাস পর্যবেক্ষণ করছেন শিক্ষা সুপারভাইজার জনাব কাজেম উদ্দিন।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি (চর এলাহী ইউনিয়ন)।

দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রমকে টেকসই করার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক বছর গুলোয় পিকেএসএফ এর কার্যক্রমের দার্শনিক ভিত্তিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির মানবিক ও আর্থিক উন্নয়ন এবং মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনুকুল পরিবেশ তৈরি এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের প্রত্যয়ে বিভিন্ন উদ্ভাবনীর মাধ্যমে পিকেএসএফ এর কার্যক্রম কাঠামো অব্যাহত ভাবে সমৃদ্ধি হচ্ছে। এ ধারাবাহিকতায় দারিদ্র দুরীকরণে বহুমাত্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩ এর সাথে সংহতি রেখে পিকেএসএফ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি নামের নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য এ কর্মসূচির আওতায় সংস্থা ২০১৭ সনের ১ সেপ্টেম্বর থেকে নোয়াখালী জেলার চর এলাহী ইউনিয়নে প্রবীণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ইউনিয়নের প্রবীণ জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রাপ্ত হবে এতে করে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হবে। প্রবীণ উন্নয়নে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন নিম্নে বর্ণনা করা হল।

কর্মএলাকার বিবরণ :

কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার দক্ষিণ দিকে ৮নং চর এলাহী ইউনিয়ন অবস্থিত। চর এলাহী ইউনিয়নে ১২টি গ্রাম, ০৯টি ওয়ার্ড আছে। ইউনিয়নের মোট খানার সংখ্যা-৬৯৫২টি, মোট জনসংখ্যা-৩৩৭৮৭ জন, প্রবীণের সংখ্যা ১৮১৫ জন।

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	সংস্থার শাখা	ওয়ার্ড সংখ্যা	উপকারভোগী প্রবীণ সংখ্যা			মন্তব্য
					মোট সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	
নোয়াখালী	কোম্পানিগঞ্জ	চর এলাহী	২টি	৯টি (১নং-৯নং)	১৮১৫	৯১৩	৯০২	

প্রবীণ ওয়ার্ড মিটিং ও ঋণ বিতরণ কার্যক্রম ঃ

৩নং ওয়ার্ডস্থ প্রবীণ কেন্দ্রঘরে অনুষ্ঠিত প্রবীণ ওয়ার্ড সমন্বয় সভায় পিকেএসএফ এর ডিপুটি ম্যানেজার জনাব ইরফান হায়দার ও প্রকল্প ফোকাল পার্সন জনাব মো: মহিব উল্যাহ।

প্রবীণ মো: অবায়দুল হক ঋণ গ্রহণ করে সফল উদ্যোক্তার প্রকল্প পরিদর্শন করেন পিকেএসএফ কর্মকর্তা জনাব মো: ইরফান হায়দার ডিপুটি ম্যানেজার,

প্রবীণ কর্মসূচীর আওতায় ৫টি গ্রাম কমিটি মিটিং, ৬৩ টি ওয়ার্ড কমিটি মিটিং ও ৫ টি ইউনিয়ন কমিটি মিটিং সম্পূর্ন করা হয়। ঋণ গ্রহনকরতে আগ্রহী এবং আয়মূলক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত এমন ৮৯ জন প্রবীন ব্যাক্তিকে ২৫০০০০০ (পচিশ লক্ষ) টাকা ঋণ প্রদান করা হয়।

প্রবীণ মো: সিরাজ এর ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে পরিচালিত আইজিএ কর্মকান্ড

৩ নং ওয়ার্ডে প্রবীণ মাসিক মিটিং অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উদযাপন, প্রবীন ব্যাক্তিদের সম্মননা এবং শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মননা প্রদান :

ইউনিয়নের সকল প্রবীনদের উপস্থিতিতে র‍্যালি ও আলোচনার মধ্যদিয়ে আন্তজাতিক প্রবীন দিবস উৎযাপন করা হয়। ৩ জন প্রবীণ ব্যক্তিকে আর্থিক সম্মাননা, মেডেল, সাটিফিকেট ও এককালীন আর্থিক সুবিধা এবং ৩ জনকে শ্রেষ্ঠসন্তান সম্মাননা মেডেল ও সাটিফিকেট প্রদান করা হয়।

আন্তজাতিক প্রবীণ দিবসে র‍্যালীতে উপস্থিত ছিলেন কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ ফয়সাল আহমদ ও সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম	শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা ক্রেষ্ট প্রদান করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম

প্রবীণদের আর্থিক পরিপোষক ভাতা, প্রবীণদের বিশেষসহায়তা ও দাপন কাপনের জন্য সহায়তা প্রদান:

প্রবীণদের আর্থিক পরিপোষক ভাতা:

৮২ জন প্রবীণ ব্যাক্তিকে মাসে ৫০০ টাকা করে পরিপোষক ভাতা প্রদান করা হয়। ১০ জন মৃত ব্যাক্তিকে দাপন-কাপনের জন্য টাকা প্রদান করা হয়।

প্রবীণদের মাঝে মাসিক পরিপোষক ভাতা প্রদান করছেন সংস্থার সহকারী পরিচালক জনাব মো: সামছুল হক	পরিপোষক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

অস্বচ্ছল প্রবীণ ব্যাক্তিকে সহায়তা প্রদান ঃ

শারীরিকভাবে নাজুক ও বঞ্চিতদের এমন ১১৬ জন ব্যক্তিকে বিশেষ সহায়তা হিসেবে ৮০ জনকে কম্বল বিতরণ, ৩০ জনকে স্টিক এবং ২ জনকে হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়।

বিশেষ সহায়তা ও দাপন কাপনের জন্য সহায়তা প্রদান ঃ

অসহায় ও অস্বচ্ছল প্রবীনদের মাঝে এই অর্থবছরে ৮০ টি কম্বল, ৩০টি ওয়ার্কিং স্টিক ও ২টি হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়। মৃত ব্যাক্তির সৎকার কার্যক্রমের আওতায় দাপন- কাপনের জন্য ১০ জন মৃত প্রবীণ ব্যক্তির পরিবারের হাতে প্রতি পরিবারকে ২(দুই) হাজার টাকা করে মোট ২০ (বিশ) হাজার টাকা প্রদান করা হয়।

বিশেষ সহায়তা হিসাবে প্রবীণদের মাঝে শীত বস্ত্র ও ওয়ার্কিং স্টিক বিতরণ।

প্রবীণ নুর ইয়াছিন এর দাপন- কাপনের জন্য পরিবারের হাতে টাকা প্রদান করা হচ্ছে।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচি(চর আমান উল্যা ইউনিয়ন)।

দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রমকে টেকসই করার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় পিকেএসএফ এর কার্যক্রমের দার্শনিক ভিত্তিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির মানবিক ও আর্থিক উন্নয়ন এবং মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনুকুল পরিবেশ তৈরি এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের প্রত্যয়ে বিভিন্ন উদ্ভাবনীর মাধ্যমে পিকেএসএফ এর কার্যক্রম কাঠামো অব্যাহত ভাবে সমৃদ্ধি হচ্ছে। এ ধারাবাহিকতায় দারিদ্র দুরীকরণে বহুমাত্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩এর সাথে সংগতি রেখে পিকেএসএফ ও ইহার পার্টনার অর্গানাইজেশনের সাথে যৌথভাবে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচি নামের নতুন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে।উক্ত কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ১লা জুলাই, ২০১৮ইং তারিখ থেকেপ্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে চর আমানুল্যা ইউনিয়নে প্রবীণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রবীণদের জন্য সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন, বয়স্ক ভাতা প্রদান, বিশেষ সঞ্চয়, প্রবীণ ব্যক্তিদের সম্মাননা ও প্রবীণদের সেবা প্রদানকারী শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা প্রদান, দরিদ্র প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ ঋণ সুবিধা ও প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, প্যারা ফিজিওথ্যারাপিষ্ট প্রশিক্ষণ, প্রবীণ ব্যাক্তিদের জন্য সামাজিক বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। উক্ত সেবাসমূহ প্রাপ্তীর ফলে তাঁদের জীবনযাপন শান্তি ও সুখময় হচ্ছে।

কর্মএলাকা ও প্রবীণ উপকারভোগী তথ্য :

ক্রমিক	শাখা	জেলার নাম	উপজেলা ইাম	ইউনিয়ন নাম	গ্রাম/ওয়ার্ড সংখ্যা	উপ: ভোগী পরিবার সংখ্যা	প্রবীণ সংখ্যা			মন্তব্য
							পুরুষ	মহিলা	মোট	
১	চর আমান উল্যা শাখা	নোয়াখালী	সূবর্ণচর	৬নংচর আমান উল্যা	০৯	১৪২১	৬৫৭	৭৬৪	১৪২১	

প্রবীণ ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন কমিটি মিটিং :

প্রতিটি গ্রামে ১১ জন প্রবীণ ব্যক্তি কে নিয়ে গ্রাম কমিটি, প্রতি ওয়ার্ড থেকে ১১ জন প্রবীণ ব্যক্তিকে নিযে প্রবীণ ওয়ার্ড কমিটি ও প্রতি ওয়ার্ডের ১/২ জন নেতৃবৃন্দ কে নিয়ে ১১সদস্য বিশিষ্ট প্রবীণ ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়। মোট গ্রাম মিটিং করা হয়েছে ৪০টি ওয়ার্ড মিটিং করা হয়েছে ৮১টি এবং ইউনিয়ন মিটিং করা হয়েছে ০৯টি।

মধ্য চর আমান উল্যাহ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবীণ ওয়ার্ড মিটিং পরিচালিত হচ্ছে	৬নং চর আমান উল্যাহ ইউনিয়ন পরিষদে প্রবীণ ইউনিয়ন মিটিং পরিচালিত হচ্ছে

প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র উদ্বোধন অনুষ্ঠান ঃ

৬নং চর আমান উল্যাহ ইউনিয়নে প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে ছিলেন ৬নং চর আমান উল্যাহ ইউনিয়নের চেয়াম্যান জনাব বেলায়েত হোসেন, ইউপি সদস্যগণ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তি বর্গ ও সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন জনাব এ,এস,এম ইভনুল হাসান ইভেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সুবর্ণচর, নোয়াখালী।

ছবিতে প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন।

ওয়ার্কিং স্টিক ও হুইল চেয়ার বিতরণ:

অসহায় প্রবীণদের যারা স্টিক ছাড়া হাটতে পারেনা,দাঁড়াতে পারেনা তাদের মধ্যে ৩০টি ওর্য়াকিং স্টিক এবং যারা উঠে বসতে পারেনা সারাক্ষন বিছানাই থাকে তাদের মঃধ্য ০২টি হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়।

ওর্য়াকিং স্টিক হুইল চেয়ার বিতরণ করছেন এ,এস,এম ইভনুল হাসান ইভেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সুবর্ণচর, নোয়াখালী ও মোঃ সাইফুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক,সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

বয়স্ক ভাতা ও প্রবীণদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ, প্রবীণ সম্মাননা ও শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা প্রদান:

অসহায় ১০০ জন প্রবীণের মাঝে বয়স্ক ভাতা ও ফলজ,বনজ ঔষধি গাছের চারা ০৫টি করে বিতরণ অনুষ্ঠান, সমাজ সেবা ও সামাজিক কাজের অবদান স্বরুপ ০৩ জন শ্রেষ্ঠ প্রবীণ ও মা-বাবার ভরনপোষন ও চিকিৎসায় অবদানের জন্য ০৩ জন শ্রেষ্ঠ সন্তানদের মাঝে ক্রেষ্ট, সার্টিফিকেট বিতরণ ও আর্থিক সম্মাননা দেওয়া হয়। প্রবীণদের মাঝে বয়স্কভাতা ও ফলজ,বনজ ঔষধি গাছের চারা ০৫টি করে বিতরণ করছেন ইবনুল হাসান (ইবেন), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সুবর্ণচর উপ-জেলা, অধ্যাপক মো: বেলায়েত হোসেন,৬নং চর আমান উল্যাহ ইউনিয়নের চেয়াম্যান, মো: মোনায়েম খাঁন, অধ্যক্ষ সৈকত সরকারী কলেজ ও সভাপতি, কার্যকরী পর্যদ, সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, এডভোকেট ওমর ফারুক, সভাপতি সুবর্ণচর উপজেলা আওয়ামীলীগ ও সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব সাইফুল ইসলাম, ইউপি সদস্য বৃন্দ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

প্রবীণদের মাঝে বয়স্কভাতা ও ফলজ,বনজ ঔষধি গাছের চারা ০৫টি করে বিতরণ করছেন এ,এস,এম ইভনুল হাসান ইভেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সুবর্ণচর উপ-জেলা ও অতিথিবৃন্দ।	শ্রেষ্ঠ প্রবীনদের মাঝে ক্রেষ্ট ও আর্থিক সম্মাননা প্রদান করছেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সুবর্ণচর উপজেলাও অতিথিবৃন্দ।	শ্রেষ্ঠ সন্তানদের মাঝে এককালীন আর্থিক সুবিধা প্রদান করছেন, সংস্থার প্রশাসনিক কর্মকর্তা।

শীতবস্ত্র বিতরণ ও প্রবীণ সৎকার বাবদ অর্থ প্রদান :

অতিদরিদ্র শীতার্থ অসহায় প্রবীনদের মাঝে চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্য অনুযায়ী ৮০ জন প্রবীণের মাঝে ৮০টি কম্বল বিতরন করা হয় এবং প্রবীন মৃত ব্যক্তির সৎকারের মাঝে অর্থ প্রদান করা হয়।চলতি অর্থবছরে ১৪জন প্রবীন ব্যক্তির সৎকার বাবদ ২ হাজার টাকা করে ২৮০০০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে।

শীতবস্ত্র বিতরণ করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সুবর্ণচর, নোয়াখালী ও সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক।	প্রবীন মৃত ব্যক্তির সৎকারের অর্থ প্রদান করছেন ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটির সভাপতি জনাব আবুল বাসার (বসু মেম্বার) ও প্রোগ্রাম অফিসার জনাব বোরহান উদ্দিন।

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ও নবীন প্রবীণ মেলা :

আন্তজার্তিক প্রবীন দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে চর আমানউল্যাহ ইউনিযনে প্রায় ৩০০ জন প্রবীন ব্যক্তির অংশ গ্রহণের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ চত্তরে এক র‍্যালী ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে, উক্ত র‍্যালী ও আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ ইউনিয়ন কমিটি, গ্রাম কমিটি , ওয়ার্ড কমিটির সদস্যগণ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ, চর আমান উল্যাহ ইউনিয়নের ইউপি সদস্যবৃন্দ ও ইউপি সচিব । চর আমান উল্যাহ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে নবীন প্রবীণ মেলায় নানা ও নাতি দলের মধ্যে প্রীতি ফুটবলের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠান সমূহে অংশগ্রহণ করেন এ,এস,এম ইভনুল হাসান ইভেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সুবর্ণচর উপজেলা, অধ্যাপক মো: বেলায়েত হোসেন, ৬নং চর আমান উল্যাহ ইউনিয়নের চেয়াম্যান, মো: মোনায়েম খাঁন, অধ্যক্ষ সৈকত সরকারী কলেজ ও সভাপতি, কার্যকরী পর্যদ, সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, এডভোকেট ওমর ফারুক, সভাপতি সুবর্ণচর উপজেলা আওয়ামীলীগ ও সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব সাইফুল ইসলাম, ইউপি সদস্য বৃন্দ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

প্রবীণ দিবসের র‍্যালী	প্রবীণ দিবসে বক্তব্য রাখছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সুবর্ণচর উপজেলা ।	চর আমান উল্যাহ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে নবীন প্রবীণ মেলায় নানা ও নাতি দলেরমধ্যে প্রীতি ফুটবলম্যাচের আয়োজন করা হয়।

প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রে প্রবীণদের মিলন মেলা ঃ

প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রে প্রবীণরা কেরাম বোর্ড খেলছে।	প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রে প্রবীণরা লুডু খেলছে।	প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রে প্রবীণরা টেলিভিশন দেখে অবসর সময় কাটাচ্ছে।

প্রবীণ আয় বর্ধনমূলক ঋণ ঃ

প্রবীণদের আয়বর্ধনমূলক ওরিয়েন্টেশণের পর তাদের ৮৪জনের মাঝে ২৫লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।বর্তমানে তারা উক্ত ঋণ নিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করতেছে।

প্রবীণ আয়বর্ধন মূলক ঋণ নিয়ে মুদি দোকান করছেন মোঃ আনোয়ার হোসেন, ৯নং ওয়ার্ড, কামার বাজার, চর আমান উল্যাহ ইউনিয়ন।	প্রবীণ আয়বর্ধন মূলক ঋণ নিয়ে মুদি দোকান করছেন আব্দুল আলীম, ৯নং ওয়ার্ড, কামার বাজার, চর আমান উল্যাহ ইউনিয়ন।

অতি দরিদ্র প্রবীণদের মাঝে ত্রাণ বিতরণঃ

কোভিড ১৯ উপলক্ষে ৬নং চর আমান উল্যাহ ইউনিয়নের ৮০জন অতি দরিদ্র পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি প্যাকেটে ছিল চাল-১০কেজি, আলু-২কেজি, ডাল-১কেজি, তৈল-১ লিটার, লবন -১কেজি, সাবান-১টি। পেয়াজ-১ কেজি।

অতিদরিদ্র প্রবীণদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছেন ৬নং চর আমান উল্যাহ ইউনিয়নের চেয়াম্যান।	অতিদরিদ্র প্রবীণদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও সহকারী পরিচালক।

“আনন্দে পড়ি, নৈতিকতায় জীবন গড়ি” শীর্ষক দিশারী কার্যক্রম (৬নং চর আমানউল্যাহ ইউনিয়ন)

"আনন্দে পড়ি' নৈতকতায় জীবন গড়ি" প্রকল্পের মাধ্যমে ৩য়-৫ম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিশুদের শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে উপযুক্ত শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি প্রণয়নের রূপরেখা গৃহীত হয়েছে। এ প্রকল্প থেকে অর্জিত ফলাফল ও প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার আলোকে পিকেএসএফ 'আনন্দে পড়ি, নৈতিকতায় জীবন গড়ি" শীর্ষক একটি দিশারী কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। দিশারী কার্যক্রম এর মাধ্যমে বিদ্যমান ব্যবস্থা বজার রেখে অভিভাবক কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট সকল কমিটি কার্যকর করার মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদেও চারিত্রিক গঠন, সৃজনশীলতা ও নেতৃত্ব বিকাশ ঘটানো সম্ভব হবে। চর আমানুল্যাহ ইউনিয়নের সমৃদ্ধি শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি ১ জানুয়ারী, ২০২০খ্রিঃ থেকে উক্ত দিশারী কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। পিকেএসএফ এর নির্দেশনায় কোভিড-১৯ করোনা মহামারি জনিত পরিবর্তীত পরিস্থিতিতে উক্ত কার্যক্রম ৩০ জুন, ২০২০ সমাপ্ত করা হয়েছে।

অবহিতকরণ সভা ও ওরিয়েন্টেশন ঃ

কার্যক্রমের আওতায় অবহিতকরণ ও ওরিয়েন্টেশণ সভা অর্থবছরে আয়োজন সংখ্যা-০১টি, অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা-৫০জন। অবহিতকরণ ও ওরিয়েন্টেশণ সভায় প্রকল্পে সম্পর্কে অবহিতকরণ ও বাৎসরিক পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়েছে,

সংস্থার সভা কক্ষে অবহিতকরণ ও ওরিয়েন্টেশন সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জনাব এএসএম ইবনুল হাসান ইভেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সুবর্ণচর উপজেলা, নোয়াখালী।

অবহিতকরণ ও ওরিয়েন্টেশন সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য দিচ্ছেন জনাব রেজাউল কবির.উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সুবর্ণচর উপজেলা।

সংস্থার সভা কক্ষে অবহিতকরণ ও ওরিয়েন্টেশন সভায় প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়ে অতিথিবৃন্দেও উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিচ্ছেন মোঃ সাইফুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা।

অবহিতকরণ ও ওরিয়েন্টশন সভায় প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়ে অতিথিবৃন্দের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিচ্ছেন অধ্যাপক মোঃ বেলায়েত হোসেন, চেয়াম্যান, ৬নং চর আমানউল্যাহ ইউনিয়ন।

শিক্ষা উন্নয়ন-কমিটি গঠন ও বার্ষিক পরিকল্পনা সভা ঃ

শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি গঠন ওরিয়েন্টেশণ ও পরিকল্পনা সভা-০১টি। অংশগ্রহণকারী সংখ্যা-৩১জন। শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি গঠনের মাধ্যমে দিশারী কার্যক্রম ইউনিয়নে শিক্ষার হার বৃদ্ধি কি ভাবে করা যাবে তা উন্নয়ন কমিটির পরামর্শ ও গাইডলাইন অনুযায়ী বাস্তবায়ন করার জন্য শিক্ষা কমিটি গঠন করা হয়,

ইউপি কার্যালয়ে শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি গঠন ও বার্ষিক পরিকল্পনা মিটিংয়ে আলোচনা করছেন অধ্যাপক মোঃ বেলায়েত হোসেন, চেয়ারম্যান, ৬নং চর আমানউল্যাহ ইউনিয়ন।	শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি গঠন ও বার্ষিক পরিকল্পন ামিটিংয়ে আলোচনা করছেন জনাব মাস্টার সেকান্দার আলম।

শিক্ষা কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় সভা ঃ

স্থানীয় শিক্ষা কর্মকর্তাদের সংগে মত বিনিময় সভা-০১টি, অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা- ৩০জন। স্থানীয় শিক্ষা কর্মকর্তার সাথে মত বিনিময় সভার আয়োজন করেন শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির সম্মানিত সভাপতি ও ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব অধ্যাপক বেলায়েত হোসেন, তিনি উপজেলা ও স্থানীয় শিক্ষা কর্মকর্তাগণের সাথে ইউনিয়নের সকল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে বাস্তবায়ন ও পরিকল্পনা করা হয়েছে।

ইউপি কার্যালয়ে স্থানীয় শিক্ষা কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় আলোচনা করছেন জনাব রেজাউল কবির, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সুবর্ণচর উপজেলা।	স্থানীয় শিক্ষা কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় আলোচনা করছেন মোঃ সাইফুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা।

লিফট কর্মসূচীর আওতায় " ভেড়া পালন "প্রকল্প

প্রায় দুই দশক সময় ধরে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) বিভিন্ন প্রকল্প ও মূলস্রোত কর্মসূচীর আওতায় প্রাণি সম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম সাফল্যজনকভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। যথোপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাণি সম্পদ সংশ্লিষ্ট অধিক সংখ্যক প্রয়োজনীয় তহবিল সরবরাহ এবং যথাযথ সম্প্রসারণ পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষকের দোরগোড়ায় আধুনিক প্রাণি সম্পদ বিষয়ক প্রযুক্তি গুলো পৌছানোর লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিগত ২৪/৪/২০১৭ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) পরিচালনা পর্ষদের ২০৮ তম সভায় Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT) কর্মসুচির আওতায় " দেশী উন্নত জাতের ও সংকর জাতের ভেড়া পালন ও সংরক্ষন এবং পারিবারিক ও প্রজনন / প্রদর্শনী খামার পর্যায়ে এর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন"প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ বিষয়ক লাগসই প্রযুক্তিসমূহ কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করার সিদ্ধান্তের পরিপেক্ষিতে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থায়" ভেড়া পালন" প্রকল্প অক্টোবর , ২০১৭ ইং হতে শুরু করা হয়। সংস্থা পর্যায়ে একটি ব্রিড়িং খামার স্থাপন করা হয়েছে।

কর্মএলাকার বিবরণ ঃ

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা নোয়াখালী জেলার সূবর্নচর উপজেলার তিনটি ইউনিয়নে লিফট কর্মসূচীর আওতাধীন ভেড়া পালন প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে অক্টোবর /২০১৭ ।

জেলার নাম	উপজেলা নাম	ইউনিয়নের নাম	শাখার নাম	গ্রামের নাম	উপ:ভোগী পরিবার সংখ্যা	উপকারভোগী পরিবারের জনসংখ্যা		
						পুরুষ	মহিলা	মোট
নোয়াখালী	সূবর্ণচর	চরবাটা	চরবাটা	চরবাটা, হাজীপুর, মধ্য চরবাটা, চর নঙ্গোলিয়া, পশ্চিম চরবাটা, হাজীপুর ,চর মজিদ	৭৪	২৪০	২৬১	৫০১
		চর আমানউল্যা	চর আমানউল্যা	সাতাশ দ্রোন, কাটাবুনিয়া, চর আমানউল্যা, বজলুল করিম, **নয়াপাড়া,**	৩৯	৭৮	৮৪	১৬২
		পূর্বচরবাটা	পূর্ব চরবাটা	চর মজিদ,পূর্ব চরবাটা, দঃ চর মজিদ, হাজীপুর	১৫	৩২	৩৬	৮৬
					১২৮	৩৫০	৩৮১	৭৪৯

আধুনিক পদ্ধতিতে ভেড়া পালন প্রর্দশনী ঃ

ভেড়া বাংলাদেশের একটি মাংস উৎপাদনকারী প্রাণী যা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রেখে খামারে ও পারিবারিক ভাবে পালন করা হয়। লিফট কর্মসূচির আওতায় উন্নত পদ্ধতিতে ভেড়াপালন ও ভেড়ার জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে ভেড়ার খামার স্থাপন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবন মান উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

দাসের হাট ব্যাবসায়ী সমিতির সদস্যা জাহিদের ভেড়ার খামার পরিদর্শন করেন সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলম ।

সদস্যা পর্যায় ভেড়ার খামার স্থাপন করার জন্যে খামারের বিভিন্ন উপকরন বিতরন করেন সংস্থার সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ শামছুল হক।

ভেড়ার খামার স্থাপনের মাধ্যমে সুস্থ সবল ও উন্নত জাতের ভেড়া উৎপাদন হবে ফলে অত্র অঞ্চলের মানুষের জন্য উন্নত জাতের ভেড়া প্রাপ্তি সহজতর হবে। ভেড়া পালন করার মাধ্যমে সহজে আর্থিক ভাবে লাভবান হওয়া যায় কারণ একটি ভেড়া জন্মের ৭/৮মাসের মধ্যে মা ভেড়ায় পরিনত হয় এবং বছরে ২বার পর্যন্ত বাচ্চা প্রসব করে। এতে করে খুব সহজেই বংশ বিস্তার ঘটে এবং (পুষ্টি চাহিদা) মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। পর্যায়ক্রমে আমাদের দেশের মাংসের চাহিদা মিটানোর পর বিদেশে রপ্তানি করে অর্থনৈতিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। ফলে দারিদ্রতার হার কমে যাবে এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

স্থানীয় পর্যায় ভেড়ার বাজার পরিদর্শন করেন সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে সদস্য পর্যায় ভেড়ার পি পি আর টিকা প্রদান

সদস্য পর্যায়ে উন্নত জাতের ভেড়া পালন প্রশিক্ষণ ঃ

প্রকল্পের শুরু থেকে সদস্যদের ভেড়া পালন করে জীবন যাএার মান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময় ভেড়া পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ করানো হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ২২৫ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ২০১৯-২০অর্থ বছরে ২৫জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সদস্যরা আধুনিক পদ্ধতিতে স্বাচ্ছন্দে ভেড়া পালন করার মাধ্যমে লাভবান হওয়ায় সকল খামারীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন হয়েছে। এতে করে অত্র অঞ্চলের মানুষের মাঝে বাণিজ্যিক ভাবে ভেড়া পালন করার মানষিকতা সৃষ্টি হয়েছে।

সদস্য পর্যায় খামার ও ঘাস চাষ প্রদর্শনীঃ

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার ভেড়া উন্নয়ন কর্মসূচির কর্ম এরিয়া চরবাটা,পূর্ব চরবাটা ,চর-আমানউল্যাহ শাখার সদস্যদের মাঝে উন্নত পদ্ধতিতে ভেড়া পালণ করার জন্য মডেল হিসাবে সদস্য পর্যায় খামার ও ঘাস চাষ প্রদর্শনী প্রদান করা হয়েছে।প্রকল্পের শুরু হতে এ পর্যন্ত মোট ১৫০ জনকে প্রদর্শনী প্রদান করা হয়েছে । ২০১৯-২০অর্থ বছরে ৪৪ জনকে প্রদর্শনী প্রদান করা হয়েছে । উক্ত প্রদর্শনী দেখে অন্যান্য সদস্যরা উদ্বুদ্ধ। এখন অনেক সদস্যরা উন্নত পদ্ধতিতে ভেড়া পালন শুরু করেন। ফলে অনেক সদস্যরা আর্থিক ভাবে লাভবান হচ্ছেন।

ভেড়া উন্নয়ন প্রশিক্ষণে কথা বলছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব সাইফুল ইসলাম।

ভেড়া উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সদস্য পর্যায় উন্নত পদ্ধতিতে ভেড়া পালন ও ঘাষ চাষ প্রদর্শনী।

সদস্য পর্যায় ভেড়ার খামারে কৃমিনাশক, টিকা ও চিকিৎসা ঃ-

সদস্য পর্যায় ভেড়া রোগ মুক্ত রাখার জন্য বিভিন্ন সময় সদস্যদের মাঝে কৃমির ট্যাবলেট বিতরন করা হয়,কখনও পি পি আর টিকা প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া সর্ব প্রকার রোগের চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। ফলে অত্র অঞ্চলের ভেড়ার মাঝে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। এ কারনে অত্র অঞ্চলে ভেড়া সঠিক সময় বেড়ে ওঠে ও হীটে আসে ফলে সঠিক সময় বাচ্চা প্রসব করে । উক্ত কারনে অত্র অঞ্চলের লোক জনের মাঝে ভেড়া পালন করার আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং অতি দ্রুত আর্থিক ভাবে লাভবান হয়েছেন।

প্রদর্শনী খামারে চিকিৎসা দিচ্ছেন প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা জনাব সাইফুল ইসলম।

প্রদর্শীত খামারের ভেড়ড়ার স্বাস্থ্য নিরিক্ষা করছেন সহকারী টেকনিক্যাল অফিসার আতাউর রহমান।

ভেড়ার ব্রিডিং খামার ঃ-

ভেড়ার পালন শেড ১টি তন্মধ্যে ৩০০ ফুট খামার, স্টোর ও চপিং রুম ঃ-১টি (৩০ফুট*১২ফুট), আইসোলেশন রুম ঃ-১টি (১০ ফুট*১২ফুট) ও
ময়লা নিষ্কাষন ড্রেন -১টি। ভেড়ার জাত গাড়ল , খামারে ভেড়ীর সংখ্যা-৫৩টি ও ভেড়ার সংখ্যাঃ-৯টি মোট ভেড়া ও ভেড়ীর সংখ্যাঃ-৬২টি।

ভেড়ার ব্রিডিং খামারের পরিদর্শন করছেন সংস্থার প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ আসাদুল ইসলাম

সংস্থার ভেড়ার ব্রিডিং খামার

সেন্টারের সন্মুখে চারণ ক্ষেত্রে ভেড়া ঘাস খাচ্ছে।

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়াকর্মসূচি

উন্নয়নকে টেকসই করার জন্য একটি দেশের আর্থ-সামাজিক ও মানবিক সক্ষমতা অর্জন আবশ্যক। মানবিক সক্ষমতা অর্জনের প্রপঞ্চ হলো মানুষের মানসিক ও দৈহিক সক্ষমতার উন্নয়ন ও বিকাশ, যারজন্য সুকুমার বৃত্তি ও ক্রীড়া চর্চার কোন বিকল্প নেই। পরিবার সমাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈতিকশিক্ষা,শুদ্ধাচার চর্চা, সৎ-গুনাবলির বিকাশ, প্রকৃতি ও দেশপ্রেম এবং শুভ চিন্তা-ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষন এর ধারাবাহিক চর্চার উদ্দেশ্যে পিকেএসএফ ও সংস্থার যৌথ অর্থায়নে জুলাই-২০১৭ থেকে কর্মসূচী শুরু হয়। সুস্থ সংস্কৃতি ও ক্রীড়া চর্চার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে মানুষের সুকুমার বৃত্তির চর্চাকে সম্পৃক্ত করে টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনের বহুমাত্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে সংস্কৃতি ও ক্রীড়ামনস্ক সমাজ ও জাতি গঠনের লক্ষ্যে শিশু-কিশোরসহ সমাজের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও সংস্থার যৌথ অর্থায়নে এ যাবৎ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ করোনা মহামারি প্রাদুভাব সময়কালীন বাংলাদেশ সরকারের আইইডিসিআর এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্বাস্থ্যবিধি অনুসরন কওে কর্মসুচী অত্যন্ত সচেতনতার সাথে বাস্তবায়ন করা হয়। কর্মসূচির পরিকল্পনানুযায়ী ৩০ জুন, ২০২০ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচির সফল সমাপ্তী হয়েছে।

মূল্যবোধ উন্নয়ন ও সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড ঃ

গত ২৯-০৮-২০১৯ইং ও ২৫-০৯-২০১৯ইং তারিখে চরবাটা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং চরবাটা মহিলা মড়েল মাদ্রাসায় উক্ত এলাকার মাধ্যমিক পার্যায়ের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শুদ্ধাচার, নেতৃত্বের গুনাবলী ও বিকাশ বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালার সমাজের বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ,বিভিন্ন স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষকমন্ডলী, সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম,সংস্থার সিনিয়র লেভেলের কর্মকর্তাবৃন্দসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় মোট ৩৯৫(২৩০+১৬৫) জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহন করেন।

কর্মশালায় বক্তৃতা রাখছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক

কর্মশালায় বক্তৃতা রাখছেন সংস্থার প্রশাসনিক ম্যেনেজার

কর্মশালায় ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের একাংশ

শারীরিক ও মানসিক বিকাশে ক্রীড়া কর্মকাণ্ড ঃ

গত ২০-০৮-২০২০ইং থেকে ০১-০৯-২০২০ ইং তারিখে সৈকত সরকারী কলেজ মাঠে মাধ্যমিক পর্যায়ে আন্ত:স্কুল ফুটবল,কাবাডি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ফুটবল প্রতিযোগিতায় ১২টি ও কাবাড়ি প্রতিযোগিতায় ৮টি মোট ২৪টি প্রতিষ্ঠানে ছাত্র নিয়ে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ফুটবল প্রতিযোগিতায় ১২টি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ২১৬জন ছাত্র অংশগ্রহনের মাধ্যমে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আক্তার মিয়ার হাট উচ্চ বিদ্যালয় এবং রানার্স-আপ হয়েছে হাজী মোশারেফ হোসেন উচ্চ বিদ্যালয়। কবাডি প্রতিযোগিতায় ৮টি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ৮০ জন ছাত্রের অংশগ্রহনের মাধ্যমে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আক্তার মিয়ার হাট উচ্চ বিদ্যালয় এবং রানার্স-আপ হয়েছে চরবাটা খাসের হাট উচ্চ বিদ্যালয় ।

আন্তঃস্কুল কাবাডি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ কারীর একআংশ।

আন্তঃস্কুল কাবাডি প্রতিযোগিতায় পুরুষ্কার বিতরণ করছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব এ,এস,এম ইভনুল হাসান ইভেন,

আন্তঃস্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আক্তার মিয়ার হাট উচ্চ বিদ্যালয়

স্কুল ভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ঃ

গত ২৩-০১-২০২০ইং,২৫-০১-২০২০ইং,২৭-০১-২০২০ তারিখে মাধ্যমিক পর্যায়ে স্কুল ভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ৩টি স্কুলে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, সেগুলো হলো,(এস,ই,এস,ডি,পি মড়েল উচ্চ বিদ্যালয়,শহীদ জয়নাল আবেদিন মড়েল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, কেরামতফুর এম,এস উচ্চ বিদ্যালয়) প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ইভেন্ট যেমন,দৌড়,উচ্চ ও দীর্ঘ লাপ,বেত লাফা,মারবেল দৌড়,অংক দৌড়,স্মৃতি পরিক্ষা,কাঠি কুডানো ইত্যাদি হয় মোট প্রতিযোগির সংখ্যা ছাত্র ১৯২ ও ছাত্রী ২০১ জন।

মেয়েদের কাঠি কুড়ানো	ছেলেদের উচ্চ লাফ	মেয়েদের বেত লাফা

নবীন-প্রবীণ মেলা: গত ১৯-১২-২০২০ইং তারিখে চর আমানুল্যাহ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে সুবর্ণচর উপজেলা নবীন-প্রবীণ মেলার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জনাব এ.এস,এম ইভনুল হাসান ইভেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার। নবীন ও প্রবীণদের সমাগমে প্রীতি ফুটবল, কেরাম, হাড়ি-ভাঙ্গা, চেয়ার খেলা, যেমন খুশি তেমন সাজ, রশি টানা-টানি, ও লাঠি খেলা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

পুরস্কার বিতরণ করছেন এ.এস,এম ইভনুল হাসান ইভেন, (উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুবর্নচর)	নবীন ও প্রবীনদের সমাগমে নানা নাতির ফুটবল প্রতিযোগিতা	নবীন ও প্রবীনদের হাড়ি-ভাঙ্গা প্রতিযোগিতা

প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ ইভনুল হাসান ইভেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার,জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম,নির্বাহী পরিচালক,সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগন ও বিভিন্ন স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক,সমাজের গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগন।

সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চা ও উন্নয়ন বিষয়ক কর্মকাণ্ড ঃ

গত ২৬-০৯-২০২০ ইং ও ২৯-০৯-২০২০ইং এবং ৩-১১-২০২০ ইং তারিখে মাধ্যমিক পর্যায়ে স্কুল ভিত্তিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রতিযোগিতা ৩টি স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। স্কুল গুলো হল, লর্ড-লিওনার্ড চেশায়ার উচ্চ বিদ্যালয়,চর ক্লার্ক উচ্চ বিদ্যালয় এবং নোয়াখালী পৌর কল্যান উচ্চ বিদ্যালয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ইভেন্ট যেমন,কবিতা আবৃত্তি,গান,উপস্থিত বক্তিতা,শুদ্ধ ভাবে জাতীয় সঙ্গিত ইত্যাদি উক্ত ৩টি প্রতিযোগিতায় ১৫৭ জন ছাত্রী ও ১৮১ জন ছাত্র অংশ গ্রহন করেন।

পুরুষ্কার বিতরণ করছেন স্কুলের শিক্ষক বৃন্দ	পুরুষ্কার বিতরণ করছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সংস্থার প্রশাসনিক ম্যানেজার	প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারীরা

দেয়ালিকা প্রতিযোগিতা ঃ

বিগত ২১, ২২ ও ২৩শে ফেব্রুয়ারি সুবর্ণ বই মেলা ও বিজ্ঞান, কৃষি ও প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনী মেলা ও আন্তঃস্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং সুবর্ণচর দেয়ালিকার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুভ-উদ্বোধন করেন জনাব এ.এস,এম ইভনুল হাসান ইভেন,উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুবর্ণচর উপজেলা ও জনাব সাইফুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা। প্রতিযোগিতা শেষে অতিথিরা অংশগ্রহণকরীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেণ।

অতিথি বৃন্দরা দেয়ালিকা পরিদর্শন করেন	পুরস্কার বিতরণ করছেন এ.এস,এম ইভনুল হাসান ইভেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুবর্নচর।	জনাব সাইফুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা।

কৈশোর কর্মসূচি

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা বর্তমানে মানব-মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় মানবকেন্দ্রিক বহুমাত্রিক ও সমন্বিত সেবাদি প্রদানের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এ ধারাবাহিকতায় সংস্থার অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় কিশোর-কিশোরীদের জন্য **কৈশর কর্মসূচি (Programme for Adolescents) জুলাই ২০১৯ হতে 'কৈশোর কর্মসূচি' মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়ন** কাজ শুরু হয়। সরকারি তথ্য মতে বর্তমানে দেশে ৩.৬০ কোটির বেশি কিশোর-কিশোরী রয়েছে, যা মোট জনসংখ্যার ২১ শতাংশ। আজকের কিশোর আগামী দিনের দেশ ও সমাজ পরিচালনায় নেতৃত্ব দিবে। দেশে চলমান 'জনমিতিক লভ্যাংশ'র সুফল পেতে কিশোর-কিশোরীদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করার পাশাপাশি উন্নত মূল্যবোধ সম্পন্ন ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে গড়ে তোলা আবশ্যক। **'তারুণ্যে বিনিয়োগ টেকসই উন্নয়ন'**-এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে কর্মসূচিটি গৃহীত হয়েছে। ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের সমাপ্তীকরণের ক্ষেত্রে পিকেএসএফ এর নির্দেশনানুযায়ী 'উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাবগুলো**'কৈশোর কর্মসূচি**'র আওতায় পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

৩১ টি কিশোর কিশোরী ক্লাব গঠন, ২৫টি স্কুল ফোরাম গঠন ও ৬২০০ উপকারভোগী সদস্যদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ চর্চা ও প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক বৈঠক/সভা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন বিষয়ক সচেতনতা কার্যক্রম, বাল্যবিবাহ, যৌন হয়রানি, নারী ও শিশু নির্যাতন ও যৌতুক রোধ কার্যক্রম, মাদক, দুর্নীতি ও জঙ্গীবাদ বিরোধী কার্যক্রম ও পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।

নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলার চরবাটা, পূর্বচরবাটা, চরআমানউল্যা, চরওয়াপদা, চরক্লার্ক, মোহাম্মদপুর ইউনিয়ন এবং হাতিয়া উপজেলার হরণী ও চানন্দী ইউনিয়নে কর্মসূচির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ :

- কিশোর-কিশোরীদেরকে সৎ গুনাবলী অর্জন,সত্যবাদিতার চর্চা,নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন সুসভ্য মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার পাশাপাশি শুভবুদ্ধি, উন্নত বিজ্ঞানবোধ লালন এবং প্রগতিশীলতায় চর্চায় উৎসাহ প্রদান করা।
- উগ্রতা,অশ্লীলতা,অশুভ ও নেতিবাচক কাজ,অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনৈতিক কর্মকান্ড এবং সামাজিক অপরাধ ও অবক্ষয়সমূহের প্রতি কিশোর-কিশোরীদেরকে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির পাশাপাশি উন্নত জীবন শৈলী তৈরিতে উদ্বুদ্ধ করা;
- কিশোর-কিশোরীদের মনন ও সুকুমার বৃত্তির উন্নয়ন ঘটানো,ধর্মীয় মূল্যবোধর অনুশীলন,দেশজ সংস্কৃতি চর্চা এবং শারীরিক গঠনে দেশীয় খেলাধুলার চর্চায় উৎসাহিত করা।
- মানসিক চাপমুক্ত ও আনন্দময় শিক্ষার পাশাপাশি তাদের জন্য পারিবারিক ও সামাজিক সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করা যাতে একটি বৈষম্য ও নিপীড়নমুক্ত সুন্দর দেশ গঠনে তারা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।
- কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের জনসাধারণের মধ্যে নিজেদের উদ্যোগে একই ধরনের কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য উৎসাহ সৃষ্টি এবং তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।

কর্মসূচির অবহিতকরন সভা ঃ

চলতি অর্থ বছরে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহায়তায় সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত কৈশোর কর্মসূচি-২০১৯ সকল স্কুল ফেরামের শিক্ষক ও সকল কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সভাপতি,সেক্রেটারীদের নিয়ে পল্লীকম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক জনাব এ,এইচ,এম,আব্দুল কাইয়ুম কৈশোর কর্মসূচির অবহিত করন সভা করেন। তিনি স্কুল ফেরামের শিক্ষক ও ক্লাবের সভাপতি,সেক্রেটারীদের বিভিন্ন মতামত নেয় ও কৈশোর কর্মসূচির কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করেন এবং কিভাবে কৈশোর কর্মসূচির কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে তা সকলকে অবহিত করেন। পরিশেষে সকলে কৈশোর কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য শপথ বাক্য পাঠের মাধ্যমে অবহিত করণ সভা সমাপ্তি করেন।

কৈশোর কর্মসূচির সকল স্কুল ফেরামের শিক্ষক ও সকল কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সভাপতি, সেক্রেটারীদের উদ্দেশ্যে মূল্যবান মতামত দিচ্ছেন জনাব এ,এইচ,এম,আব্দুল কাইয়ুম মহাব্যবস্থাপক,পল্লী-কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।	কৈশোর কর্মসূচির সকল স্কুল ফেরামের শিক্ষক ও সকল কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সভাপতি ও সেক্রেটারীদের উদ্দেশ্যে মূল্যবান মতামত দিচ্ছেন জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা।

মূল্যবোধ উন্নয়ন ও সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মকান্ড ঃ

এ অর্থ বছরে বিভিন্ন মূল্যবোধ উন্নয়ন ও সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মকান্ড সংগঠিত হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে এসব কর্মকান্ড হয়েছে, যেমন- ১.বাল্যবিবাহ ও শিশু নির্যাতন আলোচনা সভা ২.পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয় আলোচনা সভা ৩.যৌতুক ও মাদক বিরোধী আন্দোলন।

বাল্যবিবাহ ও শিশু নির্যাতন নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন জনাব হান্নান মোল্যা (প্রশাসনিক ম্যানেজার)	**পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়ে কথা বলছেন এলাকার মেম্বার**	**যৌতুক ও মাদক বিরধী আন্দোলন নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তি**

স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক কর্মকান্ড ঃ

এ অর্থ বছরে ৫৩ টি স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক কর্মকান্ড (ব্লাড গ্রুপিং) সম্পূর্ণ হয়। এর মধ্যে সুবর্ণচর উপজেলার চর-আমানুল্লাহ ইউনিয়নে-২টি, চরবাটা ইউনিয়ন-১০টি, চরজব্বার ইউনিয়ন-২টি, চরজুবলী ইউনিয়ন-৩টি, চর-ওয়াপদা ইউনিয়ন-২টি,পূর্ব-চরবাটা ইউনিয়ন-৬টি, চরক্লার্ক ইউনিয়ন-১৩টি, মোহাম্মদপুর ইউনিয়ন-১১টি ও হাতিয়া উপজেলার হরণী ইউনিয়ন-২টি এবং চানন্দি ইউনিয়ন-২টি। কিশোর ও কিশোরী ক্লাবে এবং স্কুল ফোরামে স্বাস্থ্যসেবা কর্মকান্ড(ব্লাড গ্রুপিং) সংগঠিত হয়।

SESDP উচ্চ বিদ্যালয়ে ব্লাড গ্রুপিং করা হচ্ছে	**বাঁশখালী কিশোরী ক্লাবেব্লাড গ্রুপিং করা হচ্ছে**	**চর বজলুল করিম কিশোরী ক্লাবে ব্লাড গ্রুপিং করা হচ্ছে**

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকান্ড ঃ চলতি অর্থ বছরে কিশোর ও কিশোরী ক্লাব এবং স্কুল ফোরামে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকান্ড সংগঠিত হয়েছে। এ সব কর্মকান্ডের মধ্যে দেয়ালিকা,উপস্থিত বক্তিতা,গান,আবৃত্তি ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মাষ্টার পাড়া কিশোরী ক্লাবে, ভারসাম্য দৌড় প্রতিযোগিতা	চর-তোরাব আলী কিশোরী ক্লাবে হাঁড়ি ভাঙ্গা প্রতিযোগিতা	মধ্য চরবাটা কিশোরী ক্লাবে দেশাত্ত্ববোধক গান প্রতিযোগিতা

করোনা কালীন সময়ে বিভিন্ন ক্লাবে ত্রান বিতরণ ঃ

মাস্টার পাড়া ও মধ্যচরবাটা কিশোরী ক্লাব ঃ পল্লী-কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহায়তায় সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত কৈশোর কর্মসুচি-২০২০ আওতায় ২নং চরবাটা ইউনিয়নের মাস্টার পাড়া ও মধ্য চরবাটা কিশোরী ক্লাব,যখন চারিদিকে লকডাউন,তখন ধাপে-ধাপে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়। এমন অবস্থায়, গ্রামের খেটে-খাওয়া ও অসহায় মানুষগুলো চরম দূর্দশার সম্মুখীন হয়। যদিও সরকার এলাকা ভিত্তিক ত্রান বিতরণ করেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক সরকারের এসব সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। মাস্টার পাড়া কিশোরী ক্লাব ও মধ্য চরবাটা কিশোরী ক্লাবের ১১ জন কমিটির সদস্য তাদের এলাকা থেকে সুবিধা বঞ্চিত মোট ১১ জনের তালিকা তৈরি করে। এদের মধ্যে সবাই অসহায় দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষ। ক্লাবের সদস্যরা তাদের মাসিক চাঁদার টাকা দিয়ে গত ১৯/০৫/২০২০ইং ও ২০/৫/২০২০ইং তারিখে কিছু ত্রানের ব্যবস্থা করে। ত্রাণ হিসেবে প্রতিজনকে চাল-৫কেজি,ডাল-১কেজি,তেল-১কেজি,আলু-২কেজি,পেঁয়াজ-১কেজি,চিনি-১কেজি,সেমাই-২প্যাকেট,দুধ-২প্যাকেট,সাবান- ১টি ও লবণ-১কেজি দেওয়া হয়।

অসহায়-দূঃস্থ মানুষের একাংশ(যারা ত্রান পেয়েছেন)	মাস্টার পাড়া কিশোরী ক্লাবে কিশোরীরা ত্রান বিতরণ করছেন	মধ্য চরবাটা কিশোরী ক্লাবে কিশোরীরা ত্রান বিতরণ করছেন

মধ্য কেরামতপুর,আদর্শগ্রাম কিশোর ক্লাব ও চর তোরাবআলী কিশোরী ক্লাব ঃ

পল্লী-কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহায়তায় সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত কৈশোর কর্মসুচি-২০২০ আওতায় ক্লার্ক ইউনিয়ন ও মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের মধ্য কেরামতপুর,আদর্শগ্রাম কিশোর ক্লাব ও চর তোরাবআলী কিশোরী ক্লাবের ১১ জন কমিটির সদস্যরা তাদের এলাকা থেকে সুবিধা বঞ্চিত মোট ৬ জনের তালিকা তৈরি করে। ক্লাবের সদস্যরা তাদের মাসিক চাঁদার টাকা দিয়ে গত ১৯/০৫/২০২০ইং তারিখে কিছু ত্রানের ব্যবস্থা করে। ত্রাণ হিসেবে প্রতিজনকে লাচ্চা সেমাই-১কেজি,হাজী সেমাই-১কেজি,চিনি-১কেজি,দুধ-২প্যাকেট, সাকু-৫০০ গ্রাম,নুডুলস-২প্যাকেট,চুটকি পিঠা-৫০০ গ্রাম,নাস্তার মশলা-১০০গ্রাম ও সাবান- ১টি বিতরণ করা হয়।

মধ্য কেরামতপুর কিশোর ক্লাবে ত্রান বিতরণ করছে	আদর্শগ্রাম কিশোর ক্লাবে ত্রান বিতরণ করছে	চর তোরাবআলী কিশোরী ক্লাবেকিশোরীরা ত্রান বিতরণ করছেন

১২নং সিবি,চর-মজিদ ও পূর্ব-রসূলপুর কিশোরী ক্লাব ঃ পল্লী-কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহায়তায় সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত কৈশোর কর্মসূচি-২০২০ আওতায় ১২নং সিবি,চর-মজিদ ও পূর্ব-রসূলপুর কিশোরী ক্লাবের ১১ জন কমিটির সদস্যরা তাদের এলাকা থেকে সুবিধা বঞ্চিত মোট ১৩ জনের তালিকা তৈরি করে। ক্লাবের সদস্যরা তাদের মাসিক চাঁদার টাকা দিয়ে গত ০৫/২২/২০২০ইং তারিখে কিছু ত্রানের ব্যবস্থা করে। ত্রাণ হিসেবে প্রতিজনকে চাউল-১০কেজি,আলু-৩কেজি,মুশারীর ডাল-১কেজি,পেয়াজ-৫০০গ্রাম,তৈল-১কেজি লাচ্চা সেমাই-১কেজি,হাজী সেমাই-১কেজি,চিনি-১কেজি,দুধ-২প্যাকেট, সাকু-৫০০ গ্রাম,নুডুলস-২প্যাকেট,মশলা-২০০গ্রাম ও সাবান- ১টি বিতরণ করা হয়। তাছাড়া প্রতিটি কিশোরী ক্লাবের কমিটির ১১ জন সদস্যরা সুবিধা বঞ্চিত,বিধবা,অসহায়,পঙ্গু এসব ধরনের ৩১ জন লোকের তালিকা তৈরী করে,পরবর্তীতে তারা নিজ নিজ ওয়ার্ড মেম্বার ও ইউনিয়ন চেয়ারম্যান এর সাথে কথা বলে সরকারি ত্রানের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

পূর্ব-রসূলপুর কিশোরী ক্লাবে কিশোরীরা ত্রান বিতরণ করছেন	কিশোরীরা অসহায় মানুষদের মাঝে ত্রান বিতরণ করছেন	চর-মজিদ কিশোরী ক্লাবে কিশোরীরা ত্রান বিত করছেন

টিপিটাপ তৈরী ও ব্যবহার সচেতনতা সৃষ্টি ঃ

যখন পুরা পৃথিবীতে কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস আক্রান্ত করছে তখন পল্লী-কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহায়তায় সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত কৈশোর কর্মসূচির সদস্যরা মানুষের বাড়ি, বাড়ি গিয়ে মানুষদের সচেতন করছে,কিভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা যায় ও কম খরচে টিপিটাপের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ-বালাই থেকে মুক্ত থাকা যায় এবং কম খরচে কিভাবে টিপিটাপ তৈরী করতে হয় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

পূর্ব-রসূলপুর কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে দেখাচ্ছে কম খরছে কিভাবে টিপিটাপ ব্যবহার করতে হয়।	চর তোরাবআলী কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা কিভাবে টিপিটাপ ব্যবহার করতে হয় তা দেখাচ্ছে।	মধ্য চরবাটা কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা কিভাবে টিপিটাপ ব্যবহার করতে হয় তা দেখাচ্ছে।

সাগরিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টার কার্যক্রম
রেজিঃনং-১০৬৫৯

চরাঞ্চলের দরিদ্র সাধারণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উন্নয়ন, মা ও শিশু স্বাস্থ্যের যত্ন নিরাপদ মাতৃত্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধিরোধ কল্পে সাগরিকা ১৯৯৩ সালে দাতা সংস্থা অক্সফাম এর আর্থিক সহযোগিতায় ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতালের কমিউনিটি হেলথ ইউনিটের সহায়তায় সাগরিকা কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিকনামে এটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যার ধারাবাহিকতায় ২০১১ সনে সংস্থার ঋণ কর্মসূচীর আওতায় পরিচালিত হয়ে নতুন করে ডায়াগনস্টিক সেবা যোগ করে কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক নাম পরিবর্তন করে সাগরিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টার রাখা হয়।সংস্থা ইহার সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচির পাশাপাশি ক্লিনিকের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে স্বল্প পরিসরে বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও সংস্থার নিজস্ব আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে অভিজ্ঞ ডাক্তার ও প্যারামেডিকের সহযোগিতা নিয়ে ক্লিনিকাল সেবা ও কমিউনিটি পর্যায়ে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসিতেছে। চিকিৎসা সেবার পাশাপাশিরোগ নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরিক্ষা (রক্তের পরীক্ষা, আল্ট্রাসনোগ্রাফী, ইসিজি, নেবুলাইজেশান, অক্সিজেন সরবরাহ ইত্যাদি) স্বল্পমূল্যে করা হয়।এ ছাড়া ও করোনাকালীন সময়ে সচেতনতা মুলক প্রচারনা, লিফলেট বিতরণ করা হয়। প্যারামেডিক সেবার মাধ্যমে করোনা আক্রান্ত রুগীদের চিকিৎসা প্রদান ও নিয়মিত ফলোআপ করা হয়।

স্বাস্থ্য সেবার ধরন ও অভিষ্ট উপকারভোগীঃ

ক্রমিক নং	সেবা গ্রহণকারী উপকারভোগী শ্রেণী	সেবা সমূহ
০১	শিশু(নবজাতক শিশু ও দুগ্ধপানকারী শিশু)	শিশুর শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমন, নিউমোনিয়া, জন্ডিস, সর্দি কাশি ও জ্বর, তীব্র কানের সংক্রমন, মুখের ঘা, ডায়রিয়া, আমাশয়, শিশুর প্রতিরোধযোগ্য রোগের টীকা ও অপুষ্টি
০২	মহিলা (জরায়ু সমস্যা, গর্ভধারন ও পরিচর্যা, প্রসব ইত্যাদি সহ মহিলাদের অন্যান্য সমস্যা)	প্রজনন তন্ত্রের সংক্রমন, যৌন বাহিতরোগের চিকিৎসা সেবা, পরিবার পরিকল্পনা প্রতিরোধযোগ্য রোগের টিকা প্রসব কালীন স্বাস্থ্যসেবা, প্রসবত্তর ও প্রসব পরবর্তী সেবা।
০৩	বৃদ্ধ/বৃদ্ধা(মেডিসিন,ডায়াবেটিস ও বক্ষব্যাধি সমস্যা)	বাত ব্যাথা,শ্বাসকষ্ট,পোষ্ট ম্যানুপোজাল সিন্ড্রম,উচ্চ রক্তচাপ,ডায়াবেটিস ইত্যাদি।

প্যাথলজি সেবার ধরন ও অভিষ্ট উপকারভোগী ঃ

ক্রমিক	সেবা সমূহ	সেবা গ্রহণকারী উপকারভোগী শ্রেণী
০১	রঙ্গিন আল্ট্রাসনোগ্রাফী	গর্ভবতী মায়ের গর্ভ চেকআপ, জরায়ু সমস্যা, লিভারের সমস্যা, কিডনী সমস্যা।
০২	ই.সি.জি	হার্টের সমস্যা নির্ণয়
০৩	রক্ত পরীক্ষা	রক্তস্বল্পতা, জন্ডিস, টাইফয়েড় জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, ডায়াবেটিস, গ্যাস্টিক আলসার, যৌনবাহিত রোগ, বাতব্যাথা, চর্বি জাতীয়, এলার্জি, কিডনী সমস্যা,
০৪	প্রস্রাব পরীক্ষা	প্রস্রাবে ইনফেকশন, প্রস্রাবে ডায়াবেটিস, এ্যালবুমিন, গর্ভ টেস্ট

০৫	প্রতিরোধযোগ্য ভ্যাকসিন	হেপাটাইটিস ভাইরাস, র‍্যাবিক্স ভাইরাস ও টিটেনাস ভ্যাকসিন।

ডাঃ সুমা রানী কর শিশু রোগীকে বুক পরিক্ষা করছেন।

একজন গর্ভবতী মায়ের আল্ট্রা করছেন

ডক্টর্স চেম্বার কার্যক্রম :

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা সংস্থার সমিতির সদস্যসহ সমাজের দরিদ্র ও হতদরিদ্র রুগীদের স্বাস্থ্যকার্ড সেবার মাধ্যমে নূন্যতম ফি প্রদান সাপেক্ষে চিকিৎসা প্রদান করা হয়।বাৎসরিক স্বাস্থ্যকার্ডফি (সদস্য পরিবার) ১০০ টাকা ও স্বাস্থ্যকার্ড ছাড়া প্রতি জন ১৫০ টাকা টোকেন ফি প্রদান করেবিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এর চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া অন্যান্য সকল ধরনের সেবা যেমন প্যাথলজী, আল্ট্রাসনোগ্রাফী ও ই.সি.জি সহ অন্যান্যপরীক্ষা নিরীক্ষা সমূহ ৫০% ছাড় মূল্যে করা হয়। তাই গ্রামের অতি গরীব ও অসহায় মানুষ সহজলভ্যে চিকিৎসা সেবা নিতে পারে। সপ্তাহের প্রত্যেক শনিবার বিকাল ৩টা হইতে ৫টা পর্যন্ত এবং প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বিকাল ২ টা হইতে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত চেম্বারেবিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগন রুগী দেখেন। । এছাড়াও ক্লিনিকে ও পরিবা্র পর্যায়ে প্রতিদিন দুই জন প্যারামেডিক ডাক্তার নিয়মিত প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করে আসছে। ডায়াগনষ্টিক সেন্টারে ২০১৯-২০২০ইং অর্থবছরে গাইনী রোগী-১৫৩৬ জন, মেডিসিন ও ডায়াবেটিস রোগী-২৭৯ জন এবং অন্যান্য রোগের রোগী ৮৩ জন রোগীকে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।

শিশু রোগীর জ্বর পরীক্ষা করছেন ও একজন বয়স্ক মায়ের বুক পরীক্ষা করছেন ডাঃ মাহমুদা ইয়াছমিন জিনাত।

হার্টের সমস্যাজনিত রোগীদের ই.সি.জি পরীক্ষার মাধ্যমে হার্টের রোগ নির্ণয় করে রোগীদের সু-চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া সদস্য পরিবারের সদস্যগণ ও বাহিরর গরীব এবং অসহায় রোগীরা কম খরচে এখন এই ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষা করার সুবিধা পাচ্ছে।

ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ল্যাবরেটরিতে রক্ত পরীক্ষা দ্বারা জন্ডিস, টাইফয়েড় জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, রক্তস্বল্পতা, ডায়াবেটিস, গ্যাস্টিক আলসার, যৌনবাহিত রোগ, বাতব্যাথা, চর্বি জাতীয়, এলার্জি, কিডনী সমস্যা নির্ভুল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সঠিক রোগ নির্ণয় হয়। এছাড়া প্রস্রাব পরীক্ষা করে প্রস্রাবে ইনফেকশন, প্রস্রাবে ডায়াবেটিস, এ্যালবুমিন এবং কফ টেস্ট বা পরীক্ষা করে সঠিক রোগ নির্ণয় হচ্ছে। শ্বাসকষ্টজনিত রোগীদের নেবুলাইজেশনের ব্যবস্থা রয়েছে। অত্যন্ত অল্পখরচে এই সকল সেবা সমূহ দেয়া হচ্ছে। মরণব্যাধি রোগ হেপাটাইটিস বি ভাইরাস টেস্ট করে স্বল্পখরচে ভ্যাকসিন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ডায়াগনস্টিক সেন্টারে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়ের অধিনে ই.পি.আই টিকাদান কর্মসূচি ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে অত্র এলাকায় মহিলাদের প্রতিরোধক টিটেনাস এবং বাচ্চাদের সকল প্রকার টিকা নিয়ে মানুষ বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি পাচ্ছে।এখানে মহিলা দ্বারা টিকা নেয়ার বিশেষ সুবিধা রয়েছে।

সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের রক্তের পরীক্ষার জন্য নমুনা নিচ্ছেন মেডিকেল টেকনিশিয়ান	ব্লাড গ্রুপ নির্ণয়, ডায়াবেটিস নির্ণয়, ব্লাড প্রেশার এবং শারীরিক ওজন পরিমাপের সেবা প্রদান করা হচ্ছে।	সাগরিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে শিশুর টিকা কার্যক্রম ।

ডায়াগনস্টিক সেন্টার বা ক্লিনিকেল পর্যায়ে পরিচালিত কোভিড-১৯ করোনাভাইরাস প্রদুর্ভাব জনিত সেবা সমূহ:

কোভিড-১৯ করোনাভাইরাস প্রদুর্ভাব জনিত লকডাউন চলাকালীন ২ জন প্যারামেডিক স্বাস্থ্য কর্মকর্তা দ্বারা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম চলমান রাখা হয়। বর্তমানে লকডাউনোত্তর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এম.বি.বি.এস ডাক্তার দ্বারা স্বাস্থ্য সেবা চলমান আছে।

- ❖ কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাসের সচেতনতা বৃদ্ধিতে এলাকা ভিত্তিক প্রচারনা ও লিফলেট বিতরণ করা হয়।
- ❖ কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব কমাতে ওয়াশ কর্নার এবং স্প্রে চলমান আছে।
- ❖ এছাড়াও সাপ্তাহিক চেম্বার এর সময় আগত রোগিদেরকে কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাসের সচেতনতা মুলক পরামর্শ প্রদান চলমান আছে।
- ❖ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীকে জরুরী প্রয়োজনে অক্সিজেন সরবরাহ করা হয়।
- ❖ ডায়াগনস্টিক সেন্টার এর পক্ষ থেকে করোনা আক্রান্ত রোগীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করা হয়।

করোনাকালীন সময়ে রোগীর বুক পরীক্ষা করছেন প্যারামেডিক ফয়সাল আহমদ	করোনাকালীন সময়ে রোগীর জ্বর পরীক্ষা করছেন প্যারামেডিক আরাফাত রহমান।

স্বাস্থ্য সুরাক্ষা সমূহঃ

ক্লিনিকে প্রবেশ পূর্বে রোগী হাত জীবানুমূক্ত করছেন।	ক্লিনিকে প্রবেশ পূর্বে রোগীকে জীকানু নাশক স্প্রে করা হচ্ছে।	বাজার ভিত্তিক জীবানুনাশক স্প্রে করা হচ্ছে।

শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচি:

২০১২ সন থেকে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় এবং সংস্থার মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচির আওতায় ২০১৩ সন থেকে সমিতির সদস্যভূক্ত দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচি শুরু হয়। এই কর্মসূচির মাধ্যমে সংস্থার সদস্যভূক্ত দরিদ্র পরিবারের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অর্জনে সহায়তা হচ্ছে। পিকেএসএফ ও সংস্থার শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচির তথ্য পৃথকভাবে নিম্নে বর্ণনা করা হল।

ঙ

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচীর আওতায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ২০১৯ বর্ষের বৃত্তির অর্থের চেক বিতরণ উদ্বোধন করছেন প্রধান অতিথি জনাব তন্ময় দাস, জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী। পাশে রয়েছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব সাইফুল ইসলাম। একজন বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রীর হাতে শিক্ষাবৃত্তির চেক তুলে দিচ্ছেন।

প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক মহোদয় জনাব তন্ময় দাস সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদানের পর বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তির চেক বিতরণ করছেন সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব সাইফুল ইসলাম।

পিকেএসএফ শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় প্রাপ্ত শিক্ষাবৃত্তির তথ্যঃ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় ২০১২ সন থেকে সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত ঋণ কর্মসূচির উপকারভোগী অতিদরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছেলে-মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করছে। ২০১৯ সনে এসএসসি উত্তীর্ণ জিপিএ-৪.০০ থেকে জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ও এইচএসসি ২য় বর্ষে উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রতিজন ১২ হাজার টাকা করে শিক্ষাবৃত্তি'র চেক প্রদান করা হয়েছে। পিকেএসএফ থেকে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত বৃত্তির তথ্য নিম্নের সারণীতে প্রদান করা হল।

ক্রমিক	শিক্ষার স্তর	এ বছরে প্রদত্ত বৃত্তির তথ্য				শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিভূত		মন্তব্য
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট ছাত্র-ছাত্রী	বৃত্তির মোট অর্থ	মোট ছাত্র-ছাত্রী	বৃত্তির মোট অর্থ	
১	এসএসসি/সমমান	১৯	২৩	৪২	৫০৪০০০	২৯২	৩৮৯১০০০	
২	এইচএসসি ২ বর্ষে উত্তীর্ণ ও অধ্যয়নরত	২৪	১৮	৪২	৫০৪০০০	১৭১	২৩২২০০০	
৩	এইচএসসি উত্তীর্ণ ও পরবর্তী শ্রেণীতে অধ্যয়নরত	-	-	-	-	৪	৬০০০০	
	মোট	৪৩	৪১	৮৪	১০০৮০০০	৪৬৭	৬২৭৩০০০	

সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত পিকেএসএফ শিক্ষাবৃত্তি বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি সুবর্ণচর উপজেলার সুযোগ্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার করোনা যৌদ্ধা জনাব এ,এস,এম ইবনুল হাসান ইভেন ।

সংস্থার নির্বাহী পর্ষদের সভাপতি ও সৈকত সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মো: মোনায়েম খান শিক্ষাবৃত্তি বিতরণ অনুষ্ঠানের সভাপতির ও সভার সমাপণি বক্তব্য রাখছেন।

শিক্ষাবৃত্তি বিতরণ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক সংস্থার সুবর্ণচর উপজেলাস্থ প্রধান কার্যালয়ে ২০১৯ সালের পিকেএসএফ শিক্ষাবৃত্তির চেক বিতরণ করছেন প্রধান অতিথি সুবর্ণচর উপজেলার নির্বাহী অফিসার, সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, সহকারী পরিচালক ও সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ।

দাগনভূঞা শাখায় মেয়র প্রতিনিধি পৌর কমিশনার জনাব মো: হানিপ উদ্দিন শিক্ষার্থী খাতনে জান্নাত রজনী'র হাতে শিক্ষাবৃত্তির চেক তুলে দিচ্ছেন।	লেমুয়াবাজার শাখায় শিক্ষার্থী আলী আকবর মামুন এর হাতে শিক্ষাবৃত্তির চেক তুলে দিচ্ছেন ইউপি চেয়ারম্যান জনাব মো: নাছিম চৌধুরী	ফেনী শাখায় ইউপি চেয়ারম্যান জনাব বাহার চৌধুরী শিক্ষার্থী নারগীস সুলতানা'র হাতে শিক্ষাবৃত্তির চেক তুলে দিচ্ছেন।

মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচি :

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ১৯৮৯ থেকে অক্সফাম-জিবি এর অনুদানে স্বল্প আকারে মৌসুম ভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি দিয়ে ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করে। দাতা সংস্থা বা বাহিরের সাহায্য ব্যাতিরেকে সংস্থাকে স্থায়ীত্বশীল রাখা ও সংস্থার সমিতিভূক্ত দরিদ্র পরিবার সমূহের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সহায়তার জন্য সংস্থার দীর্ঘ মেয়াদী চিন্তা ও চেতনায় ঋণ কর্মসূচির গুরুত্ব প্রতীয়মান হয়। তারই ফলশ্রুতিতে সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মরহুম ফজলুল হক (হক সাহেব) এর নেতৃত্বে ১৯৯৩খ্রি: সনে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়ে সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করে। শুরুতে গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ খাত দিয়ে সংস্থার ঋণ কর্মসূচি শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ঋণখাত অন্তর্ভূক্ত হয়ে পিকেএসএফ'র ১৪টি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহায়ণ ও সবার জন্য বাসস্থান ঋণ প্রকল্পসহ মোট ১৬টি ঋণ খাতের কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে।

সংস্থার কনসার্ন পারসন জনাব আরিফুল হক, ডেপুটি ম্যানেজার, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) সংস্থা পরিদর্শন করেন।

বাংলাদেশে কভিড-১৯ (করোনাভাইরাস) এর প্রথম রুগি সনাক্ত হয় ৮ ই মার্চ-২০। করোনাভাইরাস এর পাদুর্ভাব বেশি শুরু হলে সরকারের পাশাপাশি সংস্থা ২৬ শে মার্চ-২০২০ থেকে মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচিসহ সকল কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়। করোনাভাইরাস রোধে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম যেমন- লিফলেট, ফেস্টুন, মাস্ক, সেনিটাইজার, জীবানুনাশক সুরক্ষা স্প্রে, হ্যান্ড ওয়াশ, মাইকিংসহ প্রচার প্রচারনামূলক কার্যক্রম, স্বাস্থ্যবিধি মোতাবেক সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখা এবং গনসমাগম স্থান এড়িয়ে চলার বিষয়ে নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলার শাখা সমূহের কর্মএলাকায় পরিচালনা করা হচ্ছে। জুন'২০ থেকে সীমিত পরিসরে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংস্থার প্রধান কার্যালয়সহ সকল শাখা কার্যালয়, সমিতির সভার স্থান ও সদস্য পরিবার পর্যায়ে স্বাস্থ্যবিধি পালনের মাধ্যমে সদস্যদের চাহিদার ভিত্তিতে মাইক্রোফাইন্যান্স কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ভাইরাস সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখা সহ সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে সদস্যগণ স্বাস্থ্য সচেতনতার পাশাপাশি তারা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ও ক্রমান্বয়ে উন্নয়নের গতিধারায় সম্পৃক্ত হচ্ছে। কোভিড পূর্ববর্তী মনোবল ও আত্মবিশ্বাস এর অবস্থানের জায়গায় তারা ক্রমান্বয়ে ফিরে আসছে। সংস্থা লকডাউনকালীন স্টাফদের মাসিক বেতনসহ সকল সুযোগ সুবিধা প্রদান করেছে। সুযোগ সুবিধায় কোন ধরনের কর্তন বা কর্মীদের চাকুরী চ্যুত করা হয় নাই।

কভিড-১৯ (করোনাভাইরাস) এ সংস্থার কর্মরত স্টাফদের মধ্যে ১৬ জন কভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়। লকডাউনের ১ম পর্যায়ে নোয়াখালী বেগমগঞ্জ উপজেলাস্থ নিজ বাড়িতে ঈদের ছুটিতে থাকাকালীন অবস্থায় আক্রান্ত হয়ে একজন ভেটেন্যারী ডাক্তার মৃত্যু বরন করেছে। লকডাউন পরবর্তী সময়ে আক্রান্ত হয়ে অন্যরা সবায় সুস্থ্য হয়ে বর্তমানে কর্মস্থলে কর্মরত রয়েছে।

সংস্থা নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলার গ্রামীণ ও উপকূলীয় অঞ্চল এবং শহর এলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও বস্তী বাসীদের মাঝে ৪০টি শাখার মাধ্যমে ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সংস্থার ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মীর মাধ্যমে এলাকা ভিত্তিক আগ্রহী দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের সদস্য বিশেষ করে মহিলা প্রধানদেরকে সমিতি ভূক্ত করে সদস্য পরিবারের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নে সম্পাদনের জন্য ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এছাড়া সংস্থা কর্মএলাকার বড় বাজার/বাণিজ্যিক কেন্দ্র সমূহে ব্যবসারত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী পুরুষ সদস্যদের নিয়ে পুরুষ সমিতি গঠন করে। তাঁদের ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা ও সম্প্রসারণে ঋণ সহায়তা প্রদান করে আসছে।

বার্ষিক পরিকল্পনা সভায় বক্তব্য রাখছেন নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম

বার্ষিক পরিকল্পনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সহকারী পরিচালক (মাইক্রোফাইন্যান্স) জনাব মোঃ শামছুল হক

ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে কর্মসংস্থানের অভাবের কারণে বেকারত্ব প্রতিনিয়ত সমাজ ও দেশের জন্য এক বড় সমস্যা। জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে তা আরও প্রকট আকার ধারণ করছে। উৎপাদনশীল ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সংস্থার কর্মএলাকার দরিদ্র ও হতদরিদ্র পরিবারের সদস্যদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও শিক্ষিত জনশক্তির বেকারত্ব হ্রাসে বিশেষ ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে সংস্থার ঋণ কর্মসূচি ও দাতা সংস্থার অনুদানে পরিচালিত প্রকল্প সমূহের আওতায় কর্মএলাকায় কর্মসংস্থানসহ দেশের বেকারত্ব হ্রাসে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

মাইক্রোফাইন্যান্স খাত সমূহের বিবরণ :

সংস্থা কর্মএলাকার গ্রামীণ, উপকূলীয় চরাঞ্চল ও শহর বা শহরের উপকণ্ঠে বসবাসকারি দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবার গুলোকে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে অন্তভূক্ত করছে। দারিদ্রতা বিমোচনের উদ্দেশ্যে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও টেকসই আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করছে। সংস্থা উপকারভোগীদের দক্ষতা ও পেশার উপর ভিত্তি করে সুনির্দ্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টর, কুঠির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারী ব্যবসা, উৎপাদনমূখী ও লাভজনক ক্ষুদ্র উদ্যোগ ইত্যাদি খাতের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে সংস্থা বর্তমানে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। সংস্থার পরিচালিত চলমান ক্ষুদ্রঋণের খাত গুলো নিম্নরূপ।

➲	জাগরণ (Jagoran)	➲	সমৃদ্ধি -আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম (Samriddi – IGA)
➲	অগ্রসর (Agrasor)	➲	সমৃদ্ধি- সম্পদ সৃষ্টি (Samriddi – AC)
➲	Agrosor,MDP(মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম)	➲	সমৃদ্ধি- জীবনমান উন্নয়ন (Samriddi – LD)
➲	বুনিয়াদ (Buniad)	➲	Samriddi-LEPIG (PROBIN)
➲	কেজিএফ-সুফলন (KGF- Sufalon)	➲	সাহস (Sahos)
➲	জমি লীজ ঋণ পাইলট প্রকল্প (LIFT)	➲	গৃহায়ন ঋণ (Grihayon loan)
➲	লিফ্ট (ভেড়া)	➲	সবার জন্য বাসস্থান প্রকল্প
➲	Lift-Kucia	➲	আবাসন ঋণ কর্মসূচি
➲	সুফলন (Sufalon)		

মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচির বার্ষিক পরিকল্পনা সভা :

২০২০-২১ অর্থবছরের সংস্থার মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মমূচীর বার্ষিক পরিকল্পনা সভা ২৭শে জুন-২০২০ তারিখে কভিড-১৯ (করোনাভাইরাস) জনিত কারনে সল্প পরিসরে কেবলমাত্র এলাকা ব্যবস্থাপকদের নিয়ে কভিড-১৯ এর সকল স্বাস্থ্যবিধি (WHO কর্তৃক নির্ধারিত) মেনে এক দিনে শেষ

করা হয়। এলাকা ব্যবস্থাপকগন তাদের নিজনিজ এরিয়ার শাখা ভিত্তিক বিগত বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও পরবর্তী বছরের পরিকল্পনা মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। সংস্থার ৯ এরিয়ার ২০১৯-২০ সনের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন এবং ২০২০-২১ অর্থ বছরের পরিকল্পনা মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। পরিকল্পনা উপস্থাপনার উপর অংশগ্রহণকারী সকলের প্রাণবন্ত আলোচনা, নিবিড় পর্যালোচনা ও বিশ্লেষনের মাধ্যমে পরিকল্পনার ভুলভ্রান্তি ও অসামঞ্জস্য বিষয়গুলো সংশোধন করার মাধ্যমে শাখা সমূহের অর্থবছরের বার্ষিক পরিকল্পনা চুড়ান্ত করা হয়। মিটিং সঞ্চালনা করেন সংস্থার সহকারী পরিচালক (মাইক্রোফাইন্যান্স) জনাব মোঃ শামছুল হক । পরিকল্পনা সভায় সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফল ইসলাম সার্বক্ষনিক উপস্থিত থেকে উপস্থাপিত তথ্যাদি প্রত্যক্ষ করেন ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন।

সংস্থার বার্ষিক পরিকল্পনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ঋণ সমন্বয়কারী (অগ্রসর) জনাব মোঃ মহিব উল্যাহ	সংস্থার বার্ষিক পরিকল্পনা সভায় বক্তব্য রাখছেন জামাল উদ্দিন সিদ্দিকী ব্যবস্থাপক (মনিটরিং ও ডকুমেন্টেশন) ।	সংস্থার বার্ষিক পরিকল্পনা সভায় স্টাফবৃন্দ।

ঋণ কর্মসূচির কর্মএলাকা :

সংস্থা বর্তমানে মোট ৪০টি শাখার মাধ্যমে ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ১০টি শাখা, হাতিয়া উপজেলায় ৫টি শাখা, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় ৪টি শাখা, নোয়াখালী সদর উপজেলায় ৪টি শাখা, কবির হাট উপজেলায় ১টি শাখা, বেগমগঞ্জ উপজেলায় ২টি এবং লক্ষীপুর জেলার রামগতি উপজেলায় ২টি শাখা, কমলনগর উপজেলায় ১টি শাখা, লক্ষীপুর সদরউপজেলায় ৩টি শাখা, রায়পুর উপজেলায় ৩টি, সেনবাগ উপজেলায় ১টি, ফেনী জেলার দাগনভূঞা উপজেলায় ১টি, ফেনী সদরে ২টি ও ছাগলনাইয়াউপজেলায় ১টি শাখায় ক্ষুদ্রঋণকর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫টি নতুন শাখা খোলার মাধ্যমে মোট ৪৫টি শাখায় ঋণ কার্যক্রম বিস্তৃত হবে ও নিকটবর্তী উপজেলায় কর্মএলাকা আরও সম্প্রসারিত হবে।

সদস্যদের সঞ্চয় আদায়, সঞ্চয়ের বার্ষিক লভ্যাংশ প্রদান ও সঞ্চয় দাবী পরিশোধ :

সংস্থা সদস্যদের সঞ্চয় তহবিল গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে আসছে। সদস্যদের সমিতির সাপ্তাহিক সভায় উপস্থিত হয়ে নিয়মিত সঞ্চয় জমা প্রদান করা ঋণ কর্মসূচির অন্যতম শর্ত হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এবছর সংস্থার ৪০টি শাখার আওতায় সদস্যগণ সাপ্তাহিক সঞ্চয় প্রদানের মাধ্যমে বার্ষিক ৩৭,০২,৯৪,২০৭ টাকা সাধারণ সঞ্চয় তহবিল গঠন করা হয়েছে। মাসিক জমা (এমডিএস) , বিশেস সঞ্চয় ও দিগুন সঞ্চয় জমা স্কীমের আওতায় ৯,৪০,৬৬,৩৯২ টাকাসহ এ বছরে সর্বমোট ৪৬,৪৩,৬০৫৯৯ টাকা সঞ্চয় জমা হয়েছে। বার্ষিক ৬% হারে সদস্যদের সঞ্চয়ের উপর ৪,০১,৩২,৬১৯ টাকা সঞ্চয়ের লভ্যাংশ প্রদান করা হয়েছে। এই অর্থবছরে সদস্যদের আবেদনের ভিত্তিতে ৩৫,২৬,৭৩,২৭২ টাকা তাদের সঞ্চয়ের দাবী পরিশোধ করা হয়েছে। এই আর্থিক বছরের ৩০ জুন'২০২০খ্রি: তারিখে সর্বমোট ৬৯,৪৩,১০৬৪৭ টাকা সদস্যদের সঞ্চয় তহবিল সংস্থাতে সঞ্চিত রয়েছে।

মোহাম্মদপুর শাখার বুনিয়াদ সদস্য তাসলিমা বেগম নিজ বাড়িতে টেইলারিং পেশায় নিয়োজিত।	মোহাম্মদপুর শাখার বুনিয়াদ সদস্য আমেনা স্বামী পরিত্যক্তা, চা দোকান পেশায় নিয়োজিত।

সমিতি, সদস্য সংখ্যা, ঋণ বিতরণ ও ঋণ গ্রহীতার তথ্য:

সংস্থার মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে সমিতি সংখ্যা পুরুষ ২৯৮টি ও মহিলা ২৫৩৭টি মোট সমিতি সংখ্যা ২৮৩৫ টি। সমিতিতে ৭২৩৫ জন পুরুষ সদস্য ও ৫৯৯৩৮ জন মহিলা সদস্যসহ মোট ৬৭১৭৩ জন সদস্য রয়েছে। নোয়াখালী জেলার ৭টি উপজেলায় ৩৮০৪০ জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ১৪৯,৮৮,০২০০০ টাকা, লক্ষীপুর জেলার ৪টি উপজেলায় ৯২১৩ জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ৩৯,০০,৬৩,০০০ টাকা ও ফেনী জেলায় ৪ উপজেলার মধ্যে ৩৯৯৫ জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ১৬,০২,৭৬,০০০ টাকাসহ সর্বমোট ৫১২৪৮ জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ২০৪,৯১,৪১,০০০ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। তাদের আয়বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্রতা বিমোচনের উদ্দেশ্যে অতিদরিদ্রদের জন্য বুনিয়াদ ঋণসহ বিভিন্ন খাতে ঋণ বিতরণ করেছে। বিভিন্ন ঋণ খাত যেমন জাগরণ খাতে **২৬৬১৯** জনকে,অগ্রসর খাতে ৪৭৫৪ জনকে, **Agrosor, MDP(মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম) খাতে ২২১ জন,** বুনিয়াদ খাতে ২৩৫৪ জনকে , কেজিএফ-সুফলন খাতে ১২৬৯ জনকে, জমি লীজ ঋণ(লিফ্‌ট প্রকল্প) খাতে ৯৬৬ জনকে, লিফ্‌ট ভেড়া পালন খাতে ৫৬ জনকে, সাপোর্ট ঋণ হিসেবে সুফলন ঋণ খাতে ১২৭৬৯ জনকে,সমৃদ্ধি আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম খাতে ১৭৩৭ জনকে ও সাপোর্ট ঋণ হিসেবে সমৃদ্ধি-সম্পদ সৃষ্টি খাতে ১৬৪ জনকে, সমৃদ্ধি- জীবনমান উন্নয়ন খাতে ১৪৭ জন**, Samriddi-LEPIG(PROBIN)** খাতে ১৬১ জন এবং লিফট কুচিয়া খাতে ২৪ জন, আবাসন খাতে৭ জন
সহ সর্বমোট ৫১২৪৮ জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ কম্পোন্যান্ট অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সংস্থার ৪০টি শাখার মোট ঋণ বিতরণ তথ্য নীচের পাই চার্টে প্রদান করা হল।

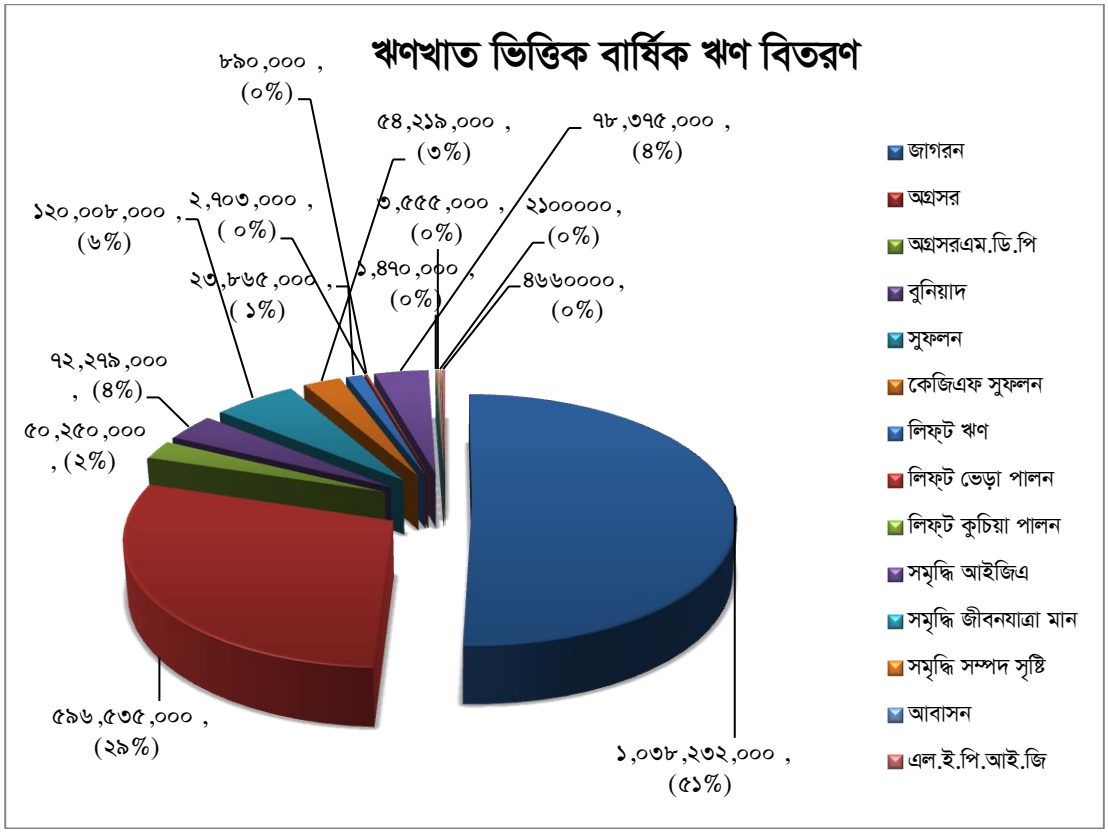

পূর্বচর বাটার জাগরণ ঋণ নিয়ে সবজি চাষ করেছেন আছিয়া বেগম	হাতিয়া বাজার শাখার জাগরণ ঋণ নিয়ে গরু পালন করছেন রাহেনা আক্তার

ঋণের সার্ভিসচার্জ, ঋণের মেয়াদকাল ও গ্রেস পিরিয়ড :

সংস্থায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর নির্দেশনা অনুযায়ী ক্রমহ্রাসমান ঋণস্থিতি পদ্ধতিতে নির্ধারিত হারে সার্ভিসচার্জ নির্ধারণ করা হয়েছে। জাগরণ ঋণ কর্মসূচি বার্ষিক ২৪ পারসেন্ট ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ১ (এক) বছর, অগ্রসর এবং অগ্রসর এম.ডি.পি বার্ষিক ২৪ পারসেন্ট ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ২(দুই) বছর, বুনিয়াদ বার্ষিক ২০ পারসেন্ট ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ১(এক) বছর, সুফলন বার্ষিক ২৪ পারসেন্ট বা মাসিক শতকরা ২ (দুই) টাকা হারে ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ৬ (ছয়) মাস, জমি লীজ ঋণ বাৎসরিক সর্বোচ্চ ২০% হারে ঋণের মেয়াদ ১ বছর ,বছরে ২টি সমান কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। উল্লিখিত নিয়মে সংস্থা থেকে বিতরণকৃত ঋণ সদস্যদের কাছ থেকে সার্ভিস চার্জসহ আদায় করা হয়। এছাড়াও কেজিএফ-সুফলন ঋণ বার্ষিক ২৪ পারসেন্ট বা মাসিক শতকরা ২ (দুই) টাকা হারে ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ৬ (ছয়) মাস, সমৃদ্ধি-আইজিএ ঋণ বার্ষিক ২৪ পারসেন্ট ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ২ (দুই) বছর, সমৃদ্ধি-সম্পদ সৃষ্টি ঋণ বার্ষিক ৮ পারসেন্ট এবং ৩ মাসগ্রেস পিরিয়ড ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ১ (এক) বছর, সমৃদ্ধি-জীবনযাত্রা উন্নয়ন ঋণ বার্ষিক ৮ পারসেন্ট ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ১ (এক) বছর। গৃহায়ন ঋণ বার্ষিক ৫.৫ পারসেন্ট ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বছর । আবাসন ঋনের সার্ভিসচাজ ১২% পারসেন্ট ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ৬ (ছয়) বছর এবং মাসিক কিস্তি আদায় করা হয়। ঋণের কিস্তি আদায়ের গ্রেস পিরিয়ড সাপ্তাহিক কিস্তির ক্ষেত্রে ১৫দিন ও মাসিক কিস্তির ক্ষেত্রে পূর্ণ ১ মাস নিশ্চিত করে ঋণের কিস্তি আদায় করা হয়।

মোহাম্মদপুর **শাখার অগ্রসর** সদস্য.নুর উদ্দিন পিতা মৃত নুরের জামান স্যানেটারী ব্যবসা করে আত্মনির্ভরশীল।

পূর্বচরবাটা বাজার শাখার মুনাজা খাতুন কেজিএফ ঋণ নিয়ে গাভী পালন করছেন

ঋণ কর্মসূচির ঋণস্থিতি ও ঋণী সংখ্যা তথ্য :

সংস্থার **জুন'২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত** ঋণ কর্মসূচিতে ৪০টি শাখায় বর্তমানে পুরুষ ঋণী৫,২৭২জন ও মহিলা ৪২,৭৩২ জন মোট ৪৮,০০৪ জন ঋণ গ্রহীতার মধ্যে ১৪৮,২২,৫৫,২৭৪ ঋণস্থিতি রয়েছে। নিম্নের পাই চার্টে খাত ভিত্তিক ঋণস্থিতির তথ্য প্রদান করা হল।

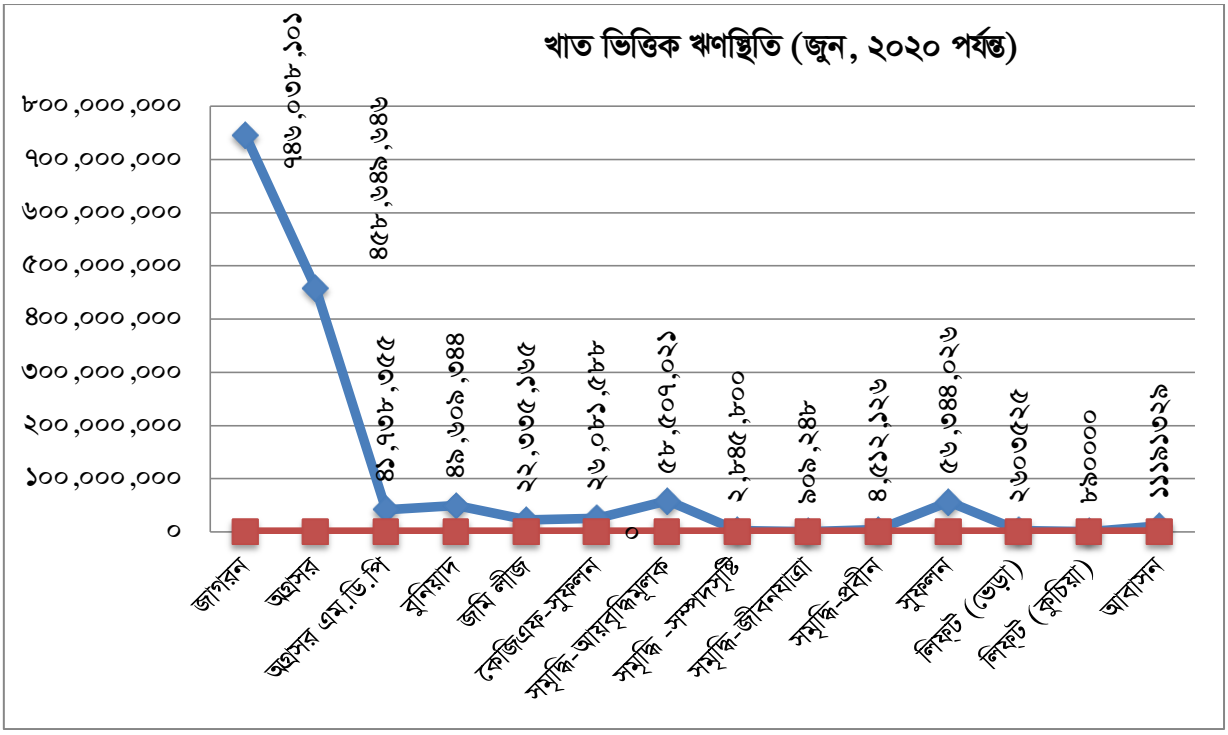

হাতিয়া বাজার শাখার একটি সমিতি পরিদর্শন করছেন সহকারী পরিচালক (মাইক্রোফাইন্যান্স) জনাব মোঃ শামছুল হক।	এরিয়া ম্যানেজার মোঃ জাকির হোসেন চর বাটা শাখার জবা মহিলা সমিতি পরিদর্শন করছেন ।	চর বাটা শাখার বেলী মহিলা সমিতির মিটিং পরিচালনা করছেন ক্রেডিট অফিসার বিবি কুলসুম।

ঋণ ও সার্ভিসচার্জ আদায় :

সমিতির সাপ্তাহিক মিটিং এ ঋণের কিস্তি আদায় করা হয়। অটোমেশন পদ্ধতিতে সফ্টওয়ার আদায়শীট অনুযায়ী শাখায় ঋণের দৈনিক আদায়যোগ্য ও আদায় রেজিষ্টার গুরুত্ব সহকারে নিয়মিত লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করা হয়। সংস্থার বার্ষিক সর্বমোট ঋণ আদায় হয়েছে ১৮৬,৬০,৩৭,১৫৭ টাকা। বছর শেষে ৪০,৩৯৮ জন ঋণীর মধ্যে মোট ১৪,৭৫,৬৬,৮১১ টাকা বকেয়া ঋণ রয়েছে। তন্মধ্যে সন্দেহজনক ও কুঋণস্থিতি রয়েছে ৬৬,৮৭,৫০১ টাকা। সংস্থা এই অর্থবছরে বার্ষিক পরিকল্পনানুযায়ী ঋণ কর্মসূচির ২৬,৭৪,২৮,৮২৭ টাকা, ব্যাংক থেকে আয় ১২,০৯০২৮ টাকা ও অন্যান্য আয় ১৩,২৫,৫৪৮ টাকাসহ সর্বমোট ২৮,০৮,৫৩,৪০৩ টাকা সার্ভিসচার্জ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

সুবর্ণচর এ্যারিয়ার চরজব্বার শাখার একটি সমিতি পরিদর্শন করছেন এ্যারিয়া ম্যানেজার মো: মোশারফ হোসেন চৌধুরী।	লক্ষীপুর এ্যারিয়ার একটি সমিতি পরিদর্শন করছেন এ্যারিয়া ম্যানেজার মো: জাহেদ আনোয়ার ।	সিও বেলাল উদ্দিন পরিচালিত পদ্মা মহিলা সমিতি পরিদর্শন করছেন লক্ষীপুর সদর শাখার হিসাবরক্ষক পিয়াস দাস

বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ঋণ, পরিশোধিত ঋণ ও ঋণস্থিতি হিসাব (২০১৯-২০ অর্থবছর) :

ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান	ক্রমপুঞ্জিভুত প্রাপ্ত ঋণ তহবিলের পরিমাণ	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ পরিশোধ (আসল)	ঋণস্থিতি
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), ঢাকা	২২০,১২,১০৯৪৩	১৭৬,৬৭,৪৯২১৬	৪৩,৪৪,৬১,৭২৭
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড , চরবাটা শাখা	১৫,০০০,০০০	১৫,০০০,০০০	-
ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড, সুবর্ণচর উপজেলা শাখা	১১৩,০৪৫,০০০	৬১,৭০০,০০০	৫১,৩৪৫,০০০
এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড, চরবাটা খাসের হাট শাখা, সুবর্ণচর, নোয়াখালী	৫৬,০৫০,০০০	২৪,৫৫০,০০০	৩১,৫০০,০০০
সিটি ব্যাংক লিমিটেড, চরবাটা খাসের হাট শাখা, সুবর্ণচর, নোয়াখালী	১৩,৭৩৩,৭৫০	৯,৩৯৪,৭৫০	৪,৩৩৯,০০০
মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড, হারিছ চৌধুরীর বাজার, সুবর্ণচর, নোয়াখালী	৩৮,৫৭০,০০০	৩৮,৫৭০,০০০	-
ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড	৩,৪০০,০০০	৩,৪০০,০০০	-
সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিমিটেড	২৫,০০০,০০০	২৫,০০০,০০০	-
অগ্রণী ব্যাংক	৮০০০০০	-	৮০০০০০
মোট	**২৬৫,৫৯৮,৭৫০**	**১৭৭,৬১৪,৭৫০**	**৮৭,৯৮৪,০০০**

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক ঋণ বিতরণ পরিকল্পনার তথ্য:

এবছর ১৬টি ঋণখাতে ৭৫৬২৩ জন ঋণ গ্রহীতার মধ্যে সর্বমোট ৩৮১১৯১৬০০০ টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। যা গত আর্থিক বছরের পরিকল্পনার চেয়ে ৬৪.৪১ কোটি টাকা বিতরণ বৃদ্ধি ধরা হয়েছে। মোট ঋণ তহবিলের ঋণখাত ভিত্তিক শতকরা হার যেমন-জাগরণ ৫০.৮৩%, অগ্রসর ২৬.২৩%, এমডিপি(অগ্রসর) ৫.২১%, বুনিয়াদ ৮.২০%, লিফ্ট (জমিবন্ধক) ০.৮২%, লিফ্ট (ভেড়া) ০.১৮%, লিফ্ট (কুচিয়া) ০.১৬%, কেজিএফ ২.০১%, সমৃদ্ধি-আইজিএ ৬.৯২%, সমৃদ্ধি-জীবনযাত্রা ০.২০%, সমৃদ্ধি সম্পদসৃষ্টি ০.২৮%, এলইপিআইজি ০.৭৭%, সুফলন ৩.১০%, আবাসন ঋণ ৯.৪১%, কোভিড প্রনোদনামূলক পিকেএসএফ এর এলআরএলপি ০.৭৭% ও বাংলাদেশ ব্যাংক এর প্রনোদনা ঋণ ১.২৮% বিতরণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ঋণ কম্পোন্যান্ট ভিত্তিক বার্ষিক ঋণ বিতরণ পরিকল্পনা নীচের চার্টে দেখানো হয়েছে।

	সূচক সমূহ	অর্জিত (৩০ জুন ২০১৯)	অর্জিত (৩০ জুন ২০২০)
১	শাখার সংখ্যা	৪০	৪০
২	মোট সদস্য সংখ্যা	৬১,৩৬৬	৬৭১৭৩
৩	মোট ঋণী সংখ্যা	৪৫,৯৩৩	৪৮০৮৮
৪	ঋণ গ্রহীতা কভারেজ (%)	৭৩.৪০%	৭১.৫৯%
৫	মোট স্টাফ সংখ্যা	৩৬৫	৩৮৩
৬	মোট মাঠ পর্যায়ের কর্মী সংখ্যা	২১২	২২২
৭	মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি	১৩০.১৬ (কোটি)	১৪৮.২৩ (কোটি)
৮	মাঠ পর্যায়ে বকেয়া	১.১৮ (কোটি)	১৪.৭৬(কোটি)
৯	মোট সঞ্চয়স্থিতি	৫৬.৩৮ (কোটি)	৬৯.৪৩ (কোটি)
১০	কর্মী : শাখা	৫.৩	৫.৫৫
১১	মোট স্টাফ : শাখা	৯.১২	৯.৫৭
১২	ফিল্ড অফিসার - স্টাফ হার	৫৮%	৫৮%
১৩	শাখার গড় সদস্য সংখ্যা	১৫৩৪	১৬৭৯
১৪	সদস্য : সমিতি/গ্রুপ	২৩	২৪
১৫	কর্মী ঃ সদস্য	২৮৯	৩০৩
১৬	কর্মী ঃ ঋণী	২১২	২১৭
১৭	মোট ঋণীর মধ্যে নারী ঋণীর সংখ্যা	৪০,৭৪৫	৪২৭৩২
১৮	গড় সঞ্চয় : সদস্য	৯১৮৭	১০৩৩৬
১৯	গড় ঋণস্থিতি : ঋণী সদস্য	২৮৩৩৭	৩০৮২৪
২০	কর্মী ঃ ঋণস্থিতি (লক্ষ টাকা)	৬১.৪০	৬৭.৭৮
২১	ষ্টাফ ঃ ঋণস্থিতি (লক্ষ টাকা)	৩৫.৬৬	৩৮.৭০
২২	ওটিআর	৯৯.৬৮%	২০.২৫%
২৩	সিআরআর (ক্রমপুঞ্জিভূত আদায়ের হার)	৯৯.৮৮%	৯৮.৭৪%
২৪	পিএআর/পার	১.০৪%	৭৫.৩৭%
২৫	মোট ঋণস্থিতির শতকরা সঞ্চয়ের হার	৪৩.৩১%	৪৬.৮৪%
২৬	মোট উদ্বৃত্ত তহবিল	২৭.৫২ (কোটি)	২৯.৮২ (কোটি)
২৭	সঞ্চয়ের উপর প্রদেয় সুদের হার	৬%	৬%

গৃহায়ন ঋণ (Grihayon loan):

বাংলাদেশ ব্যাংক গৃহায়ন তহবিল থেকে গৃহায়ন ঋণ কার্যক্রম (২য় পর্যায় ফেব্রুয়ারী ২০১৬ সন থেকে) বাস্তবায়ন আবার শুরু করা হয়েছে। সংস্থার নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় এই ঋণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। (৩য় পর্যায়) কার্যক্রম মার্চ ২০১৯ খ্রিঃ সন থেকে বাস্তবায়ন আবার শুরু হয়েছে। সংস্থাকে ৩য় পর্বে আরও ৩৬টি ঘর নির্মাণের জন্য ২৫২০০০০ (পচিঁশ লক্ষ বিশ হাজার) ঋণ তহবিল সরবরাহ করেছে। উক্ত ঘর গুলোর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রতি ঘরের জন্য ৭০ (সত্তর) হাজার টাকা হারে ৩৬টি ঘরের নির্মাণ খাতে সর্বমোট ২৫২০০০০(পচিঁশশ লক্ষ বিশ হাজার) টাকা ব্যয় হয়েছে। উক্ত টাকা সংস্থার ঋণ কার্যক্রমের সদস্যভূক্ত ৩৬ জন সদসের নামে ঋণ ভূক্ত করা হয়েছে। ঋণ গ্রহীতা মহিলা ৩৬ জন। ঋণের সার্ভিস চার্জের হার বার্ষিক ৫.৫ পারসেন্ট(ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে)। ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদকাল ৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ ৬০ (ষাট) কিস্তিতে সমুদয় ঋণ আদায় হবে। মাসিক কিস্তিতে সমিতির সভায় ঋণের কিস্তি প্রতি জন ঋণী থেকে আসল ১২০৪ টাকা ও সার্ভিসচার্জ ১৮৪ টাকাসহ মোট ১৩৩০ টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত সর্বমোট ঋণ গ্রহীতা ১০৬ জন এবং টাকার পরিমান ৭৪,২০,০০০/-(চুয়াত্তর লক্ষ বিশ হাজার), সার্ভিস চার্জসহ সর্বমোট ৪০,৪৫০০৬/- (চল্লিশ লক্ষ পাঁয়তাল্লিশ হাজার ছয়) টাকা আদায় হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সমাপণী হিসাবে সাভিসচার্জসহ সর্বমোট ৩৮,৭৭৯৫৪/- (আটত্রিশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার নয়শত চুয়ান্ন) টাকা ঋণস্থিতি মাঠে রয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৩৬টি পরিবারের মধ্যে ২৫২০০০০ টাকা ঋণ বাবত ৩৬ টি ঘর বাস্তবায়নের পরিকল্পনা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

চরমহিউদ্দিন ও চরআমানউল্যাহ শাখার গৃহায়ন ঋণ কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীদের নির্মিত ঘর

সবার জন্য বাসস্থান প্রকল্প :

লক্ষীপুর জেলার রামগতি উপজেলায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সবার জন্য বাসস্থান প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সংস্থার অনুকূলে ঋণ কর্মসূচির হিসাবে মোট ১৩৭ টি ঘর বাস্তবায়নের জন্য ৯৫ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা অনুমোদন করেছে। তন্মধ্যে ১ম পযায় ৪৫ টি ঘর নির্মাণ ঋণ বাবত ৩১,৫০,০০০ ঋণ তহবিল এবং ২য় পর্যায় ৪৬ টি ঘর নির্মাণ ঋণ বাবত ৩২,২০,০০০ ঋণ তহবিল সংস্থার নামে সরবরাহ করা হয়েছে। সর্বমোট ৯১টি ঘর বাস্তবায়ন করা হয়েছে যার প্রাপ্ত তহবিল ৬৩,৭০,০০০/- টাকা। সর্বোচ্চ ৫ বৎসর মেয়াদের মধ্যে উক্ত ঋণ নির্ধারিত সার্ভিসচার্জ সংযুক্ত করে মাসিক কিস্তিতে ঋণ আদায় করা হচ্ছে। উপজেলা স্টীয়ারিং কমিটি'র সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে ঋণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জুন ২০২০ হিসাব অনুযায়ী প্রদত্ত ঋণের সার্ভিসচার্জসহ মোট ২২,২৪,৯১০/- টাকা আদায় হয়েছে। বর্তমানে ঋণস্থিতি মোট ৪৪,০৭,৪৪০/- টাকা ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে রয়েছে।

রামগতি শাখার সবার জন্য বাসস্থান ঋণ কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীদের নির্মিত ঘর

আবাসন ঋণ কর্মসূচি:

দারিদ্রতা দুরীকরনের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই পিকেএসএফ তার সহযোগী সংস্থাদের মাধ্যমে শহর ও গ্রাম অঞ্চলের দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠিদের চাহিদা ও সক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সফলতার সাথে প্রণয়ণ ও পরিকল্পনা করে আসছে। এ ধারাবাহিকতায় বর্ণিত প্রেক্ষাপটে পিকেএসএফ ২০১৬ সালে তার অন্যান্য ঋণ কার্যক্রমের মত সহযোগী সংস্থাদের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে আবাসন ঋণ কার্যক্রম চালু করেছে। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে পিকেএসএফ ১ম পর্যায়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা কে ১০,০০০,০০০ টাকা আবাসন ঋণ প্রদান করেছে। বর্তমানে এই ঋণ সংস্থার ৫ টি শাখাতে ৪১ জন ঋণীর মধ্যে ১,২৪,০০০০০ টাকা ৫বছর মেয়াদী ৬০ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য শর্তে বিতরণ করা হয় যার সার্ভিস চার্জ ১২% (ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে) জুন-২০২০ পর্যন্ত সংস্থার উক্ত খাতে ঋণস্থিতি ১,১১,৯১৩২৯ টাকা। ৪১ জন ঋণীর মধ্যে ৩৫ জন নতুন ঘর নির্মাণ কাজের জন্য, বাড়ী সম্প্রসারণ কাজে ৪ জন এবং ঘর সংস্কারের জন্য ২ জন আবাসন ঋণ গ্রহণ করে তাদের ঘর নির্মাণের স্বপ্ন পূরণে সক্ষম হয়েছেন। নিম্ন আয়ের মানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যেই আবাসন ঋণ ৩টি শ্রেনীতে বিভক্ত করা হয়েছে । ১.নতুন গৃহ নির্মাণ ২.গৃহ সংস্কার ও ৩.গৃহ সম্প্রসারণ । ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫ টি শাখাতে ৫১ জন ঋণীর মধ্যে ১,৬২,০০০০০ টাকা ঋণ বিতরনের পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

		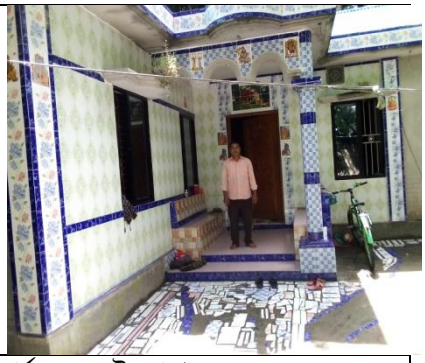
সুবর্ণচর উপজেলার একজন আবাসন ঋণীর নবনির্মিত ঘর।	সুবর্ণচর উপজেলার চরবাটা ইউনিয়নের একজন আবাসন ঋণীর নির্মাণাধীন ঘর।	পূর্ব চর বাটা শাখার আওতায় আবাসন ঋণীর একজন ঋণীর নবনির্মিত ঘর।

লাইভলিহুড রেস্টোরেশন লোন (এলআরএল)/ Livelihood Restoration Loan (LRL) প্রোগ্রাম:

কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস মহামারি প্রদুর্ভাব জনিত ক্ষতিগ্রস্ত ঋণী সদস্যদের আর্থিক ক্ষতি পূরণ করে স্বাভাবিক কর্মকান্ডে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে প্রণোদনামূলক সম্পূর্ণ সাপোর্ট বা সহায়ক লোন হিসাবে পিকেএসএফ এর ঋণ কর্মসূচির আওতায় ২০২০-২১ অর্থ বছরের সংস্থাকে অন্তভূক্তির মাধ্যমে এ ঋণ কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। কোভিড-১৯ কালীন যাদের ব্যবসার/প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যাদের নতুন করে ঋণ সহযোগীতা প্রয়োজন এবং ভাল সদস্য কেবল মাত্র তাদের মধ্যে LRLঋণ বিতরণ করা যাবে।

Livelihood Restoration Loan (LRL) ঋণ বিতরণের খাত গুলো নিম্নরুপঃ-

১. এলআরএল (কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ও সেবা) বলতে :-
(ক) গরু মোটাতাজাকরণ (খ) গবাদিপশু পালন, (গ) ফল ও সবজি চাষ, (ঘ)মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, (ঙ) অনুরূপ খাতে ঋণ বিতরণকে বুঝাবে।
২. এলআরএল (ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন উদ্যোগ) বলতে :-
(ক) মিনি গার্মেন্টস, (খ) প্রক্রিয়াজাতকরন, (গ) ক্ষুদ্র ব্যবসা, (ঘ) সেবা সমূহ (হোটেল, পরিবহন, সেলুন, পার্লার) (ঙ) অনুরূপ খাতে ঋণ বুঝাবে।

৩. এলআরএল (তরুণ ও বেকার যুবকদের ব্যবসা ও আত্মকর্মসংস্থান) বলতে:

(ক) ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রোনিক্স, (খ) মোবাইল সার্ভিসিং, (গ) অটোমোবাইল মেকানিক্স, (ঘ) ওয়েলডিং, (ঙ) টেইলরিং, (চ) রেফ্রিজারেশন মেকানিক্স, (ছ) প্লাম্বিং, (জ) ফুড এন্ড বেভারেজ প্রোডাকশন, (ঝ) অনুরূপ খাতে ঋণ বিতরণকে বুঝাবে।

ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিকল্পনা:
১. Livelihood Restoration Loan Programme (LRLP) সম্পূর্ণ সাপোর্ট লোন হিসেবে এই ঋণ বিতরণ হবে। সংস্থার ঋণ বিতরণ নিম্নে উল্লেখিত কম্পোনেন্টে বিতরণ করা হবে। উক্ত লোন ১৫,০০০/- থেকে ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত বিতরণ করা যাবে। সার্ভিসচার্জ ১৮% ক্রমহ্রাস মান পদ্ধতিতে আদায় হবে। পিকেএসএফ থেকে বরাদ্দ প্রাপ্তী অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে সংস্থা ১৩৫৭ জন ঋণীর মধ্যে ৩,০০,০০,০০০/(তিন কোটি) টাকা LRLঋণ বিতরনের পরিকল্পনা করা হয়েছে।
২.মাসিক ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে- ১ বৎসর মেয়াদী হবে ও ১২ কিস্তিতে আদায় হবে।
৩.এককালীন ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে -৬ মাস মেয়াদী বিতরণ করা যাবে ও ১ কিস্তিতে আদায় হবে।
৪. ষান্মাসিক ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে - ১ বৎসর মেয়াদী বিতরণ করা যাবে, যাহা ২ কিস্তিতে আদায় হবে।

আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন লোন, ২০২০

নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) এর প্রাদুর্ভাবের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এর ফলে এপ্রিল'২০২০ মাস থেকে দেশের তথা সংস্থার সংগঠিত সদস্য ও সদস্যা নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণ তাদের আয় উৎসারী কর্মকান্ড পরিচালনা করতে পারছেন না। সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (SSUS) এর মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচির কভিড-১৯ মহামারি করোনা ভাইরাস জনিত ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ঋণ ব্যবহারকারী

সদস্যদের সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (এসআইবিএল), মাইজদী শাখার মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক এর প্রনোধনামূলক ২ বছর মেয়াদী ঋণ কর্মসূচি "আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন লোন" ২০২০-২১ অর্থবছর থেকে বাস্তবায়ন করা হবে।

১. গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ ঃ

ক) শুধুমাত্র একক ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য ৭৫% অর্থায়িত স্কিমের মেয়াদ হবে গ্রেস পেরিয়ড ৩ (তিন) মাস সহ ১২ মাস
খ) শুধুমাত্র একক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বিনিয়োগকারীদের জন্য ২৫% অর্থায়িত স্কিমের মেয়াদ হবে গ্রেস পেরিয়ড ৩ (তিন) মাস সহ সর্বোচ্চ ২৪ মাস।

২. সংস্থা কর্তৃক ঋণ বিনিয়োগ বিতরণের শর্তাবলী ঃ

(ক) সংস্থার নিজস্ব নীতিমালার পাশাপাশি গ্রাহকের বিগত এক বছরের আয়বর্ধক কর্মকান্ড বিবেচনায় নিয়ে এ স্কিমের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ করবে;

(খ) কেবল সংস্থার সমিতিভূক্ত কোন সদস্যকেই এই ঋণ/বিনিয়োগ প্রদান করা যাবে;

(গ) করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ও বিস্তারজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এমন গ্রাহকগণ অগ্রাধিকার পাবেন;

(ঘ) এ স্কিমের আওতায় গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগের অর্থ দিয়ে গ্রাহকের বিদ্যমান অন্য কোন ঋণ/বিনিয়োগ সমন্বয় করা যাবে না;

(ঙ) নতুন ক্ষুদ্র ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতাদের সুযোগ প্রদানের জন্য এ স্কিমের আওতায় কোন ঋণ/বিনিয়োগ নবায়ন করা যাবে না। তবে, ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার লেনদেন সন্তোষজনক হলে সংস্থার নিজস্ব ঋণ/বিনিয়োগ নীতিমালার আওতায় নিজস্ব তহবিল হতে তা নবাযন করতে পারবে;

(চ) সংস্থা বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের ঋণ/বিনিয়োগ খেলাপি কোন ব্যক্তিকে এ স্কিমের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ প্রদান করা যাবে না;

৩. গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগের পরিমাণ ঃ

এ স্কিমের আওতায় নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণকে তাদের আয় উৎসারী কর্মকান্ড পরিচালনা/সচল করার জন্য প্রদেয় ঋণ/বিনিয়োগ সীমা হবে নিম্নরূপ ঃ

(ক) ঋণ/বিনিয়োগ ঃ একক গ্রাহকের ক্ষেত্রে ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ হবে সর্বোচ্চ ৭০(সত্তর) হাজার টাকা

(খ) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ/বিনিয়োগ ঃ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ/বিনিয়োগের আওতায় এককভাবে সর্বোচ্চ ১.৫০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ) হাজার টাকা

৪. গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগের সুদ/মুনাফার হার ও অন্যান্য ফি/খরচ ঃ

(ক) গ্রাহক পর্যায়ে বাষিক সুদ/মুনাফা/সার্ভিস চার্জে হার হবে সর্বোচ্চ ৯% (নয় শতাংশ); যা ক্রমহ্রাসমান স্থিতি পদ্ধতিতে হিসাবায়ন করতে হবে।

(খ) এমআরএ- এর ০৪ মে ২০১৪ তারিখের সার্কুলার লেটার নং রেগু-২৩ এ বর্ণিত ভর্তি ফি, পাস বই, ঋণ ফরম এবং নন জুডিশিয়াল স্টাম্পে অঙ্গীকারনামার খরচ ব্যাতীত অন্য কোন চার্জ/ফি আদায় করা যাবে না।

৫. ঋণ আদায় ঃ

(ক) সংস্থা গ্রাহক/সদস্য এর নিকট থেকে সাপ্তাহিক/মাসিক কিস্তিতে ঋণ/বিনিয়োগের অর্থ আদায় করবে। এক্ষেত্রে সংস্থার বিদ্যমান সাপ্তাহিক ও মাসিক কিস্তি ঋণ আদায় বিধান অনুসৃত হবে;

সংস্থার ম্যানেজমেন্ট মিটিং এর তথ্য:

সংস্থার কার্যক্রমকে সংস্থার নিয়মকানুন অনুসাওে সুষ্টভাবে পরিচালনা, কাজের অগ্রগতি ও অর্জন বিশ্লেষণ এবং সংস্থার পলিসি সংক্রান্ত কোন পরিবর্তন, পরিমার্জন করার প্রয়োজন হলে বিভিন্নদিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো মোতাবেক ম্যানেজমেন্ট কমিটি রয়েছে। বর্তমানে ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্য সংখ্যা ৬ জন। প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংস্থার বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি ও সমস্যা সমাধানকল্পে আলোচনা কওে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও সংস্থার পলিসি সংক্রান্ত কোন পরিমার্জন, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করার ক্ষেত্রে সংস্থার নির্বাহী পর্ষদের চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য বিষয় গুলো খসড়া আকাওে উত্থাপন ও এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সংস্থার নির্বাহী পরিচালক এর সভাপতিত্বে সংস্থার ব্যবস্থাপনা পর্ষদের সদস্যদের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সংস্থার প্রকল্প কমিটির মিটিংএর তথ্যঃ

সংস্থার সকল বিভাগ, কর্মসূচি ও প্রকল্পের প্রধানদেও নিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠিত। প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মসিক সভা করা হয়। সভায় সকল কর্মসূচি ও প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়। কাজের অগ্রগতি কাংখিত পর্যায়ে নেয়ার বিষয়ে আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অগ্রগতি কম হলে তার কারণ নির্ণয় কওে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কাজের অগ্রগতির বিষয়ে কর্মসূচি ও প্রকল্প প্রধানদেও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়।

সংস্থার মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচি'র মাসিক অগ্রগতি ও পর্যালোচনা সভার তথ্যঃ

সকল শাখা ব্যবস্থাপক, এলাকা ব্যবস্থাপক, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও সংস্থার ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও আইটি সেকশন স্টাফদের নিয়ে প্রতি মাসের ২য় সাপ্তাহের শুরুতে সংস্থার মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচির মাসিক অগ্রগতি ও পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখা ভিত্তিক সকল পর্যায়ে ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়। কাজের অগ্রগতি কাংখিত পর্যায়ে নেয়ার বিষয়ে আলাপ আলোচনা কওে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অগ্রগতি কম হলে তার কারণ নির্ণয় কওে প্রয়োজনিয় সহযোগিতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

পিআইসি মিটিং এ দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম

পিআইসি মিটিং এ দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন সংস্থার সহকারী পরিচালক (মাইক্রোফিন্যান্স) জনাব মোঃ শামছুল হক।

ঋণ কর্মসূচির মাসিক অগ্রগতি ও পরিকল্পনা সভা

সংস্থার অডিট, মনিটরিং ও ডকুমেন্টশন কার্যক্রম :

অডিট ও মনিটরিং কার্যক্রম সংস্থার একটি চলমান প্রক্রিয়া। মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি সফল বাস্তবায়ন ও সুনিয়ন্ত্রীত রাখতে অডিট ও মনিটরিং এর গুরত্ব অপরিসীম। সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক বার্ষিক ও মাসিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ৪০টি শাখা অফিস ও সমিতি, ঋণ প্রকল্প, স্টাফবৃন্দের দক্ষতা ও কাজের অগ্রগতি, বিভিন্ন প্রকল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়মিত নিরীক্ষা ও মনিটরিং করা হয়। সংস্থার কার্যক্রমের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত কল্পে সংস্থার গঠনতান্ত্রিক ও সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি অর্থবছরে অডিট করা হয়ে থাকে। সংস্থায় ২ ধরনের অডিট হয়। প্রথমত সংস্থার অভ্যন্তরীন অডিট সেলের মাধ্যমে শাখার ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রম, ঋণ কার্যক্রমের নীতিমালা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এবং চলমান প্রকল্প কার্যক্রম নিরীক্ষা করা, মাসিক ও বার্ষিক অডিট প্রতিবেদন করা হয়। দ্বিতীয়ত, সংস্থা ও পিকেএসএফ সহ অন্যান্য দাতাসংস্থা কর্তৃক চাটার্ড একাউন্টেন্ট্স ফার্মের মাধ্যমে সংস্থার সকল প্রকল্পের প্রতি অর্থবছরের আয়ব্যয় হিসাব ও কার্যক্রমের বার্ষিক অডিট সম্পাদন করা হয়।

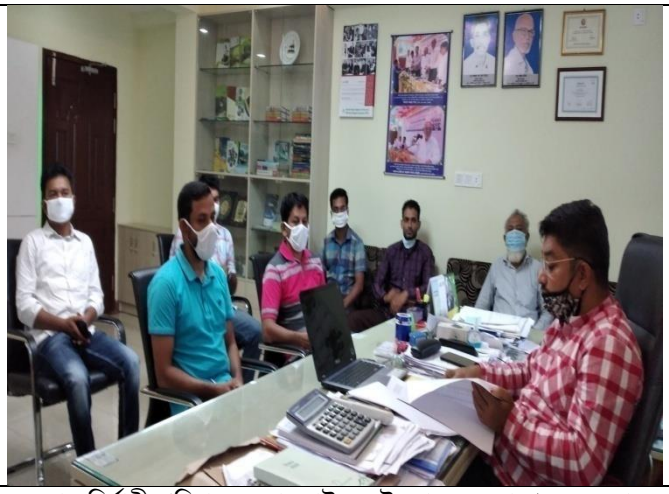	
সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো: সাইফুল ইসলাম এর সাথে এক সভায় অডিট অফিসারবৃন্দ	সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের অডিট কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করছেন সংস্থার সমন্বয়কারী (ফাইন্যান্স) একেএম ফখরুল ইসলাম

অডিট কার্যক্রম বাস্তবায়ন :

২০১৯-২০ অর্থবছরের বাৎসরিক পরিকল্পনায় (সাধারণ ও বিশেষ নিরীক্ষা) সংস্থার শাখা ভিত্তিক সকল সমিতি, সদস্য ও ঋণী নিরীক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু "কোভিড-১৯" জনিত কারণে ০৩মাস (এপ্রিল টু জুন,২০২০) অডিট কার্যক্রম না হওয়ায় বাৎসরিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ১০০% অর্জন করা সম্ভব হয়নি। তবে মাসিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ০৯ মাস অডিট অফিসার এর লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক শাখার সমিতি, সদস্য ও ঋণী ১০০% অর্জন হয়। এছাড়া কর্মপরিকল্পনার বাহিরে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সংস্থার বিশেষ প্রয়োজনে বার্ষিক সিডিউল এর বাহিরে শাখাতে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে ও অন্যান্য অফিসিয়াল বিশেষ কাজ করা হয়।

অডিট অফিসার জামাল উদ্দিন আলামিন বাজার শাখায় একটি সমিতি নিরীক্ষা করছেন।	অডিট অফিসার হরিকান্ত দাস পবন মান্দারী শাখায় একটি সমিতি অডিট করছেন।	পূর্বচরবাটা শাখার সমিতি নিরীক্ষা করছেন অডিট অফিসার সুলতান মাহমুদ রানা

অডিট পরিকল্পনা :

২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক অডিট পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। অডিট অফিসার কর্তৃক বার্ষিক ও মাসিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে বছরে প্রতিটি শাখা সাধারণ অডিট ও ১০০ পারসেন্ট সদস্য পাসবই ব্যালেন্সিংসহ ২বার অভ্যন্তরীন অডিট কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এর ফলে মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসুচির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও নীতিমালা মোতাবেক কার্যক্রম বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকবে। সংস্থার চলমান সকল কার্যক্রম যাচাইয়ের মাধ্যমে ভুলভ্রান্তি ও অনিয়ম সংশোধনের মাধ্যমে কর্মসূচি সমূহ সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। অর্থবছর শেষে পরিকল্পনা মোতাবেক চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ফার্ম এর মাধ্যমে বার্ষিক অডিট সম্পাদন করা হবে।

ছাগলনাইয়া শাখায় অডিট অফিসার জামাল উদ্দিন ও ফেনী এরিয়ার এলাকা ব্যবস্থাপক মো: খুরশীদ আলম	অডিট অফিসার আনোয়ারুল ইসলাম সুবর্ণচর এ্যারিয়ায় একটি সমিতি অডিট করছেন।	অডিট অফিসার মো: কামাল উদ্দিন সুবর্ণচর এ্যারিয়ায় একটি সমিতি অডিট করছেন।

সাগরিকা প্রশিক্ষণ ভেন্যু ও এর সুবিধাদি:

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দীর্ঘ সময় কাজ কওে আসছে। সংস্থার বহুমাত্রিক কাজের মধ্যে প্রশিক্ষণ একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। যে কোন কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নাই। বিভিন্ন প্রকল্পের প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সংস্থা জুন ২০১২ থেকে সাগরিক প্রশিক্ষণ সেল গঠন করে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রশিক্ষণ অবহেলিত ও বঞ্চিত জন গোষ্ঠীকে আর্থিক স্বচ্ছলতা, ক্ষমতায়ন ও মর্যাদাশীল করতে সহায়তা করে থাকে। সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার চরবাটা খাসের হাট এলাকায় সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে একটি আবাসিক প্রশিক্ষণ ভেন্যু ও গেস্ট রুম রয়েছে। নিম্নে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সুযোগ সুবিধাদির চিত্র প্রদান করা হল।

প্রশিক্ষণ ভেন্যুর সুযোগ সুবিধাদি :

প্রশিক্ষণ ও মিটিং কক্ষ	ওয়ার্কশপ/সেমিনার কক্ষ

সংস্থার নিজস্ব প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের পাশাপাশি বাহিরের প্রতিষ্ঠান/সংস্থা ভেণ্যুতে আবাসিক ও অনাবাসিক প্রশিক্ষণ, সভা ও সেমিনার করার সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারে । প্রশিক্ষণের মাল্টিমিডিয়া/প্রজেক্টরসহ সংশ্লিষ্ট আরো সুযোগ সুবিধা এখানে বিদ্যমান রয়েছে। নারী-পুরুষ এক সাথে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে। নারীদের জন্য সংরক্ষিত রুমের ব্যবস্থা আছে। সংস্থার প্রধান কার্যলয়ে ও প্রশিক্ষণ ভেন্যুতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও জেনারেটর সুবিধা বিদ্যমান আছে। কম্পিউটারসহ ইন্টারনেট ব্রাউজিং সুবিধা আছে। উন্নত খাবার পরিবেশনসহ ডাইনিং সুবিধা, স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে। এক সাথে দুই ব্যাচ আবাসিক প্রশিক্ষণ করানো যায়। এক সাথে এসি রুমে ৬০-৬৫ জন সভা, সেমিনার, মিটিং করার সুযোগ রয়েছে। করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষার জন্য স্বাস্থ্য বিধি মেনে থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থা করা হয়েছে।

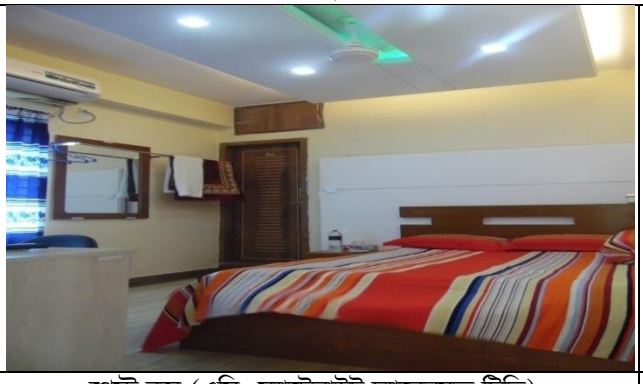	
গেস্ট রুম (এসি, স্যাটেলাইট চ্যানেলযুক্ত টিভি)	ডাইনিং স্পেস

যোগাযোগ ঃ

নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর	ইমেইল নম্বর	ঠিকানা
মোঃ হান্নান মোল্যা	ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)	০১৭১৮৮৩০৬৫২, ০১৮৬৫০৪১২০৬	matin_ssus@yahoo.com, hannanmollah@yahoo.com	গ্রাম ও পোঃ- চরবাটা, পোঃ কোড- ৩৮১৩ থানা- চর জব্বর, উপজেলা- সুবর্ণচর জেলা-নোয়াখালী। ওয়েব সাইট= www.sagarika-bd.org
মো: কামাল উদ্দিন	অফিস কেয়ারটেকার	০১৮৬৫-০৪১২৫২, ০১৭৩৪-৫৫৩৩৭১		

সাগরিকা গ্রামীণ স্যানিটেশন কেন্দ্র :

সংস্থা ১৯৯১ খ্রিঃ থেকে সুবর্ণচর উপজেলায় বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহযোগিতায় স্যানিটেশন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এনজিও ফোরাম ফর ডিভল্পিওএসএস কুমিল্লা আঞ্চলের সহায়তায় ১৯৯৪ সনে স্থাপিত এই ভিএসসি কেন্দ্রে রিং স্লাব উৎপাদনের মাধ্যমে সুবর্ণচর উপজেলার চরবাটা, চর-আমানুল্যা, চরওয়াপদা, চরজুবিলী, পুর্বচরবাটা, মোহাম্মদপুর ও চরক্লার্ক ইউনিয়নের ও হাতিয়া উপজেলার বয়ারচর, নলের চর ও নাঙ্গলিয়া এলাকার স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে। একজন দক্ষ ম্যাশন দ্বারা দীর্ঘ সময় সার্বক্ষনিক ভাবে কেন্দ্রে উৎপাদন ও বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

সাগরিকা ভিএসসি কেন্দ্রে রিংস্লাব উৎপাদন

ভিএসসি কেন্দ্রের উৎপাদন ও বিক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পর্যাপ্ত পরিমাণ রিং, স্ল্যাব, ডাকনা ও উৎপাদনের মালামাল যেমন খোয়া, বালি, তার, প্লাস্টিক প্যানসাইফুন ও সিমেন্ট কেন্দ্রে মজুদ রয়েছে।

মালামালের উৎপাদন ও বিক্রয় তথ্য: (৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত)

ক্রমিক	মালামাল	সংখ্যা			আর্থিক মূল্যমান		
		উৎপাদন	বিক্রয়	মজুদ আছে	বিক্রয়	মজুদ আছে	মোট
১	রিং	৭৩৩	৬৮৬	৪৭	১৫৭৭৮০	১০৮১০	
২	স্লাব	৮১	৭০	১১	২২৪০০	৩৫২০	
৩	ডাকনা	৮৯	৭৯	১০	২০৫৪০	২৬০০	
৪	ভার্মিকম্পোস্ট রিং	১১৩	১১২	১	৭৪৪০০	৬০০	
৫	কনা			৮০০ ফুট		৮৮০০০	
৬	তার			১০০ কেজি		৭০০০	
৭	বালি			৫০০ ফুট		১৫০০০	
৮	সিমেন্ট			৮ ব্যাগ		৩৫৬০	
৯	ব্যাংক ব্যালেন্স					১২৯৯৪৯	
					২৭৫১২০	২৬১০৩৯	

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন কর্মসূচি :

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। দুর্যোগ তথা বিশেষ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মানব সমাজকে রক্ষার উদ্দেশ্য ও চেতনা নিয়েই মূলত সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলার উপকূলী অঞ্চল সমূহ সামুদ্রিক ঘুর্ণীঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল। টর্নেডো ও বজ্রপাতে প্রতিবছর বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিসহ প্রাণহানি সংঘটিত হচ্ছে। বর্তমানে সারা বিশ্বে কোভিড-১৯ করোনাভাইরাস মহামারি চলমান রয়েছে। এর ফলে সংস্থার কর্মএলাকা সমূহে ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছে এবং এ জনিত জটিলতায় আক্রান্ত মানুষের মৃত্যুও হচ্ছে। উপকূলীয় অঞ্চলে নদীভাঙ্গন একটি বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এর ফলে প্রতিবছর নদী নিকটবর্তী উপকূলবাসীর অনেকে জায়গাজমি হারিয়ে ছিন্নমূল হয়ে যাচ্ছে। উপকূলীয় অঞ্চলের জনগোষ্ঠী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষয়ক্ষতির শীকার হচ্ছে। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টিপাত, অস্বাভাবিক জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি এর ফলে মৌসুমী কৃষি আবাদ, জেলে জনগোষ্ঠী ও কৃষি শ্রমিক শ্রেণি তাদের পেশায় কর্মহীন হয়ে বছরের একটা সময়ে বেকারগ্রস্ত হয়ে তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যাহত হচ্ছে। প্রতিবছর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে মূলধারার কার্যক্রমের সাথে অঙ্গীভূত করে সংস্থার বার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা হয়। তদানুযায়ী কর্মএলাকায় দুর্যোগ সংঘটিত বা সংঘটিত হওয়ার আশংকা দেখা দিলে তাৎক্ষনিক ভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। সরকারের ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রমে অংশগ্রহণসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির ঘুর্ণীঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির ইউনিট টীমের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ ও সমন্বয় রাখা হয়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় পূর্ব অভিজ্ঞতা :

- ১৯৭০ সনে ১২ নভেম্বর নোয়াখালী জেলার উপকূলীয় চরাঞ্চল সমূহের উপর দিয়ে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণীঝড় ও জলোচ্ছ্বাস সংঘটিত হয়েছিল এবং সরকারি হিসাবে প্রায় ৫ লক্ষ লোকের প্রাণহানি সংঘটিত হয়েছিল। এর ফলে তখন এলাকার কাটা আমন ফসল ও ঘরে সংরক্ষিত ধান, গবাদি পশু, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, ব্যবসা বাণিজ্য, হাট বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সব ধ্বংস হয়ে যায়।
- দাতা সংস্থার অর্থায়নে ও নির্দেশনায় সংস্থা নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর ও হাতীয়া উপজেলায় উপকূলবর্তী অঞ্চলে ও জেলে পরিবার মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন প্রকল্প কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে।
- দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতিমূলক পূর্বাভাস/সংকেত ও নিরাপদ আশ্রয়ে গ্রহণের প্রচার, উদ্ধার, জরুরী ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ, পুনর্বাসন ইত্যাদি দর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা রয়েছে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সংস্থার এশটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসহ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দক্ষ জনবল, দুর্যোগ উপকরণ ও একটি কনটিনজেন্সী বা বিকল্প দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা রয়েছে।

যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস পালিত :

সংস্থা যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে ১৫ আগস্ট ২০২০ খ্রি: জাতীয় শোক দিবস পালন করে থাকে। সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের সভা কক্ষে সংস্থার সকল পর্যায়ের স্টাফদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের মহানয়কের প্রতি সকলে শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁর মহান আদর্শ ও স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য তাঁরই সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘায়ু কামনা করে আলোচনা ও দোয়া করা হয়।

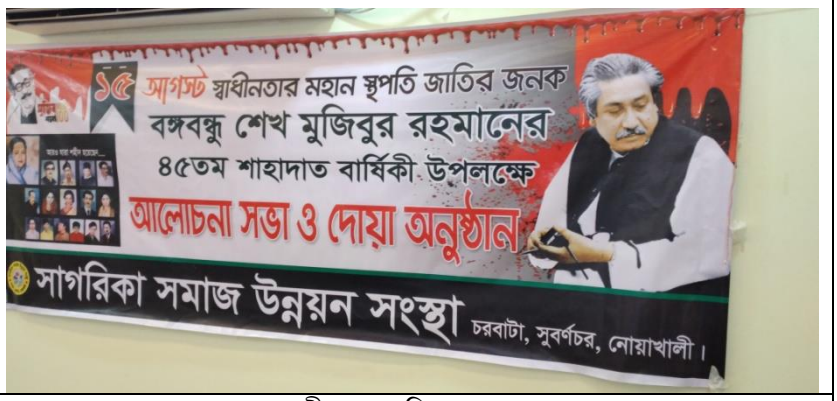

জাতীয় শোক দিবসের বেনার

অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন :

প্রতি বছরের মত এ বছর সংস্থা কর্তৃক জাতীয় দিবস সমূহ যেমন ২১ ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ, ৮ই মাচ আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্ম ও জাতীয় শিশু দিবস, ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস, ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হয়। সংস্থা প্রকল্পের আওতায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস সমূহ প্রকল্পের কর্মএলাকাতেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করেছে। সংস্থা উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে সরকারি প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠান সমূহে অংশগ্রহণ ও সহায়তা প্রদান করেছে।

জাতীয় শোক দিবসে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম।	জাতীয় শোক দিবসে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ শামছুল হক।

সাংস্কৃতিক শিক্ষা কর্মসূচী :

চরবাটা খাসের হাট উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে সঙ্গীত প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী পর্বে বক্তব্য রাখছেন সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো: সাইফুল ইসলাম । পাশে রয়েছেন অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকবৃন্দ, সম্মানীয় বিচারকমন্ডলী সহ অন্যান্য সম্মানিয় উপস্থিতি।	চরবাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ও সৈকত সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মো: মোনায়েম খান মহোদয়ের সন্তান ২০২০ সনে সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ে উন্নীত আমাদের প্রিয় ক্ষুদে শিল্পী আদিব প্রতিযোগিতায় সঙ্গীত পরিবেশন করছে।	মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা প্রত্যক্ষ করছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব সাইফুল ইসলাম।

সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের মধ্য দিয়ে একটি জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। আর এই সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল ক্রমবিকাশের মাধ্যমে যে কোন জাতির ও জনপদের ধর্ম ও বর্ণ ভেদাভেদে পরিমার্জিত, পরিশীলিত ও শান্তিময় অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠে । সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণের কাছে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়নের ধারণা সহজ ও কার্যকরভাবে প্রতিফলন করা যায়। সংস্থা প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সাগরিকার কর্মী এবং স্থানীয় সাংস্কৃতিক কর্মী ও কলা কৌশলীদের সমন্বয়ে একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী নিয়ে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির জন্যে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ১৯৯২ সাল থেকে সংস্থা শিশুদের সাংস্কৃতিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে ২০০৭ সাল থেকে সুবর্ণচর সাগরিকা সাংস্কৃতিক ফোরাম সংগঠনের নামে নোয়াখালী সমাজ সেবা অধিদপ্তরের রেজিষ্ট্রেশন নিয়ে উক্ত শিক্ষা কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালনা করে আসছে।

কাটাবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সংস্থার পক্ষ থেকে হারমোনিয়াম প্রদান।	সঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষাদান পরিচালনা করা হচ্ছে

সুবর্ণচর উপজেলার স্কুল কলেজের বিশেষ করে এলাকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েদের সাংস্কৃতিক বিষয়ে বুনিয়াদি শিক্ষায় দক্ষতাসৃষ্টি, জাতীয় দিবস ও উৎসব সমূহে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষিত স্থানীয় শিল্পী ও কলাকুশলীদের সুন্দর পরিবেশনা উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যেই সংস্থা সুবর্ণচর সাগরিকা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। এই সংগঠনটি সপ্তাহে ১দিন সংগীত ও নৃত্য শিক্ষা স্কুল চালু রেখেছে ও ছেলে-মেয়েদের বুনিয়াদি শিক্ষায় গড়ে তুলার জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২ জন দক্ষ প্রশিক্ষক (গান ও নৃত্য) ও ১ জন দক্ষ তবলচি দ্বারা শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। বছরের বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার্থীরা জাতীয় দিবস ও বৈশাখী উৎসবে মনমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছে। এর ফলে সুবর্ণচর উপজেলার উপকূলীয় অঞ্চলের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সাংস্কৃতিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সমাজে প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক চিন্তা চেতনার উন্মেষ সাধিত হচ্ছে।

মাইজদী শহীদ মিনার সংলগ্ন বিজয় মেলা মঞ্চে সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করছে সুবর্ণচর সাগরিকা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর ক্ষুদে শিক্ষার্থীবৃন্দ

মানবিক সহায়তামূলক কার্যক্রম :

সংস্থা প্রতি বছর কর্মএলাকায় মানবিক সহায়তামূলক কিছু কার্যক্রম করে থাকে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অগ্নীকান্ড, দুস্থ-দের চিকিৎসা, ছাত্র-ছাত্রীদের বোর্ড রেজিস্ট্রেশন ও পরীক্ষার ফী, দুস্থ ছেলে মেয়েদের বিবাহ, উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এর ফলে উপকারভোগীবৃন্দ উপকৃত হয়েছে।

সংস্থার মানবিক সহায়তামূলক আর্থিক সহায়তার তথ্য (২০২০-২১):

ক্রমিক	সহায়তার ধরন	উপকারভোগী	উপকারভোগী/কার্য্য সংখ্যা	প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ
১	পাঠ্য বই বিতরণ	এইচএসসি ছাত্র-ছাত্রী	২১	২৩৬২৮
২	পরীক্ষার ফরম পূরণ	এসএসসি ও এইচএসসি	২১	৭১৩৪২
৩	চিকিৎসা	অতিদরিদ্র	২২	১১০০০
৪	প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন	মন্দির, মসজিদ, মাদ্রাসা	১৫	১১৮২০০
৫	বিবাহ	অতিদরিদ্র পরিবার	৩	৯০০০
৬	খেলাধুলার উন্নয়ন	সামাজিক সংগঠন	২	১৫০০০
৭	শিক্ষকদের ভাতা	উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা	বার্ষিক	৩৯৫০০০
৮	প্রশিক্ষক ভাতা (৩ জন)	সাংস্কৃতিক শিক্ষা স্কুল	বার্ষিক	১৫৯৫০০
			সর্বমোট	**৮০২৬৭০**

প্রয়াত সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও নির্বাহী পরিচালকের মৃত্যু বার্ষিকী পালন

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালকের মৃত্যু বার্ষিকীতে দোয়া ও আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সুবর্ণচর উপজেলার চেয়াম্যান ও নোয়াখালী জেলা আওয়ামলীগের সম্মানিয় সভাপতি অধ্যক্ষ এ,এইচ,এম খায়রুল আনম চৌধুরী সেলিম

৮ নভেম্বর সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মরহুম ফজলুল হক (হক সাহেব) এর ২৪তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়। মৃত্যু বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের উদ্দেশ্যে এই দিন সংস্থায় সাধারণ ছুটি থাকে ও সংস্থার সকল কর্মকর্তা ও স্টাফবৃন্দ উপস্থিত থাকেন। প্রতি বছরের মত ৮ নভেম্বর '২০১৯ তারিখে পবিত্র কুরআন খানি, মিলাদ মাহফিল, কবর জিয়ারত ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদায় সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালকের মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা হয়। আলোচনা সভার শুরুতে মরহুমসহ সাধারণ পরিষদ ও পরিচালনা পরিষদের প্রয়াত সকলের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করে মহান স্রষ্টার নিকট প্রার্থনা করা হয়। সভায় সংস্থার পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ মোনায়েম খান সভাপতিত্ব করেন। আলোচনা সভায় বক্তাগণ এই মহান সমাজ সেবকের সমাজের উন্নয়নে তাঁর বিভিন্ন অবদানের উপর স্মৃতিচারণ করে তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবদেন করেন। আলোচকগণ তাঁর আদার্শ অনুসরণ করে সংস্থার সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মীবৃন্দকে সংস্থার ঋণ কার্যক্রমসহ সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করার ও সমাজের নেতৃবৃন্দকে সামাজিক পর্যায়ে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনায় অবদান রাখার আহবান জানান।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার সভাপতি ও সৈকত সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মোহাম্মদ মোনায়েম খান।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান।

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালকের মৃত্যু বার্ষিকীতে দোয়া ও আলোচনা সভায় মরহুমের জন্য দোয়া করা হচ্ছে।

সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো: রুহুল মতিন এর মৃত্যু বার্ষিকী পালন

২২ ফেব্রুয়ারী-২০২০খ্রিঃ তারিখে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মরহুম মোঃ রুহুল মতিন এর ১ম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়। মৃত্যু বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের উদ্দেশ্যে এই দিন সংস্থার কর্মকর্তা ও স্টাফবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত দিবসে পবিত্র কুরআন খানি, মিলাদ মাহফিল, কবর জিয়ারত ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদায় সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মরহুম মোঃ রুহুল মতিন এর মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা হয়। আলোচনা সভার শুরুতে মরহুমসহ সাধারণ পরিষদ ও পরিচালনা পরিষদের প্রয়াত সকলের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করে মহান স্রষ্টার নিকট প্রার্থনা করা হয়। সভায় সংস্থার পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জনাব মো: মোনায়েম খান সভাপতিত্ব করেন। আলোচনা সভায় বক্তাগণ সমাজের উন্নয়নে তাঁর বিভিন্ন অবদানের উপর, তার সততা ও নিষ্ঠার বিষয়ে স্মৃতিচারণ করে তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবদেন করেন। আলোচকগণ বলেন মরহুম রুহুল মতিন সংস্থায় দীর্ঘ ২২ বছর কাজ করে যে সুনাম অর্জনের মাধমে আধুনিক সাগরিকা গড়ে তুলেছেন, তাঁর আদার্শ অনুসরণ করে সংস্থার সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মীবৃন্দকে সংস্থার ঋণ কার্যক্রমসহ সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করার ও সমাজের নেতৃবৃন্দকে সামাজিক পর্যায়ে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনায় অবদান রাখার আহবান জানান।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার সহ-সভাপতি ও চরবাটা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ শামছুজ্জামান নিজাম।	আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান।	আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার সহকারী পরিচালক(মাইক্রোফিন্যান্স) জনাব মোঃ শামছুল হক।	আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার ঋণ সমন্বয়কারী (এম.ই) জনাব মোঃ মহিব উল্যাহ ।	আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন খাসেরহাট বাজারের বিশিস্ট ব্যবসায়ী জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন।

সংস্থার ব্যবস্থাপনা কমিটি বিষয়ক তথ্য

ব্যবস্থাপনা স্তর	পুরুষ	মহিলা	মোট
সাধারণ পরিষদ	১০	১৩	২৩
কার্যনির্বাহী পরিষদ	০৩	০৪	০৭
অ্যাডভাইজরী পরিষদ	০৪	০১	০৫
ম্যানেজমেন্ট কমিটি	০৬	-	০৬

সংস্থার বর্তমান কর্মরত জনবল তথ্য :

সংস্থায় মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচির আওতায় ৩৮৫ জন স্টাফ ও অনুদান ভিত্তিক ২৪৯ জন সহ সর্বমোট ৬৩৪ জন স্টাফ কর্মরত রয়েছে। উল্লেখিত জনবল বিষয় ভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দীর্ঘ অভিজ্ঞতা নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর ফলে সংস্থা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি বেকার শিক্ষিত যুব সমাজের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

ক্রমিক	কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	পুরুষ	মহিলা	মোট
০১	মাইক্রো ফাইন্যান্স (ঋণ) কর্মসূচি	৩৩৯	৪৬	৩৮৫
০২	উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষাকর্মসূচি-ইএসপি (ব্র্যাক পরিচালিত ৫০জন, সংস্থার নিজস্ব- ৩২ জন)	৪	৭৮	৮২
০৩	সাগরিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও স্বাস্থ্য কর্মসূচি (এমবিবিএস ও স্পেসিয়ালিস্ট ডাক্তার-২ জন, প্যাথলজিস্ট-১ জন ও সহকারী ১ জন)	৩	২	৫
০৪	কৃষি ইউনিট, প্রাণিসম্পদ এবং মৎস্য ইউনিট (কৃষি কর্মকর্তা (কৃষিবিদ)- ১জন, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (ভ্যাটেনারী সার্জন)- ১জন, মৎস্য কর্মকর্তা-১জন ও সহকারিবৃন্দ	৬	-	৬
০৫	সমৃদ্ধি কর্মসুচি(চর আমানউল্যা ইউনিয়ন)	৭	৪৬	৫৩
০৬	সমৃদ্ধি কর্মসূচি (চর এলাহী ইউনিয়ন)	৭	৫৫	৬২

০৭	প্রবীণ কল্যাণ কর্মসূচি (চর এলাহী ইউনিয়ন)	১	-	১
০৮	প্রবীণ কল্যাণ কর্মসূচি (চর আমানউল্যাইউনিয়ন)	১	-	১
০৯	কৈশোর কর্মসূচি	২	১	৩
১০	ভেড়াপালন কর্মসূচি (সহকারী)	১	-	১
১১	লিফ্‌ট (কুচিয়া)	১	-	১
১২	সাংস্কৃতিক শিক্ষা কর্মসূচি (সঙ্গীত, নৃত্য ও তবলা প্রশিক্ষক)	৩	-	৩
১৩	সাগরিকা গ্রামীণ স্যানিটেশন কেন্দ্র	১	-	১
১৪	Others support staff	৩	২৭	৩০
১৫				
	সর্বমোট=	৩৭৯	২৫৫	৬৩৪

সংস্থার সাধারণ ও কার্যকরী কমিটি

সংস্থার অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক ২টি সভা যথাক্রমে ১২/০১/২০১৯ তারিখে অর্ধবার্ষিক ও ২৮/০৬/২০১৯ তারিখে ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরিচালনা পর্ষদের সভা প্রতি ২ মাসে ১টি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংস্থার বিশেষ প্রয়োজনে পরিচলনা পর্ষদ একাধিক সভা আহবান ও অনুষ্ঠান করে থাকেন। ০১/০৭/২০১৮ তারিখ থেকে ৩০/০৬/২০২১ তারিখ পর্যন্ত ৩ বৎসর মেয়াদের জন্য ০৭ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি নির্বাচিত হয়েছে। নোয়াখালী জেলা সমাজ সেবা কর্তৃক কার্যকরী কমিটি অনুমোদন দেয়া হয়েছে। অনুমোদিত কমিটির তালিকা নিম্নের সারণীতে দেয়া হল।

বার্ষিক সাধারণ সভার প্রারম্ভে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা ও সংস্থার উত্তোলন করা হচ্ছে।

সভায় সংস্থার সার্বিক অগ্রগতি ও বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সাইফল ইসলাম।

সভার সমাপণী বক্তব্য প্রদান করছেন সংস্থার সভাপতি জনাব মোহাম্মদ মোনায়েম খান।

বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করছেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক জনাব মো: মীজানুর রহমান।

সংস্থার ঋণ কর্মসূচির অগ্রগতি প্রতিবেদন ও বার্ষিক পরিকল্পনা উপস্থাপন করছেন সংস্থার সহকারী পরিচালক(মাইক্রোফিন্যান্স) জনাব মোঃ শামছুল হক।

সংস্থার কার্যকরী কমিটি :

ক্রমিক	ইাম	পদবী	ঠিকানা	মোবাইল নম্বর
১	মোহাম্মদ মোনায়েম খান	সভাপতি	গ্রাম:- পুর্ব চরবাটা, পোষ্ট:-আনছার মিয়ারহাট, উপজেলা-সুবর্ণচর, জেলা-নোয়াখালী।	০১৭১৮-৫৭৫৭৮৮
২	মোহাম্মদ শামছুজ্জামান নিজাম	সহ- সভাপতি	গ্রাম:- মধ্য চরবাটা, পোষ্ট:-চরবাটা, উপজেলা-সুবর্ণচর, জেলা-নোয়াখালী।	০১৭১২-১৪৩৪৪৯
৩	মীজানুর রহমান	সাধারণ সম্পাদক	গ্রাম-মধ্য চরবাটা, পোষ্ট:-চরবাটা, উপজেলা-সুবর্ণচর, জেলা-নোয়াখালী।	০১৭১৮-৩২২৩৪৭
৪	প্রীতিরানী দাস	সহ-সাধারণ সম্পাদক	গ্রাম :- বজলুল করিম, পোষ্ট:-চরবাটা, উপজেলা-সুবর্ণচর, জেলা-নোয়াখালী।	০১৭৪৭-২৭৫৯৫৯
৫	শ্রীমতি শ্যামলী দাস লিলি	কোষাধ্যক্ষ	গ্রাম:-চর আমানুল্যা, পোঃ-চরবাটা উপজেলা-সুবর্ণচর, জেলা-নোয়াখালী।	০১৭২২-৫১৬৩৩৮
৬	রোকেয়া বেগম	সদস্য	গ্রাম-দক্ষিণ কচ্ছপিয়া,পোষ্ট:-হাবিবুল্লাহ মিয়ারহাট, উপজেলা-সুবর্ণচর, জেলা-নোয়াখালী।	০১৭৬৩-২৪৪৫৬৬
৭	সাহিদা আক্তার	সদস্য	গ্রাম-চরবাটা, পোষ্ট:-চরবাটা, উপজেলা-সুবর্ণচর, জেলা-নোয়াখালী।	০১৭৩৮-৪৮০২৪২

সাধারণ পরিষদের সম্মানীয় সদস্য/সদস্যাবৃন্দের তালিকা :

ক্রমিক নং	সাধারণ পরিষদের সদস্যদের নাম	পিতা/স্বামীরনাম	পদবী	মোবাইল নম্বর
১	মোহাম্মদ মোনায়েম খান	মোহা: আলী আহাম্মদ	সভাপতি	০১৭১৮-৫৭৫৭৮৮
২	মো: শামছুজ্জামান নিজাম	মৃত-দীন মোহাম্মদ	সহ-সভাপতি	০১৭১২-১৪৩৪৪৯
৩	মীজানুর রহমান	মৃত-আবুল কালাম আজাদ	সাধারণ সম্পাদক	০১৭১৮-৩২২৩৪৭
৪	প্রীতিরানী দাস	চিরুরঞ্জন দাস	সহ-সাধারণ সম্পাদক	০১৭৪৭-২৭৫৯৫৯
৫	শ্যামলী দাস (লিলি)	রাম চন্দ্র দাস	কোষাধ্যক্ষ	০১৭২২-৫১৬৩৩৮
৬	রোকেয়া বেগম	মোহা: শামছুল হক	সদস্য	০১৭৬৩-২৪৪৫৬৬
৭	শাহিদা আক্তার মিলি	এ.কে.এম ফখরুল ইসলাম	সদস্য	০১৭৩৮-৪৮০২৪২
৮	মোহাম্মদ মোস্তফা	মৌলভী ছালামত উল্যাহ	উপদেষ্টা সভাপতি	
৯	বাবুদিলীপ চন্দ্র দাস	বরধাকান্ত দাস	উপদেষ্টা সদস্য	০১৭১৯-১৪৪১৬৫
১০	প্রতিমারানী দাস	কর্ণজিত দাস	উপদেষ্টা সদস্য	০১৮১৫-৬০৩৯৩৩
১১	জনাব মায়মুনা বেগম	মৃত-মোহাঃ ফজলুল হক	উপদেষ্টা সদস্য	০১৭৩১-৬১৫১২১
১২	জনাব গোলাম মাওলা	মৃত-মুন্সি আবদুল কাদের	উপদেষ্টা সদস্য	০১৭১০-৬৪০২১৮
১৩	মিসেস নাছিমবানু	মৃত- এ.কে.এম আবুল কাশেম	আজীবন সদস্য	০১৭১২-৮৭৪১৫৭
১৪	মোঃ সাইফুল ইসলাম	নির্বাহী পরিচালক	সদস্য সচিব	০১৮৬৫-০৪১২০২
১৫	মোহাম্মদ আবদুল্যাহ	মোহা: মুরশেদ আলম	সদস্য	০১৭১৬-৯০৩১১৩
১৬	গন্ধ্য রানী দাস	হিরলাল চন্দ্র দাস	সদস্য	
১৭	মোহা: ইস্রাইল	মৃত-হাজী আলী আজ্জম	সদস্য	০১৭১২-৯৭৭৬৭৫
১৮	বাবু গৌরাঙ্গ চন্দ্র দাস	মৃত জোতেন্দ্র কুমার দাস	সদস্য	০১৭২৯-৬৬৮১৭৫
১৯	হোছনেয়ারা বেগম	মো: আবদুল্যাহ মুন্সী	সদস্য	০১৮২৮-৯৪২৬০৪
২০	লায়লা বেগম	চেট্রুমিয়া	সদস্য	০১৭৫৪-০৮২১১৩
২১	মনোয়ারা বেগম	মৃত-আবদুল হালিম	সদস্য	০১৭২০-৯৭৩৮৬২
২২	শিল্পী রানী মজুমদার	ধর্মরাজ মজুমদার	সদস্য	০১৮২১-১৬৪৪২১
২৩	মারজানা আকতার	মোঃ সাহাব উদ্দিন	সদস্য	০১৮৪৩-৭৩৪০৮৬

হিসাব বিভাগঃ

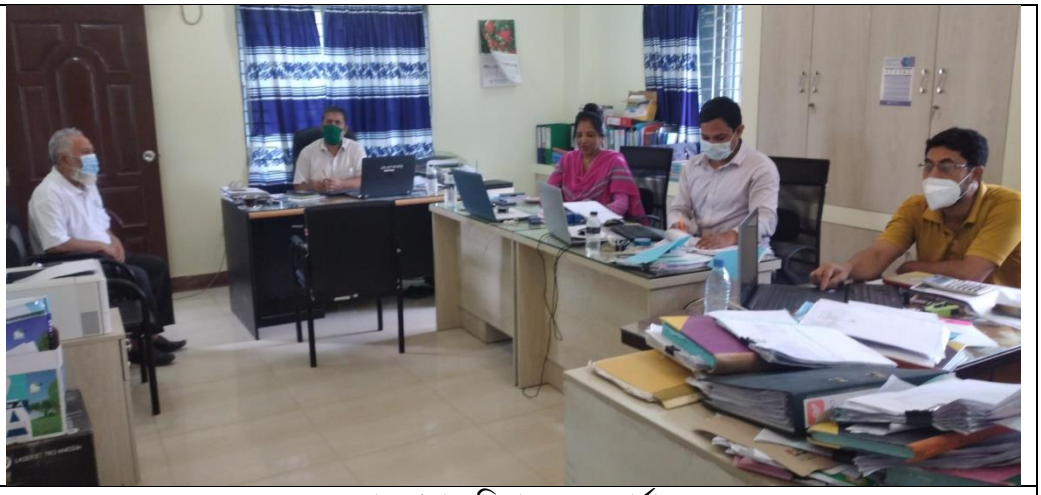

সংস্থার প্রধান হিসাবরক্ষন কার্যালয়

প্রকল্প ও কর্মসুচী ভিত্তিক ২০১৯- ২০ অর্থবছরের বাজেট ও খরচের বিবরণী এবং ২০২০-২১ অর্থবছরের অনুমোদিত খরচের বাজেট :

ক্রমিক	কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	অর্থবছর ২০১৯-২০২০ অগ্রগতি			২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ		
		বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত খরচ	খরচের হার	মোট বাজেট	সংস্থার কন্ট্রিবিউশান	সংস্থার কন্ট্রিবিউশান %
১	মাইক্রো ফাইন্যান্স (ঋণ) কর্মসূচি	**২৭৯,৬২৪,৭৫৪**	**২৫৩,১৬৩,৫৬৮**	৯১%	২৯৮,৯৪৪,৯১২	২৯৮,৯৪৪,৯১২	১০০%
২	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসুচী (ইএসপি)	৩৭৯৬৯৭১	৩,১৫৫,৬৫৮	৮৩%	৩২৩৩০৭২	৬,০০,০০০	১৮%
৩	সাগরিকা কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক	১,৫৮৫,০৩৬	১,০৭৮,২৫২	৭০%	২২৩০৩০৬	১২২৭০৮০	৪৮%
৪	কৃষি ইউনিট	১,৮৬৯,৭০০	১,৭৩৮,৭৩৫	৯৩%	১,৬৯৫,৭০০	৫২৬,৬৯৫	৩১%
৫	প্রাণি সম্পদ ইউনিট	২,৭২২,০৩০	২,১০১,৫৭৪	৭৭%	১,৯৩৭,৭২০	৫৩৫,৭৬৫	২৮%
৬	মৎস্য ইউনিট	২,৮৩২,৯৫০	২,৭৮৭,১৬১	৯৮%	২,৩৫৪,৩০০	৬০৬,৬৩০	২৬%
৭	লিফট কুচিয়া	২১৭৯০০০	১,২৫৯,১০১	৫৮%	৬০১৫০০	৯৭৯০০	১৬%
৮	উন্নত জাতের ভেড়া প্রকল্প	১,৩১১,৮৬০	১,৫৬৯,৫৮৫	১২০%	৩৫৫০১৬২	২৯২৪৮৪২	৪১%
৯	সমৃদ্ধি কর্মসুচী(চরএলাহী)	৪৩৫০২৮০	৪২০৬৪৫৪	৯৭%	৪৩০৬৬৫০	৬৭৮,১৬০	১৬%
১০	সমৃদ্ধি কর্মসুচী(চর আমান উল্লা)	৩৪৯৯৯৮২	৩২৭২১৯৪	৯৩.৪৯ %	৪০৫৯২৯০	৬৩৪৬৪০	১৬%
১১	প্রবীণ কল্যাণ কর্মসুচী চর এলাহী	১২৭৩৪৪০	১০৪০২৯০	৮২%	১,১২৫,০০০	৪৮৬,৭৭০	৪৩%
১২	প্রবীণ কল্যাণ কর্মসুচী চর আমান উল্যা	১২৭৩৪৪০	১০৭৭৮৫১	৮৪.৬৪ %	১১১৯২৪০	৪৮১০১০	৪২%
১৩	সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসুচী	১,২৯৬,৩০০	৮৪৩,৬৮১	৬৫%	৩,৫০,০০০	৩,৫০,০০০	১০০%
১৪	কৈশোর কর্মসূচি	১,৩৩৩,০০০	৯৪৩,৪৫২	৭১%	১৮৩৬০০০	৭৩৪৪০০	৪০%

১৫	সাগরিকা সাংস্কৃতিক শিক্ষা কর্মসূচি	৪৫০,০০০	১৫৯,৫০০	৩৫%	৩,৫০,০০০	৩,৫০,০০০	১০০%
১৬	দিশারী কর্মসূচি	১০০০০০	৩৭৪৩৩	৩৭%	-	-	-
১৭	সামাজিক উন্নয়ন কর্মসুচী	৪০০,০০০	১,৫৮,২২২	৪০%	৪০০,০০০	৪০০,০০০	১০০%
১৮	পেকিন হাঁস	-	-	-	১২০১০০০	১০৪৮০০	৯%
১৯	কালার বয়লার	-	-	-	১৫৪৯৬০০	১২০৫২০	৮%
২০	ওয়াটসান প্রকল্প (স্যানিটেশান)	৩১৭১৯৫	২৪৭৭০৮	৭৯%	২৫৩৫২৫	২৫৩৫২৫	১০০%
২১	জেনারেল ফান্ড	২৪১৬৭৩০	১৬৮১৪৬৪	৬০%	১৭৮৯৫০০	১৭৮৯৫০০	১০০%
	সর্বমোট ঃ	**৩১২,৬৩২,৬৬৮**	**২৮০,৩৬৩,৬৬১**		**৩৩২,১৮৭,৪৭৭**	**৩১০,৫৪৭,১৪৯**	

আইটি সেকশনের বার্ষিক প্রতিবেদন

একবিংশ শতাব্দীর এই বিশ্বায়নের যুগে তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার সর্বত্র বিদ্যমান। বাংলাদেশে একটু দেরীতে হলে ও এর ব্যবহার ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে প্রযুক্তি ছাড়া গোটা পৃথিবীই আজ অচল। গবেষণা থেকে শুরু করে, ব্যবসা, শিক্ষা, কৃষি, চিকিৎসাসহ ঘরে-বাইরে, মহাকাশে, সমুদ্রে সকল ক্ষেত্রেই আজ প্রযুক্তির ছোঁয়া।

উদ্দেশ্য সমূহ:

- সংস্থার শাখা ও প্রধান কার্যালয়ের হিসাব সংক্রান্ত সফটওয়্যারের জটিলতা ও সমস্যার সমাধান করে হিসাব কার্যক্রমকে সচল রাখা।
- সংস্থার শাখা পর্যায়ের স্টাপদের কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম ও এপ্লিকেশন সিস্টেমের ব্যবহার সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তারা যেন অর্পিত দায়িত্ব সমূহ সফলভাবে সম্পাদন করতে পারে।
- সংস্থায় কর্মকর্তাদের কম্পিউটার ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতাবৃদ্ধি করা।
- সংস্থার সকল কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ সমূহের রক্ষনাবেক্ষন করা।
- সংস্থার সকল তথ্যের ডাটাবেজ গড়ে তোলা ও তাহা সংরক্ষণ করা।
- সংস্থার ওয়েভসাইট ম্যানটেন্যান্স ও নিয়মিত আপডেট রাখা।

বিভাগের চলমান কার্যক্রম :

ক্রমিক	কার্যক্রম বিবরণ		কার্যক্রম বিবরণ
০১	কম্পিউটার ও ল্যাপটপের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার বিষয়ক সমস্যার সমাধান করা।	০৫	সংস্থার এটেন্ডডেন্স সফটওয়্যারের মাধ্যমে সকল স্টাফদের এটেন্ডডেন্স নিশ্চিত করা।
০২	এসেন্ড মাইক্রো-ফিনেন্স ও সংস্থার একাউন্টস সফটওয়্যার।	০৬	এইচ আর ম্যানেজম্যান্ট সফটওয়্যার এবং ইনভেন্টরী সফটওয়্যার নিয়মিত আপডেট করা।
০৩	ওয়েভ সাইট ডেভেলোপমেন্ট, ম্যানটেইনেন্স ও নিয়মিত আপডেট রাখা।	০৭	অনলাইন বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম যথা: বিডি জবস, ইউরো-এইড, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথিরিটিতে মাসিক ও অর্ধ-বার্ষিকী রিপোর্ট প্রদান করা।
০৪	সার্বক্ষনিক ওয়াইফাই নেটওয়ার্কীং সচল রাখা		

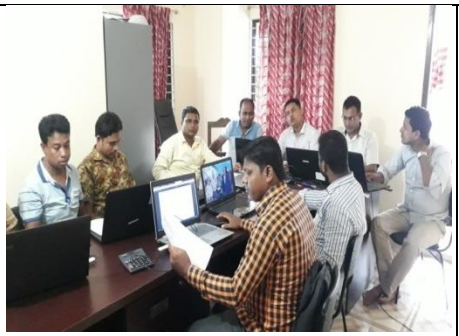

আইটি সেকশনে সফ্‌টওয়ার এবং ওয়েবেবেইজ্‌ড কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে

পিকেএসএফ উন্নয়ন মেলা ২০১৯

পিকেএসএফ উন্নয়ন মেলা ২০১৯ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ১৪ নভেম্বর ২০১৯ খ্রি: তারিখ দিনের শুরুতে উদ্ভোদন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কণ্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা মেলার শুভ উদ্ভোধন করেন। উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর সাথে ছিলেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব এএইচএম মোস্তফা কামাল এমপি, সাবেক কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী এমপি। পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। পিকেএসএফ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মঈনউদ্দিন আবদুল্যাহ স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। মেলায় পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাসহ সর্বমোট ১২৫ টি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গবেষনা এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে থাকে। মেলাতে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় সহযোগী সংস্থা কর্তৃক সহায়তা প্রাপ্ত তৃনমূল পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাতকৃত বিভিন্ন ধরনের পণ্য মেলার ১৯০টি সুসজ্জিত স্টলে প্রদর্শীত হয়।

মাননীয় প্রধান মন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কণ্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক স্টল পরিদর্শন

সাগিরাকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা এর সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য ও উপকূলীয় অঞ্চলের ঐতিহ্য টকদই, খেজুরের মিঠাই, ঘি, মিষ্টি, চিনাবাদাম, কুচিয়া ও কাঁকড়াসহ নানাবিদ কৃষি ও কারু পণ্য প্রদর্শন করে স্টল স্থাপন করা হয়। রাজধানীতে নগরবাসী সংস্থার প্রদর্শীত মালামাল গুলোর দিকে বেশ আকৃষ্ট হয় এবং কিনে নিয়ে যায়। সংস্থাকে মেলা চলাকালীন পণ্য দ্রব্য সমূহের যোগান নিশ্চিত করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। স্টল দর্শনার্থীগণ ভবিষ্যতে আরও অধিতর মালামাল যোগানের প্রত্যাশা ও আগ্রহ প্রকাশ করে।

পিকেএসএফ উন্নয়ন মেলা ২০১৯ সংস্থার স্টল পরিদর্শন করেন পিকেএসএফ এর ডিএমডি ড. জসীম উদ্দিন ও সস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম।

পিকেএসএফ উন্নয়ন মেলা ২০১৯ সংস্থার স্টল পরিদর্শন করেন পিকেএসএফ এর ডিএমডি জনাব মো: ফজলুল কাদের ও সাথে রয়েছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম।

পিকেএসএফ উন্নয়ন মেলা, ২০১৯ সংস্থার স্টল পরিদর্শন করেন পিকেএসএফ এর ডিএমডি জনাব মো: গোলাম তৌহিদ ও ডিজিএম আবদুল মতিন এবং উপস্থিত রয়েছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম।

মেলায় মাইক্রো ফাইন্যান্সসহ বিভিন্ন উন্নয়ন ও সামাজিক বিষয়ভিত্তিক দেশ বরেণ্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গে অংশগ্রহণে সেমিনার ও জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী ও কলাকুশলী এবং বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক পর্ব নিয়ে সান্ধ্যকালীন মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ২০ নভেম্বর, ২০ আলোকোজ্জ্বল সমাপণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৭দিন ব্যাপী মেলার সফল সমাপ্তী টানা হয়।

সংস্থার মাইক্রোফিন্যান্স এর অডিট ব্যালেন্সশীট: (নীচের ৩টি সংযুক্তি পরিবর্তন হবে)

SAGARIKA SAMAJ UNNAYAN SANGSTHA (SSUS)
Micro Credit Program
Funded by: Palli Karma Shahayak Foundation (PKSF)
Statement of Financial Position
As at 30 June 2019

Particulars	Notes	Amount in Tk.	
		2018-2019	2017-2018
Properties & Assets :			
A.Non-Current Assets:			
Property, Plant & Equipment	6.00	51,779,918	37,049,598
Total Non-Current Assets		**51,779,918**	**37,049,598**
Current Assets:			
Investment on FDR	7.00	74,934,014	58,496,430
Loan to Members	8.00	1,301,605,152	1,013,033,089
Accounts Receivable	9.00	17,840,150	10,988,344
Interest Receivable on FDR	10.00	2,273,164	1,724,754
Staff Loan	11.00	9,241,147	7,481,780
Advance,Deposits & Prepayments	12.00	411,500	423,800
Cash & cash equivalent	13.00	32,037,623	43,264,021
Total Current Assets		**1,438,342,750**	**1,135,412,218**
Total Property and Assets:		**1,490,122,668**	**1,172,461,816**
Capital Fund & Liabilities:			
Capital Fund:			
Cumulative Surplus	14.00	247,711,529	212,087,677
Statutory Reserve Fund	15.00	27,523,503	23,565,298
Total Capital Fund		**275,235,032**	**235,652,975**
B. Long Term Liabilities:			
Loan from PKSF	16.00	172,328,402	110,633,329
Total Long Term Liabilities		**172,328,402**	**110,633,329**
C. Current Liabilities:			
Members Savings Deposits	17.00	563,761,365	426,283,728
Loan Loss Provision(LLP)	18.00	22,676,971	16,196,018
Provission For Expense	19.00	14,235,735	7,229,890
Tax & Vat	20.00	8,903	49,827
Loan From Others	21.00	206,022,826	165,993,350
Member Welfare Fund	22.00	30,986,307	23,321,874
Samredee Fund	23.00	4,742,510	2,010,534
Inactive Member Saving	24.00	1,453,027	790,291
Amount Payable to PKSF within next 12 months		198,671,590	184,300,000
Total Current Liabilities		**1,042,559,234**	**826,175,512**
Total Liabilities and Fund		**1,490,122,668**	**1,172,461,816**

The accompanying notes form an integral part of this financial statements

Accounts Officer
A.K.M. Fakhrul Islam
Coordinator (Finance)
Sagarika Samaj Unnayan Sangstha
Charbata, Subamachar, Noakhali.

Subject to our separate report of even date

Executive Director
Md. Saiful Islam
Executive Director
SAGARIKA SAMAJ UNNAYAN SANGSTHA
Charbata, Subamachar, Noakhali

AKHTAR AMIR & CO.
Chartered Accountants

Dhaka 25 August, 2019

Page 2

সংস্থার কনসোলিডেটেড অডিট ব্যালেন্সশীট:

SAGARIKA SAMAJ UNNAYAN SANGSTHA (SSUS)
Consolidated Statement of Financial Position
As at 30 June 2019

Particulars	Notes	Amount in Tk. 2018-2019	Amount in Tk. 2017-2018
Property & Assets:			
Non-Current Assets:			
Property,plant & Equipement	5.00	62,329,374	47,022,313
HBA/Ravix vaccine	6.00	12,347	24,867
Investment	7.00	80,151,350	63,399,192
Current Assets:			
Loan to Members	8.00	1,301,605,152	1,018,293,214
Loan to Micro credit program	9.00	-	
Loan to other projects	10.00	84,910,000	66,002,030
Accounts Receivable	11.00	17,840,150	10,988,344
Interest Receivable on FDR	12.00	2,363,015	1,816,646
Advance,Deposits & prepayments	13.00	466,500	529,800
Misappropriation Fund (BY Staff)	14.00		
Loan to Staff	15.00	15,641,634	7,481,780
Stock (Sanitation materials)	16.00	45,472	70,781
Petty cash	17.00	10,000	10,000
Cash & Cash Equivalent	18.00	33,833,064	45,255,884
Total Property & Assets:		**1,599,208,058**	**1,260,894,851**
Fund and Liabilities:			
Capital Fund:			
Cumulative Surplus	19.00	352,766,640	297,132,754
Statatury Reserve Fund	20.00	27,523,503	23,565,298
Loan from PKSF	21.00	172,328,402	110,633,329
Current Liabilities:			
Loan from Other projects	22.00	209,832,826	167,948,350
Provision for Expenses	23.00	14,259,666	7,260,376
Members Savings Deposits	24.00	563,761,365	426,283,728
Loan Loss Provision	25.00	22,676,971	16,196,018
Inactive Member's Savings	26.00	1,453,027	790,291
Accounts Payable	27.00	42,000	42,000
Member Welfare Fund	28.00	30,986,307	23,321,874
Samredee Fund	29.00	4,742,510	2,010,534
Payable to PKSF within next 12 months	21.00	198,671,590	184,300,000
Tax & Vat payable	30.00	15,021	49,827
Forfiet Fund		148,230	60,472
Loan from Staff Savings Fund			1,300,000
Total Fund and Liabilities		**1,599,208,058**	**1,260,894,851**

Chief Accountant | Executive Director

A.K.M Fakhrul Islam
Coordinator (Finance)
Sagarika Samaj Unnayan Sangstha
Charbata, Subarnachar, Noakhali

Md. Saiful Islam
Executive Director
SAGARIKA SAMAJ UNNAYAN SANGSTHA
Charbata, Subarnachar, Noakhali

Signed as per our separate report.

Dhaka
25 August, 2019

AKHTAR AMIR & CO.
Chartered Accountants

SAGARIKA SAMAJ UNNAYAN SANGSTHA
CONSOLIDATED SCHEDULE OF FIXED ASSETS
As at June 30, 2019

Annexure-A

Particular	Cost				Rate	Depreciation					Written down value as at 30 June 2019
	Opening Value as on 1st July 2018	Disposal / Transfer	FY Purchaes	Closing Value as on 30 June 2019		Opening Value as on 1st July 2018	Disposal / Transfer Depreciation	Opening Balance after disposal	Depreciation Charge during the year	Closing Value as on 30 June 2019	
Land	6,566,575	-	1,624,040	8,190,615	0%	-	-	-	-	-	8,190,615
Semi Building	5,650,342	-	1,550,384	7,200,726	15%	3,499,871	-	3,499,871	438,849	3,938,720	3,262,006
Furniture & Fixture	3,581,942	1,509,172	3,145,019	5,217,789	10%	1,166,863	453,389	713,474	274,905	988,379	4,229,410
Mobile	132,595	51,279	-	81,316	20%	34,009	20,583	13,426	10,222	23,648	57,668
Computer	3,358,220	765,647	1,632,608	4,225,181	20%	1,534,953	427,338	1,107,615	391,967	1,499,582	2,725,599
Office Equipment	938,001	346,531	1,845,029	2,436,499	20%	441,466	169,830	271,636	183,221	454,857	1,981,642
Micro Bus	2,660,430	-	4,640,000	7,300,430	20%	2,158,290	-	2,158,290	719,095	2,877,385	4,423,045
Television	318,353	-	507,485	825,838	20%	136,572	-	136,572	95,051	231,623	594,215
Softwear	1,690,435	-	954,188	2,644,623	20%	991,701	-	991,701	139,747	1,131,448	1,513,175
Solar	523,692	33,000	441,338	932,030	20%	286,260	28,674	257,586	100,131	357,717	574,313
Health instrument	208,000	-	-	208,000	20%	122,803	-	122,803	17,142	139,945	68,055
Building	26,083,956	-	7,143,701	33,227,657	10%	145,547	-	145,547	3,308,211	3,453,758	29,773,899
House (Tin Shed Building)	2,705,911	-	-	2,705,911	20%	2,047,511	-	2,047,511	131,680	2,179,191	526,720
Motor-Cycle	22,995	22,995.00	-	-	20%	20,526	20,526	-	-	-	-
Camera	20,000	20,000.00	-	-	20%	11,808	11,808	-	-	-	-
Air- Conditioner	74,150	-	-	74,150	20%	43,778	-	43,778	6,074	49,852	24,298
Office Development	5,667,207	-	-	5,667,207	15%	3,344,297	-	3,344,297	349,977	3,694,274	1,972,933
Printer Of Computer	42,471	-	-	42,471	20%	11,798		11,798	6,135	17,933	24,538
Office Decoration	3,254,541	-	-	3,254,541	15%	1,518,155	-	1,518,155	260,458	1,778,613	1,475,928
Ring Forma	21,327	-	-	21,327	20%	9,731	-	9,731	2,319	12,050	9,277
Slab Forma	3,000	-	-	3,000	20%	1,771	-	1,771	246	2,017	983
Altrasonography Machine	900,000	-	-	900,000	10%	171,000	-	171,000	72,900	243,900	656,100
ECG Machine	92,000	-	-	92,000	10%	17,480	-	17,480	7,452	24,932	67,068
Multimedia Projector	37,450	-	-	37,450	20%	7,490	-	7,490	5,992	13,482	23,968
Rice Harbesting	230,000	-	-	230,000	20%	46,000	-	46,000	36,800	82,800	147,200
Tubewell	10,500	-	-	10,500	20%	2,100	-	2,100	1,680	3,780	6,720
Total	**64,794,093**	**2,748,624**	**23,483,792**	**85,529,261**		**17,771,780**	**1,132,146**	**16,639,634**	**6,560,254**	**23,199,887**	**62,329,374**

AKHTAR AMIR & CO. Chartered Accountants Dhaka

সংস্থার সফলভাবে সমাপ্ত প্রকল্প/কর্মসূচী সমূহ :

সংস্থা দাতা সংস্থার অনুদান ও সহযোগিতায় বিভিন্ন কর্মসূচী সফলভাবে বাস্তবায়ন করে প্রকল্পের সফল সমাপ্তি করেছে। নিম্নের সারণীতে সমাপ্ত প্রকল্প সমূহের তালিকা দেওয়া হল।

SL	Name of the programs/ projects	Name of Donors	Duration	Project Locat & Beneficiary	Nature of works
1	Socio-Economic Development and Disaster Management Project	Oxfam-GB	1990-1991	1500 HHs, Charbata, Char Jublee, Char Jabber, Char Clerk Union	Beneficiary Training, Inputs support, Networking with service providing agencies
2	Rehabilitation program under 1991 cyclone	Oxfam-GB	1991-1992	2000HHs, Charbata, Char Jublee, Char Jabber, Char Clerk Union	Beneficiary training and Input support
3	Sanitary Latrine rehabilitation	NGO Forum for DWSS	1992-1993	2000 HHs, Charbata, Char Jublee, Char Jabber, Char Clerk Union	Awareness activities and Input support
4	Socio-Economic Development and Disaster management Project	Oxfam-GB	1991-1996	5000 HHs Charbata, Char Jublee, Char Jabber, Char Clerk Union	Beneficiary Training, Inputs support, Networking with service providing agencies
5	Informal Education Program (INFEP) under department of mass and primary education	UNICIEP, NORAD	1993-1997	170 center, Charbata, Char Jublee, Char Jabber, Char Clerk Union	Adult and Adolescent Children Education
6	School-Cum-Cyclone Shelter Project	European Economic Commission (EEC).	1994 – 1996	Shelter based community	Awareness and training supports
7	Gender Knowledge Networking and Human Right Intervention In Bangladesh	BLAST	1999-2004	Noakhali Sadar including Subarnachar, Ramgoti	Awareness of Legal Aid and Legal Education, Medication of any Conflict, Provide Legal aid Service to Torture Women, Popular Theater
8	Arsenic Mitigation Project	OXFAM	1999-2000	2200 HHs	Awareness and Rain Water Harvesting as Alternate way for Safe water
9	Participatory Homestead Gradening Project (PHGP), Care – LIFT	Care-Bangladesh	2000-2004	Subarnachar and Ramgoti Upazilla	Utilization of the homestead gradening increase their notation And Change livelihood
10	BARI	Bangladesh Government	2004-2005	Subarnachar Upazilla	Result Demonstration for general Beneficiaries

11	Community Based Preparedness and Risk Reduction Project in Boyer Char	Oxfam-GB	2002-2007	Boyerchar in Hatiya Upazill, Ben. 2500 HHs	Beneficiary Training, Inputs support, Networking with service providing agencies
12	CDSP- I	Royal Netherlands Embassy	1996-1999	Char Majid	LCS work,
13	CDSP- 2	DO	2000-2004	Maradona (W/S Charmajid, Mohiuddin)	Beneficiary Training, Inputs support, Networking with service providing agencies
14	CDSP- 3	DO	2005-2010	Boyerchar, Ben-1498 HHs	• Group formation, micro finance and capacity building . • Health and family planning program .• Water and sanitation program • Legal and human rights.• Disaster management and climate change adaptation
15	SHOUHARDO Project	Care-Bangladesh	2006-2010	5843 HHs in Subarnachar and Companigonj Upazilla	Food security & sustainability through agriculture, Nutrition, Water and Sanitation, women empower & disaster
16	Disaster Risk Redaction & vulnerable Livelihoods Project (DRR&VLH) in Caring Char	Oxfam-GB	2009-2010	2000 HHs	Disaster risk reduction and alternative Livelihood
17	Improved Access to water, Sanitation and Hygiene (WASH) in coastal regions of Bangladesh	Oxfam-GB	1 July 2010 to 31 December 2011,	10 coastal Chars in Nolerchar and Boyerchar in Hatiya, Noakhali, Ben. 2500 HHs	WatSan and alternative Livelihood.
18	GRIHAON	Bangladesh Bank	2001 -2011	75 HHs, Subarnachar Upazilla	Beneficiaries house Infrastructure Development
19	Climate Change Adaptation Among Fisher Communities in Noakhali District	Planning Commission, DANIDA	January-2010-September-2012	Char Nangolia and Nolerchar, Ben- 500 HHs	Training, input support, Infrastructure dev., awareness building on the effects of climate change and about adaptation measures, establish linkage with service providing

					agencies etc.
20	Regional Fisheries and Livestock Development Project through Farmers Field School	DANIDA	Nov, 2008 to Sept, 2012	Nolerchar , Hatiya Ben-2250 households HHs	Poverty reduction through Fisheries & live stock development.
21	Climate Change Adaptation among Fishing Communities of Coastal and Charland of Noakhali and Lakshmipur Districts	Bangladesh Climate Change Trust Fund (BCCTF) through Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)	November 2012 to October 2013	Subarnachar and Ramgoti Upazilla Ben 1000 HHs of Fisherman	Training , input support , household Infrastructure dev. awareness building, establish linkage with service providing agencies etc.
22	Enhancing Governance and Capacity of Service Providers and Civil Society in Water Supply and Sanitation	NGO Forum for Public Health and European Union	Started on 1st January 2013 and closed 31st December 2016.	Wapda, Char Clerk and Mohammadpur Union of Subarnachar Upazilla, 21990 HHs	■ DTW installation and repairing ■ School and Community latrine construction ■ Awareness on hygiene practice ■ Enhancing Governance and Capacity of Service in the Society by the service Providers and Civil Society.
23	Char Development & Settlement Project-IV Social and Livelihoods Support Component	*The government of the Netherlands, International fund for Agriculture Development (IFAD), the government of Bangladesh.*	March'2011 to February'2017	Nolerchar, Nangoliercharin Hatiya Upazilla, Ben-7304 HHs	• Group formation, micro finance and capacity building . • Health and family planning program .• Water and sanitation program • Legal and human rights.• Disaster management and climate change adaptation

24	Food Security 2012, Bangladesh, Ultra Poor Programme- (UPP)- Ujjibito Component	*European Union & PKSF(Leading Agency)*	Started on 1st November 2013 and will be closed 30st April 2019.	5100 extreme poor HHs of 5 Upazillas of Noakhali district and 1 Upzilla of Laxmipur district	-Agriculture technical services , Skilled Development Training on Agriculture and off-Farm activities, Input Supports like HYV Seed, Beef Fattening, Goat rearing, Vermi compost - Sustainable development on food and nutrition of project beneficiary members especially children, pregnant and lactating mothers through court yard session. - Awareness raising about formal education of the dropped out primary students.
24	Food Security 2012, Bangladesh, Ultra Poor Programme- (UPP)- Ujjibito Component, Name of Donors: European Union & PKSF(Leading Agency), Started on 1st November 2013 and will be closed 30st April 2019. Project beneficiary & working areas - 5100 extreme poor HHs of 5 Upazillas of Noakhali district and 1 Upzilla of Laxmipur district, Over all activities are Agriculture technical services , Skilled Development Training on Agriculture and off-Farm activities, Input Supports like HYV Seed, Beef Fattening, Goat rearing, Vermi compost, Sustainable development on food and nutrition of project beneficiary members especially children, pregnant and lactating mothers through court yard session, Awareness raising about formal education of the dropped out primary students.				

Networking:

SSUS has always been maintaining the good relations with government offices and other non-m

•	PKSF	•	Asian Disaster preparedness Center
•	BRAC	•	Federation of NGO Network in Bangladesh (FNB)
•	CDSP-IV	•	Credit and Development Forum
•	NGO Forum for Public Health	•	BRCT, IUCN, NACOM, BLAST, ALRD, IFAD
•	Bangladesh Disaster Preparedness Center (BDPC)	•	Coast Trust (Climate Change and Adaptation)
•	Disaster Forum	•	
সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম এফএনবি নোয়াখালী জেলা কমিটির জেলা সভাপতি ও নির্বাহী সদস্য, জাতীয় কার্যনির্বাহী বোর্ড (এনইবি), এফএনবি এর দায়িত্বরত রয়েছেন।			

কন্ট্রাক্ট পারসন :

মো: সাইফুল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক

গ্রাম ও পো:- চরবাটা, পো: কোড- ৩৮১৩
থানা- চর জব্বর, উপজেলা- সুবর্ণচর
জেলা-নোয়াখালী।
মোবাইল নং- ০১৭১১-৩৮০৮৬৪, ০১৮৬৫০৪১২০২
ই-মেইল = saifulssus@yahoo.com
ওয়েব সাইট= www.sagarika-bd.org

উপসংহার :

অপ্রত্যাশিত কোভিড-১৯ নোভেল করোনাভাইরাস মহামারি সংস্থার কার্যক্রম ও সংস্থার উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর স্বাভাবিক উন্নয়নের গতিকে বাধাগ্রস্ত করেছে। এপ্রিল-মে ২০২০ এই দুমাস সারকারি লকডাউন তুলে নেয়ার পর সংস্থা স্বাভাবিক কার্যক্রমে ফিরে আসার জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা টেকসই উন্নয়নের গতি ধারায় দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থা কর্মএলাকার উপকারভোগী দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবার সমূহের চাহিদা ভিত্তিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে অর্জিত জ্ঞান ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতা নিয়ে সংস্থার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। করোনা মহামারির ফলশ্রুতিতে ২/৩ মাস কার্যক্রম বন্ধ থাকায় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা না হলেও সংস্থার ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত দাতা সংস্থার অনুদানে পরিচালিত প্রকল্পের বিভিন্ন সচেতনতামূলক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন কার্যক্রম এবং পিকেএসএফ ও তফশীলী ব্যাংক এর ঋণ তহবিল সহযোগিতায় পরিচালিত ঋণ কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত তথ্য, উপাত্ত ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদনে বর্ণনা করা হয়েছে। কার্যক্রম বর্ণনার পাশাপাশি বর্ণনার প্রাসঙ্গিক উল্লেখযোগ্য কিছু ছবি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক বিবেচনায় রেখে বিকল্প পন্থা অবলম্বনে ২০২০-২১ অর্থবছরের বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্পের বাজেট ও কার্যক্রমের তথ্য, সংস্থার আর্থিক ব্যবস্থাপনা, কর্মরত জনবল ও সংস্থার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের তথ্য এ বার্ষিক প্রতিবেদনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সংস্থার কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে অভিষ্ট উপকারভোগীদের কাঙ্খিত উন্নয়নের চিত্র এই বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে ।